উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 2 December 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 193

আইসিসি'র দায়িত্ব নিয়েই অলিম্পিকে চোখ জয়ের

বারোর পাতায়

কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে 'না' কেজরিওয়ালের

সাতের পাতায়

প্রজন্ম রক্ষায় যুদ্ধ যৌনপল্লির 'দিদি'র

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : খালপাড়ার যৌনপল্লিতে ঠাঁই পাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কলকাতার সোনাগাছি থেকে আসা 'দিদি'দের সঙ্গে। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সদস্যরা সেসময় ওই মহিলাকে বুঝিয়েছিলেন, 'যৌনপল্লির কোনও প্রভাব যাতে সন্তানদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ওপর না পড়ে।' তখন নাকি খুব হেসেছিলেন বাকিরা। তবে কথাটি মনে গেঁথে যায় তাঁর। জীবনের পরতে-পরতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে একজন সচেতন মা হয়ে উঠতে শিখিয়েছে। নিজের সন্তানরা এখন অন্য পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত। খালপাড়ার বছর আটষট্টির ওই বাসিন্দা আট থেকে আশির কাছে হয়ে উঠেছেন 'দিদি'।

বর্তমানে বয়সের কারণে পেশা থেকে সরে এসেছেন বটে, তবে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর খালপাড়ার যৌনপল্লিতে দোরে দোরে গিয়ে সচেতন করছেন সবাইকে। বলছেন, 'আমাদের এই লাইনটা ভালো নয়। এর খারাপ ছায়া যাতে সন্তানের ওপর না পড়ে।'

রবিবারের পড়ন্ত বেলায় সূর্যের লাল আভায় মুখের বলিরেখা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'আমার দুই ছেলে আর এক মেয়ে। প্রত্যেকে বাইরে থাকে। ভালো কাজ করছে। মাঝেমধ্যে এসে দেখা করে যায়। যৌনপল্লির বাকি সন্তানরাও যেন এভাবে বড় হয়, সেজন্য এই লড়াই।'

এদিন ছিল বিশ্ব এইডস দিবস। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের উদ্যোগে খালপাড়ার যৌনপল্লিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানকার প্রবীণ বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কম্বল। তবে সেসব কিছুকে ছাপিয়ে বারবার উঠে আসছিল শিক্ষার প্রসঙ্গ। যৌনপল্লিতে কাজ করা লাভ অ্যান্ড হোপ প্রোজেক্ট, শিলিগুড়ি নামে একটি সংগঠন থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, বর্তমানে প্রোজেক্টের আওতায় এখানকার ৮৫ জন পড়াশোনা করছে। শহরের অদূরে একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে তাদের। যাদের মধ্যে ৪৫ জন পড়ুয়া (প্রত্যেকেই মেয়ে) হস্টেলে থাকে। বাকি ৪০ জন (ছেলে) যৌনপল্লিতেই থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা নিয়ে কতটা সচেতন যৌনপল্লি?

ওই মহিলার ব্যাখ্যায়, 'সকাল ৭টায় এখানে বাস আসে। সারারাত কাজ করার পর মায়েরা ভোরে উঠে সন্তানদের জন্য টিফিন বানিয়ে ফেলেন।' তবে প্রথমে বিষয়টি এতটা সহজ ছিল না, জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, 'মায়েরা আগে বলত, পড়িয়ে কী হবে? এখন ধীরে ধীরে সবাই সচেতন হচ্ছেন। যৌনপল্লিতে থেকে বড় হয়ে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের লড়াই আরও শক্তিশালী হয়েছে। মায়েরাও এখন চাইছেন, তাঁদের সন্তানের জীবনযাপন যেন স্বাভাবিক হয়।'

এরপর দশের পাতায়

বেনজির সিদ্ধান্ত

পেনশন থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি... আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতোই বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন যৌনকর্মীরা। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল বেলজিয়াম সরকার।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার মাস্টারমাইন্ড সঙ্গীও

কোটির প্রতারণা, জালে মহিলা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : কয়েক কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ ছিল শক্তিগড়ের বাসিন্দা এক মহিলার বিরুদ্ধে। দীর্ঘ কয়েকমাস থেকে এই নিয়ে ঝামেলা চলছিল এলাকায়। অবশেষে রবিবার ঐশ্বর্য রাজ মণ্ডল নামে সেই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় এনজেপি থানার পুলিশ। সেইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় মহিলার এক সঙ্গী অঙ্কিত আনন্দকেও। এদিন আদালতে দুই পক্ষের বয়ান শুনে বিচারক ঐশ্বর্য ও অঙ্কিতের জামিন নামঞ্জুর করেন। ধৃতদের পাঁচ দিনের জেল হেপাজত হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত কয়েক বছর আগে। অভিযোগ, এলাকার বহু মানুষের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছেন ঐশ্বর্য। বিভিন্ন মানুষকে ব্যাংক, অর্থ প্রদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ তুলে দিয়েছেন। এরপর চড়া সুদের লোভ দেখিয়ে সেই টাকা নিজে আত্মসাৎ করেছেন। রবিবার এনজেপি থানায় দাঁড়িয়ে এমনটাই বলছিলেন অর্চনা সরকার, ধীরাজ গোয়ালা, বনা দাস, লক্ষ্মী সরকার বর্মনের মতো অনেকে। অর্চনার কথায়, 'প্রথম দিকে অল্প কয়েক হাজার করে নিত। পরবর্তীতে লেনদেন চলতে চলতে প্রত্যেকের কাছেই অঙ্কটা লক্ষ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

ঐশ্বর্যের ঠিকানা শক্তিগড় চার নম্বর রাস্তায়। তাঁর স্বামী কেন্দ্রীয় সরকারের এসএসবিতে কর্মরত। স্বামী বাইরে থাকায় অঙ্কিতের সঙ্গেই থাকতে শুরু করেন ঐশ্বর্য। অঙ্কিত বিহারের বাসিন্দা। তার সঙ্গে থাকার জন্য মেডিকেল কলেজ এলাকাতেও একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন এবং সেখানে অঙ্কিতকে নিজের স্বামী বলেই পরিচয় দিতেন। আবার শক্তিগড়ে সেই অঙ্কিত ছিলেন ঐশ্বর্যের ভাই।

শক্তিগড়, শীতলাপাড়া, শালুগাড়া সহ শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষের কাছ থেকে ঐশ্বর্য টাকা ধার নিতে শুরু করেন। এই বিষয়ে মাসতিনেক আগে ঐশ্বর্যের বাড়ির সামনে পাওনাদাররা গিয়ে টাকা চাইলে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। পাওনাদারদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঐশ্বর্যকে সেই সময় থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। যদিও সেদিন বিকেলেই থানা থেকে ছাড়া পেয়ে যান তিনি।

সেই ঘটনার পরই পাওনাদারদের দিকে শ্লীলতাহানি ও আক্রমণের অভিযোগ তোলেন ঐশ্বর্য। ঘটনায় কুড়িজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ। যার মধ্যে দুজনকে বেশ কিছুদিন জেল খেটে আসতে হয়। বাকিরা আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রতারিতরা। শক্তিগড়ের বাসিন্দা অর্চনার সংযোজন, 'ঐশ্বর্য আমার কাছ থেকে নয় লক্ষ টাকা নিয়েছে। পুলিশকে গলা পর্যন্ত খাইয়ে রাখা হয়েছে।' তুলসী গোয়ালাও প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা পাবেন বলে জানান। ধীরাজ গোয়ালা নামের একজন ৪৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন। ধীরাজের বক্তব্য, 'পুলিশ ওই মহিলাকে সাহায্য না করলে বারবার বলার পরও আমাদের অভিযোগ নেয়নি কেন?'

এরপর দশের পাতায়

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে এনজেপি থানার পুলিশ।

কোন কৌশল

- শক্তিগড় ও শীতলাপাড়া এলাকা থেকে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা প্রতারণা
- শিলিগুড়ির অন্য এলাকা মিলিয়ে প্রতারণার অঙ্ক ৯ কোটির বেশি বলে দাবি
- প্রথমে এলাকার বহু মানুষকে ব্যাংক থেকে ঋণ তুলে দিয়ে সহানুভূতি আদায়
- এরপর চড়া সুদের লোভ দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করা

যোজামুজি

মোদি কি আদবানি হতে চাইবেন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

এই বছরের গোড়ায় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছিলেন, বিজেপি নিজেই এখন স্বয়ং নির্ভর। তার আরএসএস নির্ভরতার দরকার নেই।

নাড্ডা এবং নাড্ডার মতোই আরও অনেক বিজেপি নেতারা মনে করেছিলেন, আগের অনেক নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি তাঁর একক ক্ষমতায় যেমন উতরে দিয়েছিলেন বিজেপিকে, ২০২৪-এও তার ব্যতিক্রম হবে না। নাড্ডার কথাটি আরএসএস ভালোভাবে নেয়নি। লোকসভা ভোটে আরএসএস সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়েছিল। বিজেপি আড়াইশোর ঘরও পেরোতে পারেনি।

আরএসএস প্রমাণ করে দিয়েছিল, বিজেপিকে তাদের ওপর নির্ভর করতেই হবে। লোকসভা ভোটের পর বিজেপির অনেক নেতাই বুঝতে পেরেছিলেন, যতই লার্জার দ্যান লাইফ দেখানো হোক না, আসলে মোদি এখন আর ভোট ক্যাচার নন। অতএব মোদিতে ভরসা না রেখে আপাতত আরএসএসের শরণাপন্ন হওয়া ভালো।

ভোট মিটতেই উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ এবং মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফড়নবিশ সোজা নাগপুরে ছুটে গিয়েছিলেন। আরএসএস তাঁদের বিমুখ করেনি। দুটি রাজ্যেই সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সংঘ। এর ফল কী তা সবার জানা।

২০১৪-য় প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার হয়ে মোদি ভোটে লড়তে নেমেছিলেন মুখ্যত আরএসএসের ইচ্ছায়। আরএসএস কখনোই ব্যক্তিকে সংগঠনের ওপরে স্থান দেয়নি। মোদিকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মনোনীত করলেও সংঘ কখনোই চায়নি মোদি সংগঠনকে ছাপিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করুন। কিন্তু তা মোদি আমল দেননি। প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, দল এবং সরকারে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হতে তিনি এসেছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই দল এবং সরকার চলবে।

আরএসএসের হাত থেকে সুতো বেরিয়ে গিয়েছিল। চুপচাপ সবকিছু দেখেশুনে যাওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না সংঘের। শুধু মাঝেমধ্যে সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত নাম না করে ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে নম্র হওয়ার বার্তা দিচ্ছিলেন মোদিকে। বিজেপির নেতা-কর্মী মহলেও মোদি ধারণা তৈরি করে দিয়েছিলেন, একমাত্র তিনিই পারেন বিজেপিকে দশকের পর দশক ক্ষমতায় রাখতে।

লোকসভা ভোটের পর মোদির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রথম সংশয়টা তৈরি হয় বিজেপি নেতাদের ভিতরে। মোদির ওপর ভরসা করে আর ক'টা নির্বাচনে জেতা যাবে তা নিয়েও দলের অন্দরে ফিশফাশ শুরু হয়। ভোটে জিততে ফড়নবিশ এবং যোগীর মতো নেতারা মোদি নির্ভরতা ঝেড়ে নিজেদের মতো স্ট্র্যাটেজিও সাজাতে শুরু করেন।

সংঘ ঠিক এই সুযোগটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। সংগঠনের ওপরে যে ব্যক্তির স্থান হয় না-- মোদিকে এটি বুঝিয়ে দিতে অপেক্ষা করছিল সংঘ। এতক্ষণ যে কথাগুলি লিখলাম, অধিকাংশই শুধু আমার কথা নয়।

এরপর দশের পাতায়

ঢাকায় হেনস্তা এপারের তরুণের

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা ও কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শান্তির বার্তা বনাম হিংসার আবহ। বিশ্বজুড়ে রবিবার প্রার্থনা, কীর্তন আয়োজিত হয়েছিল ইসকনের উদ্যোগে। হরিনাম সংকীর্তনের সঙ্গে ছিল শান্তিতে বসবাস, ধর্মাচরণের প্রার্থনা। বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে রবিবার সমাবেশে ভিড় উপচে পড়েছে।

তাতে অবশ্য অশান্তিতে লাগাম পরেনি বাংলাদেশে। বরং হিন্দু নির্যাতনের পাশাপাশি ভারত বিদ্বেষের আরও কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে গত ২৪ ঘণ্টায়। যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে গত দু'দিনে মোট ৬৩ জনের ভারতে আসার চেষ্টা আটকে দিয়েছে বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন পুলিশ। সন্দেহজনক অজুহাত দেখিয়ে তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নিজেদের ঠিকানায়।

ওই ৬৩ জনই বাংলাদেশি নাগরিক। তবে ইসকনের ভক্ত। এছাড়া কলকাতার বেলঘরিয়ার বাসিন্দা সায়ন ঘোষ নামে এক তরুণ ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে চরম হেনস্তার মুখে পড়েন বলে অভিযোগ। হিন্দু ও ভারতীয় পরিচয় শুনে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। কোনওমতে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা তথা পরিচিত সাংবাদিক মুন্নি সাহাও হেনস্তার হাত থেকে রক্ষা পাননি। ধর্মে হিন্দু ওই মহিলা সাংবাদিকের ওপর শনিবার রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকায় চড়াও হয় উন্মত্ত জনতা।

সাংবাদিক নিগ্রহ

খালেদা-পুত্রকে বেকসুর খালাস

এই পরিস্থিতির মধ্যে বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলায় অভিযুক্ত সবাইকে রবিবার বেকসুর খালাস করে দিয়েছে বাংলাদেশ হাইকোর্ট। অভিযুক্তদের অন্যতম বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আরেক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে। হাইকোর্টের এই রায়ের দিনই অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস আওয়ামি লিগের শীর্ষ নেত্রী হাসিনাকে আরও কোণঠাসা করার চেষ্টা করেন।

ইউনূসের অভিযোগ, মুজিব-কন্যার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাইরে পাচার হয়েছে। অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি রবিবার প্রধান উপদেষ্টার হাতে এই রিপোর্ট তুলে দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

বাংলাদেশ কাণ্ডের প্রতিবাদে ইসকনে কীর্তন। রবিবার কলকাতায়।

পরিবারে ৩ সন্তান চান আরএসএস প্রধান

নাগপুর, ১ ডিসেম্বর : ভারতে জনসংখ্যা ১৪৩ কোটিরও বেশি। চিনকে টপকে জনসংখ্যার নিরিখে ভারত এখন শীর্ষস্থানে। জনবিস্ফোরণের এই বিপদকে কার্যত উপেক্ষা করছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। বরং নবদম্পতিদের দুয়ের বেশি সন্তান জন্ম দেওয়ার পরামর্শ দিলেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। নাগপুরে সংঘের এক সভায় রবিবার তিনি বলেন, '২ অথবা ৩টির বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত নবদম্পতিদের। সামাজিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংখ্যাটা এখন গুরুত্বপূর্ণ।'

ভাগবতের কথায় উদ্বেগ। তিনি বলেন, 'কোনও সন্দেহ নেই যে জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। আধুনিক জনসংখ্যা বিজ্ঞান অনুযায়ী জনসংখ্যার হার ২.১ শতাংশের নীচে নেমে গেলে সেই সমাজ ধ্বংসের মুখে পড়ে। জন্মহার কিছুতেই ২.১ শতাংশের নীচে নেমে যাওয়া উচিত নয়।' গত সংবিধান দিবসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী চিনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার ডাক দিয়েছিলেন। 'হাম দো, হামারে চার' স্লোগান দিয়েছিলেন তিনি।

ওই স্লোগান ও বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছিলেন তিনি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিজেপি নেতারা সাধারণত মুসলিমদের দিকে আঙুল তোলেন। এর আগে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনও একইরকম আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগবতের উলটো সুর নিঃসন্দেহে বিজেপির অস্বস্তির কারণ।

কোনও সম্প্রদায়ের নাম না করলেও তিনি যে হিন্দুদেরই বেশি সন্তান উৎপাদনের বার্তা দিয়েছেন, সেটা স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকারকে জনসংখ্যা নীতি বদলের আর্জিও জানিয়েছেন সংঘ প্রধান। ভাগবতের কথায়, 'আমাদের দেশের জনসংখ্যা নীতি ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, কোনও সমাজের জন্মহার ২.১ শতাংশের নীচে নামা উচিত নয়। এই হার বজায় রাখতে দুইয়ের বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত। বৃদ্ধির হার ২.১ শতাংশের কম হলে তা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর।'

পোশাকের পসরায় ঢেকেছে ডাকবাক্স। হিলকার্ট রোডের গুরু নানক চকে সূত্রধরের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

রংপো দুর্ঘটনায় মৃত আরও বাড়ল

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : রংপোতে বাস খাদে পড়ে জখমদের মধ্যে আরও একজনের মৃত্যু হল। মৃতের নাম জমিরুদ্দিন আনসারি। কিশনগঞ্জের বাসিন্দা তিনি। রবিবার ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ সিকিমের এসটিএনএম হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এনিয়ে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭। শনিবারই মৃত্যু হয়েছিল এক মহিলা সহ ছয়জনের। ৪ মহিলা সহ ১৬ জনকে সিকিমের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। গুরুতর জখম হয়েছিলেন জমিরুদ্দিনও। এদিন তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মেধ্যাপাড়ার বাসিন্দা সুজিত দাস (৫২) মারা গিয়েছেন।

এদিকে, রংপোর বাস দুর্ঘটনার খবর শুনে টেলিফোনে কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাস দুর্ঘটনায় মৃত এরাজ্যের তিনজনের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অন্যদিকে, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং ও মুখ্যসচিব বিজয়ভূষণ পাঠকও নিয়মিত খোঁজখবর নিচ্ছেন। পাহাড়ি রাজ্যের সরকার আহতদের চিকিৎসায় সবরকম সহযোগিতা করছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বাসের মালিকও।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে শিলিগুড়ির ২ জনের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িরও কয়েকজন রয়েছেন। তবে জখমদের অধিকাংশই বিহারের কিশনগঞ্জ ও পূর্ণিয়ার বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় মৃত কলকাতার বেলগাছিয়ার বাসিন্দা ইকবাল হোসেনের মরদেহ সরকারি উদ্যোগে অ্যাম্বুল্যান্সে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫ জনের দেহও নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। তবে মেঘালয়ের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের দেহ পরিবারের লোকেরা এলে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

রবিবার কালিম্পংয়ের জেলা শাসক, পরিবহণ ও পুলিশকর্তারা চিত্রে থেকে বেশ খানিকটা এলাকাজুড়ে রাস্তার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে, সেই লক্ষ্যে পূর্ত, পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে

এরপর দশের পাতায়

দুর্ঘটনায় মৃতের আধার নিয়ে বাড়ছে রহস্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : রংপোর বাস দুর্ঘটনায় অনেক মৃত্যুর মধ্যে একটা মৃত্যুকে ঘিরে এখন একাধিক প্রশ্নমালা ঘুরছে। মৃতের তালিকায় ছয় নম্বরে থাকা ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের খোঁজ করতে গিয়ে মৃতের আধার কার্ডকে ঘিরে প্রশ্ন যেমন উঠেছে, তেমনই রয়েছে স্থানীয় স্তরের নজরদারি নিয়েও। কে কোথায় থাকছে? কোথায় যাচ্ছে? কোন স্তরে তার কোনও খোঁজই নেই। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন, প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে, ভাড়াটেদের ওয়ার্ডভিত্তিক ডেটাবেস না থাকায় তা ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আধার কার্ডে ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের ঠিকানা ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম আশ্রমপাড়া দেখার পরেই পুলিশ ওই ব্যক্তির খোঁজ পেতে অনেক ঘাম ঝরিয়েছে। সারারাত খোঁজ করেও কোনও সূত্র পায়নি।

এদিন সকালে হঠাৎই গ্যাংটকের ডিএসপি অফিস থেকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছে বার্তা আসে, ইন্দ্রজিতের স্ত্রী রাজশ্রী সিং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এরপর রাজশ্রীর দেওয়া ঠিকানা দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় মেট্রোপলিটান পুলিশের। সেখানে দেখা যায়, মৃতের বর্তমান ঠিকানা মেঘালয়ের শিলংয়ের পূর্ব খাসি পাহাড়ে।

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে আধার কার্ড শিলিগুড়ির হল কীভাবে? যোগাযোগ করা হয়েছিল রাজশ্রীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমরা সকলেই শিলংয়ের বাসিন্দা। স্বামী পেশায় ইলেক্ট্রিশিয়ান। তিন বছর ধরে শিলিগুড়িতে থেকে ব্যাংকগুলোতে ইলেক্ট্রিকের কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি গ্যাংটকের একটি ব্যাংকে ইলেক্ট্রিকের কাজ করছিলেন। সেই সূত্রেই ডেইলি প্যাসেঞ্জারি।' প্রশ্ন করা হয়, বর্তমানে শিলিগুড়িতে কোথায় থাকতেন তিনি? রাজশ্রী বললেন, 'ইন্দ্রজিৎ কিছু মাস অন্তরই ভাড়াবাড়ি পরিবর্তন করতেন। এখন তিনি কোথায় থাকতেন জানি না। বহুদিন আগে একবার গিয়েছিলাম, তখন কোথায় থাকতেন, সেটাও বলতে পারব না।'

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে রাজশ্রীর কথার পরিপ্রেক্ষিতে আধার কার্ড হল কীভাবে? এর সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে, আধার কার্ডে যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে, সেই ঠিকানায় ওই নামের কেউ কোনওদিনই থাকেনি বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা। এমনকি ওই এলাকায় শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত কাউন্সিলার ও পুলিশ কার্যত বাড়ি বাড়ি খোঁজ চালিয়েছে।

এই সূত্রেই আর একটা বিষয়ও সামনে এসেছে। ভোটার লিস্টের পাশাপাশি ভাড়াটেদের লিস্টও যদি পুলিশ প্রশাসন কিংবা ওয়ার্ড কমিটির কাছে থাকত। এ নিয়েই কথা হচ্ছিল ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়ালের সঙ্গে। প্রথমেই তিনি বললেন,

এরপর দশের পাতায়

রবিবার রংপোর অটল সেতুর কাছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি তোলা হচ্ছে।

বাঘ গুনতে আরও ১০০ ট্র্যাপ ক্যামেরা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : বক্সা বনে বাঘ আছে কি না তা এখনও লাখ টাকার প্রশ্ন। তবে মাঝেমধ্যেই বন দপ্তরের পাতা ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়ে। বিশেষ করে শীতের সময় গত কয়েক বছরে বাঘের ছবি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। আর বাঘের ক্যামেরা বন্দি নিয়ে আশাবাদী বন দপ্তরও। এই অবস্থায় এবারও শীতে বাঘের দেখা মিলবে বলে ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগাল বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে বনের আনাচকানাচে অসংখ্য ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ট্র্যাপ ক্যামেরায় ওঠা ছবি বাঘ গণনাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের উপক্ষেত্র অধিকর্তা দেবাশিস শর্মা বলেন, 'আমরা চাই ছিলাম গোটা বনাঞ্চলেই ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগাতে। কিন্তু এত ট্র্যাপ ক্যামেরা তো লাগানো সম্ভব নয়। তবুও এবার আমরা ১০০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগিয়েছি। আমাদের আশা এবারও ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়বে।'

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প সূত্রে খবর, প্রায় ৭৬০ বর্গ কিমি বিস্তীর্ণ এই বনাঞ্চল। গত ২০ বছরে এই বনাঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির তেমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে ট্র্যাপ ক্যামেরায় গত কয়েক বছরে বাঘ দেখা গিয়েছে। ২০২১ ও ২০২৩ সালে পর পর বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে বাঘের ছবি ধরা পড়েছিল। ২০২১ সালের ১১ ডিসেম্বর ও ২০২৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে বাঘের ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়েছিল।

বক্সায় ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ।

বনাধিকারিকদের অনুমান ঠান্ডার সময় ভুটান পাহাড় থেকে বাঘ নেমে এসে আস্তানা গাড়ে পাহাড় সমতল মিলিয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে। এবারও ডিসেম্বরের ঠান্ডাতে এই বনাঞ্চলে বাঘের আনাগোনা হবে বলে আশা করছেন বন দপ্তরের কর্তারা। আর সেই মুহূর্তে যেন কোনওভাবেই মিস না হয়, তাই ট্র্যাপ ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

এবছর বক্সা বনাঞ্চলে প্রতি দুই বর্গ কিলোমিটার অন্তর একটি করে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। প্রায় ৩০০-র কাছাকাছি ট্র্যাপ ক্যামেরা এই বনাঞ্চলে এখন আছে। গত বছর এই সংখ্যাটা ২০০-র কম ছিল। কিন্তু এবার ট্র্যাপ ক্যামেরার সংখ্যা ১০০ বাড়ানো হয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় ৪৫ দিন অন্তর ট্র্যাপ ক্যামেরা খুলে অন্যত্র লাগানো হবে। চলতি বছরের নভেম্বরের মধ্যেই বনের ভেতর ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানোর কাজ শেষ করেছে বন দপ্তর। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পাহাড়ি এলাকাতেও ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বক্সাকে বাঘের বসবাসের উপযোগী করে তুলতে

ক্যামেরাবন্দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার বক্সা বনে। -ফাইল চিত্র

তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ছাড়া হয়েছে অসংখ্য হরিণ। এমনকি চলতি বছরেই দুটি বনবস্তিও অন্যত্র সরানো হয়েছে। এখন জয়ন্তীকে অন্যত্র সরানোর কাজ চলছে। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি বনবস্তিকে সরানোর জন্য কথা চালিয়ে যাচ্ছেন বনকর্তারা। এনটিসিএ-এর গাইডলাইন অনুযায়ী বনবস্তিবাসীদের অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার পরেই তাঁরা এলাকা খতিয়ে দেখবেন। এরপরে বাইরে থেকেই বাঘ আনার প্রস্তুতিও নেওয়া হবে। তার আগেই ভুটান পাহাড়ের বাঘই আপাতত ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে চাইছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প কর্তৃপক্ষ।

ফাঁকা গরুমারা টিকিট কাউন্টার লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র।

মরশুমের শুরুতে কম পর্যটক লাটাগুড়িতে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : এই উপযুক্ত বেড়ানোর মরশুমেও তেমন দেখা মিলছে না পর্যটকদের। বড়দিনেও সেভাবে বুকিং হয়নি রিসর্টগুলোতে। হাতেগোনা কিছু পর্যটক রয়েছেন লাটাগুড়ির কয়েকটি রিসর্টে। যেখানে প্রতিবছর এই সময়ে উপচে পড়া ভিড়ে বুকিং পাওয়াই ছিল দুর্লভ। সেই সমস্ত জায়গায় চলতি বছর এই সময়ে পর্যটক সমাগম না হওয়ায় স্বভাবতই আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি হতাশ স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীরা। নতুন বছরে ডুয়ার্সে পর্যটকদের আগমন নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কয়েক হাজার মানুষ।

ডুয়ার্সের ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব দে'র বক্তব্য, 'চলতি বছর আর লাভের মুখ দেখার আশা তেমন দেখছি না। তবে নতুন বছর থেকে পর্যটকদের বিপুল সমাগম হবে বলেই আশাবাদী ডুয়ার্স।'

ডিসেম্বর পড়তেই ডুয়ার্স পর্যটনের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়িতে পর্যটকদের ঢল নামত। শুধু লাটাগুড়িই নয়, ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তে এই ছবিটা কমবেশি একই থাকত। প্রতিবছর ডিসেম্বর মাস থেকে ডুয়ার্সে শুরু হয়ে যেত পর্যটকের আগমন। তবে চলতি বছর এখনও সেই ছবি ধরা পড়েনি।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গরুমারার বিভিন্ন নজরমিনারের পাশাপাশি জঙ্গল সাফারিতেও সেভাবে পর্যটক আসছেন না। মাঝেমধ্যে দু-একটি জিপসি নজরে আসছে। এদিকে গরুমারা, লাটাগুড়ি জঙ্গলে গাইডের কাজ করা চঞ্চল দত্ত, রবি ওরাওঁ, সুমন পাইকরা জানালেন কাজ না থাকায় বসে রয়েছেন তাঁরা।

তবে বড়দিন ও নিউ ইয়ার নিয়ে কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছেন ডুয়ার্সের রিসর্টগুলো। লাটাগুড়ির রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, 'বর্তমানে পর্যটক নেই বললেই চলে। ২৫ ডিসেম্বর থেকে বেশ কয়েকটি বুকিং রয়েছে। তবে সেটাও খুব একটা আশানুরূপ নয়।'

পাতার দাম বৃদ্ধির দাবি ক্ষুদ্র চা চাষিদের

নাগরাকাটা, ১ ডিসেম্বর : কাঁচা পাতার ন্যায্য দাম প্রাপ্তির বিষয়টি এখনও অনিশ্চয়তার জাঁতাকলে। বিষয়টি নিয়ে টি বোর্ডের ভূমিকা একেবারেই সন্তোষজনক নয়। এমনই অভিযোগের কথা উঠে এল রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায়। লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ১২০০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। টি বোর্ডের তরফে প্রাইস শেয়ারিং ফর্মুলা তৈরির যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল দ্রুত তার স্টাডি রিপোর্ট পেশ করে কাঁচা পাতার দাম নির্ধারণের নীতি ঘোষণার দাবিতে সরব হন ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'ক্ষুদ্র চাষিরা উৎপাদন খরচের থেকেও কম দামে কাঁচা পাতা বিক্রি করেন। এটাই তাঁদের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার, টি বোর্ড এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে না এলে চাষিরা আর ছেড়ে কথা বলবে না।'

পাঁচ দাবি

- কাঁচা পাতার দাম বৃদ্ধি
- ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রথাগত কৃষকের মর্যাদা
- খাদ্য সুরক্ষা ও উৎপাদিত পাতার মান বাড়াতে বরাদ্দ
- জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র চালু
- ডুয়ার্স চায়ের আলাদা ব্র্যান্ড তৈরি

আগামীতে চা শিল্পের মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে ক্ষুদ্র চা চাষিরাই আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। সংগঠনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে তথ্য পেশ করে জানানো হয়েছে, বর্তমানে উত্তরবঙ্গের মোট ৪২ কোটি কিলোগ্রাম চা উৎপাদনের মধ্যে ২৫ কোটি কিলোগ্রামই আসছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাঁচা পাতা থেকে। শতাংশের হিসেবে যা ৬৩। ২০৩০ সালের মধ্যে এই পরিমাণ ৭০ শতাংশে পৌঁছে যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

দিনভর উৎসবের মেজাজ

ডুয়ার্স রান উপলক্ষ্যে প্যারেড গ্রাউন্ডে জনজাতির সাংস্কৃতিকে তুলে ধরতে নাচের আয়োজন। (ডানে) দৌড় শুরু করেছেন দেশ-বিদেশের প্রতিযোগীরা। রবিবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

পর্যটন বিকাশে পুলিশের উদ্যোগ

ডুয়ার্স রানে কেনিয়া ও ভিনরাজ্যের প্রতিযোগী

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : দার্জিলিংয়ের পাঁচ বছরের আফিক খান কিংবা কেনিয়ার তরুণী হিলদা জে তানুই অথবা আলিপুরদুয়ারের ৭৮ বছরের সুভাষচন্দ্র বসু। রবিবারের আগে এঁরা কেউ কাউকে চিনতেন না, ভবিষ্যতেও এঁদের আর কখনও যোগাযোগ হবে কি না জানেন না কেউই। কিন্তু এদিন সকালে ডুয়ার্স রান যেন এঁদের এক অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে দিল। শুধু এঁরাই নন, ঝাড়খণ্ডের পবন সিং যেমন দৌড়োলেন কালিম্পংয়ের পূরণ রাইয়ের সঙ্গে, তেমনি কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে অংশ নিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পঞ্চানন বেরা এবং পশ্চিম সিকিমের চন্দ্রকলা শর্মা। হুগলির লিলি দাস, উত্তরপ্রদেশের অভিষেক কুমার, শামুকতলার বিবেক ছেত্রী, বীরপাড়ার অমর ভুজেল, ঝাড়খণ্ডের পূজা সিং, মমতা কুমারী, মাদারিহাটের লক্ষ্মী খেরিয়ার প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিষয়টি খানিক একই।

আলিপুরদুয়ারে ম্যারাথনে অংশ নিয়ে কেমন লাগল? এই প্রশ্নের উত্তরে কেনিয়ার হিলদা বলেন, 'নিজের শহরের মতো পরিবেশ পেয়েছি। এখানে দৌড়োতে এসে খুব ভালো লেগেছে।' অন্যদিকে, প্রতিযোগিতার শেষে মাদক বিরোধী প্ল্যাকার্ড হাতে পাঁচ বছরের আফিক জানায়, বাবার সঙ্গে ১০ কিলোমিটার ম্যারাথনে অংশ নিয়েছিল সে। এদিন

> ডুয়ার্স রানের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি পাবে। ফলে স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।
>
> **ওয়াই রঘুবংশী** *পুলিশ সুপার, আলিপুরদুয়ার*

আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন রাস্তা থেকে শুরু হয়ে বিএফ রোড ধরে আলিপুরদুয়ার জংশন-ডিআরএম, নর্থপয়েন্ট সহ মাঝেরডাবরি চা বাগান হয়ে পুনরায় প্যারেড গ্রাউন্ডে এসে শেষ হয় ডুয়ার্স রান। আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক আর বিমলা, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী ছাড়াও এদিন প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ যাদব, হাসিমারা সেনাছাউনির ব্রিগেডিয়ার অজিঙ্কা যাদব, উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি, কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা সহ অন্যরা। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর কথায়, 'ডুয়ার্স রানের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি পাবে। ফলে স্থানীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।' এছাড়া এর ফলে পর্যটনের বিকাশ ঘটবে বলেও বিশ্বাস তাঁর। অন্যদিকে, এই প্রতিযোগিতার ফলে নেশামুক্ত যুবসমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে আশাবাদী জেলা শাসক।

এদিন ডুয়ার্সের জনজাতির সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য নাচ, গানের পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সামগ্রীর স্টলও ছিল। তিনটি বড় স্ক্রিনে ডুয়ার্স রানের বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হয়। একটি সেলফি জোন ছিল, যেখানে প্রতিযোগীদের লাইন ধরে ছবি তুলতেও দেখা যায়। সবুজের বার্তা দিতে প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিযোগীদের অনেকে নাচ, গান ছাড়াও প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন হাতে মাদকের বিরুদ্ধে প্রচার করেন।

পিস্তল হাতে তাণ্ডব পুলিশ অফিসারের

মানিকচক, ১ ডিসেম্বর : মদ্যপ অবস্থায় থানা চত্বরে সার্ভিস রিভলভার উঁচিয়ে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছেন মানিকচক থানার এক পুলিশ অফিসার। গুলি করে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছেন শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের। রবিবার মানিকচক থানার এএসআই প্রশান্ত মিশ্রের এহেন কাণ্ডকারখানায় হতবাক সবাই। এই ঘটনায় আইসির কাছে প্রশান্তর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

গত ২২ নভেম্বর মানিকচকের কালিন্দ্রী বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। বাইকচালক ছিলেন ইংরেজবাজার থানার মিলকির বাসিন্দা এক তরুণ। তাঁর বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় মামলা রুজু হয়। বাইকটি নিজেদের হেপাজতে নেয় মানিকচক থানার পুলিশ। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার এএসআই প্রশান্ত। মামলার বিষয়ে জানতে রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মানিকচক থানায় হাজির হন মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য দুলাল শেখ, মাইনুদ্দিন মোমিন সহ বেশ কয়েকজন। ফোন মারফত এএসআই প্রশান্ত মিশ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তাঁদের থানা চত্বরে নিজস্ব কোয়ার্টারে ডেকে পাঠিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে শুরু করেন। পরে আরও উত্তেজিত হয়ে নিজের কোমর থেকে সার্ভিস রিভলভার বের করে তিনজনকে প্রাণে মেরে ফেলতে উদ্যত হন বলে অভিযোগ।

কর্মখালি

Field Officer & Security Guard Vacancy for TG Guards (P) Ltd. in Siliguri. Experience in Security Industry. Salary Negotiable. M : 9382982327. (C/113488)

Required Teachers in a Eng-Med. H. S. School in Siliguri for Arts, Commerce & Science. Qualification : P.G. with B.Ed. part or full time basis. WhatsApp C.V. to : 9907292150, 9832095754. (C/113812)

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় - 10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/111018)

অ্যাফিডেভিট

আমি Robiul Alam, পিতা Mafijuddin, আমার স্কুল/কলেজ সার্টিফিকেটে Md. Mafijuddin থাকায় গত ইং 29/11/24 তারিখে জলপাইগুড়ি নোটারিতে অ্যাফিডেভিট বলে Mafijuddin ও Md. Mafijuddin উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। কালিরহাট, ধূপগুড়ি। (A/B)

আজ টিভিতে

ঘরের মেয়ের সাগরপাড়ির গল্প। **গৃহপ্রবেশ**
প্রতিদিন রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা - আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩০ শাপমোচন, সন্ধে ৭.৩০ গুরু, রাত ১১.০৫ ফুল আর পাথর
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৩.০০ লোফার, সন্ধে ৬.০০ মিলন তিথি, রাত ৯.৩০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা
কালার্স বাংলা সিনেমা : দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ প্রতিকার, সন্ধে ৭.৩০ বড় বউ, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ, ১.০০ বাঘ বন্দি খেলা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধন
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

মিশন রানিগঞ্জ
সন্ধে ৬.১৮ অ্যান্ড পিকচার্স

দ্য লেজেন্ড অফ টারজান
রাত ৯.০০ সোনি পিক্স এইচডি

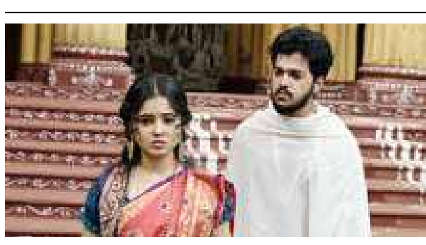

সাহিত্যের সেরা সময় সিরিজে **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
দুর্দান্ত অফার
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
■ উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
■ শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।
এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে
অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় জোর

নাগরাকাটা, ১ ডিসেম্বর : আয়ুর্বেদিকের গুণাগুণ নিয়ে বিশেষ প্রচার অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়ুষমন্ত্রকের আওতাধীন ন্যাশনাল কমিশন ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন। এজন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আয়ুষ সমিতি প্রতিটি জেলার স্থায়ী ও চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত সমস্ত আয়ুর্বেদিক ডাক্তারদের তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে। ওই প্রচার অভিযানটির পোশাকি নাম 'দেশ কা প্রকৃতি পরীক্ষণ'। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, এনিয়ে সরকারি নির্দেশিকা মেনে পদক্ষেপ করা হবে।

আয়ুষমন্ত্রক দেশের চিরন্তন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর আরও বেশি করে জোর দিতে চাইছে। এই চিকিৎসার গুণাগুণের কথা সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যেই বিশেষ প্রচার অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আয়ুষমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব এব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার ইচ্ছাপূরণ হবে। **বৃষ :** বাড়ির গুরুজনের হস্তক্ষেপে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হবে। **মিথুন :** রাস্তাঘাটে চলাফেরায় খুব সতর্ক থাকুন। বাবার পরামর্শে নতুন কাজে নেমে আনন্দ। **কর্কট :** পরিবারের সঙ্গে আজ কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। অফিসে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। **সিংহ :** আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। নতুন কোনও ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। **কন্যা :** অন্যের জন্য কিছু করতে পেরে আনন্দ। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। **তুলা :** সামান্য কারণে কাউকে বকাবকি করতে গিয়ে মানসিক অশান্তি। অল্পেরই সন্তুষ্ট থাকুন। **বৃশ্চিক :** দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **ধনু :** বাবার শরীর নিয়ে সামান্য উৎকণ্ঠা। বিদেশে পাঠরত ছেলের জন্যে ব্যয় বাড়বে। **মকর :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে সমস্যায়। বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। **কুম্ভ :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ মিলবে। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। **মীন :** কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১, ভাঃ ১১ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর, ২০২৪, ১৬ অঘোন, সংবৎ ১ মার্গশীর্ষ সুদি, ২৯ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৬, অঃ ৪।৪৮। সোমবার, প্রতিপদ দিবা ১২।১২। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৭। ধৃতিযোগ সন্ধ্যা ৫।৫। ববকরণ দিবা ১২।১২ গতে বালবকরণ, রাত্রি ১২।২৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৭ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১২।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ১২।১২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।২৬ গতে ৮।৪৬ মধ্যে ও ২।৭ গতে ৩।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৭ গতে ১১।২৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-অপরাহ্ণ ৪।৭ মধ্যে সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ ধান্যচ্ছেদন কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।১২ গতে অপরাহ্ণ ৪।৭ মধ্যে দ্বিরাগমন হলপ্রবাহ বিষ্ণুপুজো পূর্বক মতান্তরে অন্নপ্রাশন ও শ্রাদ্ধকর্তার নবান্ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১২।১২ মধ্যে আচারবশতঃ হরিষষ্ঠী। কাঁচাঘটপুজো। অপরাহ্ণ ৪।৭ গতে চন্দ্রদগ্ধা। দিবা ১২।১২ গতে মনোরথদ্বিতীয়া ব্রত। অদ্য কলকাতায় চন্দ্রোদয় দিবা ৬।৫৫ গতে এবং চন্দ্রাস্ত রাত্রি ৫।৩৫ গতে শিক্ষাব্রতী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী সুবোধানন্দের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ৯।৪ গতে ১১।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৫ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে।

পুষ্পা খুনে দু'লক্ষের সুপারি

শমিদীপ দত্ত

পুষ্পা খুনে ধৃত রুস্তম বিশ্বকর্মা। -ফাইল চিত্র

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : একজন চেন্নাই থেকে চোদ্দোদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। অন্যজন রাজস্থান থেকে কাজ হারিয়ে বাড়িতেই ছিল। ঠিক এমন সময়েই মিলল দু'লক্ষ টাকার অফার। কী সেই অফার? উত্তরটা এমন, পুষ্পাকে খুন করলেই নগদ দু'লক্ষ টাকা দেওয়া হবে তাদের। অরুণ প্রোটেল ও প্রীতিকা প্রোটেল এই টাকার অফার নিয়ে হাজির হয়েছিল পুষ্পার আত্মীয় অভিষেক দোর্জি ও রুস্তম বিশ্বকর্মার কাছে। সংসারে টাকার টান থাকায় নিজের আত্মীয়কে খুন করতে রাজি হয়ে যায় অভিষেক, সঙ্গে নেয় সদ্য কাজ হারানো রুস্তমকে।

পুলিশ সূত্রে যে খবর মিলেছে তাতে প্রথমে নভেম্বর মাসের ৬ তারিখ পুষ্পাকে খুন করার নীলনকশা তৈরি করে তারা। সেইমতো প্রোটেল দম্পতি পুষ্পাকে খুন করতে শিলিগুড়িতে যাওয়ার জন্য একাধিকবার রুস্তমকে ফোনও করে। তবে সেদিন খুন করতে যাওয়ার জন্য রাজি হয়নি অভিষেক ও রুস্তম। এরপর পরদিন অর্থাৎ ৭ তারিখ ফের রুস্তমদের কাছে ফোন আসে প্রোটেল দম্পতির। ৭ তারিখ খুন করতে রাজি হয়ে যায় অভিষেক ও রুস্তম। এরপরই সন্ধ্যায় তারা শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় পুষ্পাকে খুন করার জন্য।

অভিষেক ও রুস্তমকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের কিনারা করতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। খুনের পর কুকরি কোথায় রেখেছিল খুনিরা? জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা জানিয়েছে, ৭ তারিখ রাতে খুন করে বাইকে করে যাওয়ার সময় ব্যবহার করা কুকরিটি তারা ফেলে দেয় বেঙ্গল সাফারি সংলগ্ন জঙ্গলে। তাছাড়া প্রমাণ লোপাট করতে পুষ্পার মোবাইলটি সেবকের করোনেশন সেতু থেকে নদীতে ফেলে দেয় তারা।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, পুষ্পার গলায় কুকরি চালিয়েছিল রুস্তম। খুন করার সময় রুস্তমের জামাতে রক্ত লেগে গিয়েছিল। পরে রুস্তম ওই জামাটি তার টটগাঁওয়ের বাড়ি সংলগ্ন চা বাগানে ফেলে দেয়। তদন্তকারীদের একটি বিশেষ দল শনিবার ধৃত দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ওই জায়গাগুলো থেকে খুনে ব্যবহৃত কুকরি, রক্ত লাগা রুস্তমের জামা উদ্ধার করেছে। এমনকি যে বাইকে করে তারা শিলিগুড়িতে এসেছিল, সেই বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ তারিখ পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে এই বাইকে করেই ভক্তিনগর থানা এলাকার এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিল রুস্তম। সেখানে বাইকটি রাখার পাশাপাশি খুনের পরে প্রোটেল দম্পতির সঙ্গে কথা বলা মোবাইলটিও রেখে গিয়েছিল। এরপর শিলিগুড়ির একটি শপিং মলে ঘুরতে এসে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে সে।

রবিবার ধৃতদের ফের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং জানালেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী প্রয়োজনমতো ফের হেপাজতে নেওয়া হতে পারে। তাঁর কথায়, 'অরুণকেও হেপাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।' অন্যদিকে, আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান অরুণ বর্তমানে পঞ্জাবে কর্মরত রয়েছেন।

খুনের নেপথ্যে

- পুষ্পাকে খুন করতে দু'লক্ষের সুপারিতে রাজি হয়ে নীলনকশা তৈরি করে অভিষেক ও রুস্তম
- খুনের আগে থেকে খুন করার পর পর্যন্ত একটি আলাদা ফোন ব্যবহার করেছিল তারা
- সেই ফোন এবং খুনে ব্যবহৃত কুকরিটি উদ্ধার করেছে পুলিশ
- শিলিগুড়িতে আসার জন্য যে বাইকটি তারা ব্যবহার করেছিল সেটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে

দানাগছের এই ভাঙা কালভার্ট পেরিয়ে যাতায়াত করছে পড়ুয়ারা। -সংবাদচিত্র

ভাঙার চার বছর পরও হয়নি নতুন কালভার্ট

স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়ুয়ারা

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১ ডিসেম্বর : ২০২০ সালে জলের তোড়ে দানাগছের কালভার্ট ভেঙে পড়ার পর থেকে যাতায়াতে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে সিংহীজোত গ্রাম পঞ্চায়েতের দানাগছ, তারবান্ধা, হাউদিজোত, নয়নজোত, ঘুঘুজোত সহ একাধিক গ্রামের প্রায় ৫ হাজারের বেশি মানুষের। কালভার্ট না থাকায় বর্ষার সময় ওই পথ ধরে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তখন হাঁসখোয়া হয়ে প্রায় ১০ কিলোমিটারের বেশি রাস্তা ঘুরে যাতায়াত করতে হয় তাঁদের। অন্যদিকে, কালভার্ট ভেঙে যাওয়ার পর থেকে যাতায়াত একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে এলাকার স্কুল পড়ুয়াদের। এছাড়াও র‍্যাশন দোকান, প্রশাসনিক কোনও কাজে বিডিও অফিস, চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে যাতায়াত করা একপ্রকার দুষ্কর হয়ে পড়েছে বলে জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, দুটি সরকারি স্কুল সহ প্রায় ৫টি স্কুলের পড়ুয়ারা যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে। ভেঙে যাওয়া কালভার্টের একপারে তারবান্ধা হাইস্কুল, তারবান্ধা প্রাইমারি স্কুল ছাড়াও আরও ৩টি বেসরকারি স্কুল রয়েছে। কালভার্ট না থাকায় এলাকার পড়ুয়ারা দৈনিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল যাচ্ছে।

বছরকয়েক আগে স্থানীয়রা নতুন করে কালভার্ট নির্মাণের দাবিতে বাগডোগরায় এশিয়ান হাইওয়ে আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। বিক্ষোভের ফলে স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত কালভার্ট নির্মাণের আশ্বাস দেন। তবে আশ্বাসের পর চার বছর পেরিয়ে গেলেও তৈরি হয়নি কালভার্ট।

অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত সুয়ম ছেত্রী জানাল, 'কষ্ট হয় যাতায়াত করতে, কিন্তু উপায় নেই।' বাউরিগছের অজয় টিগ্গা বাইকে করে দুই সন্তানকে স্কুলে ছাড়তে যান। তিনি বললেন, 'বিডিও এসে কালভার্ট তৈরির আশ্বাস দিয়েছিলেন। তবে আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি।'

দানাগছের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব প্রফুল্ল সিংহ সাইকেল নিয়ে চড়াই উঠতে হাঁফাচ্ছিলেন। সমস্যার বিষয়ে প্রশ্ন করতেই বললেন, 'সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে জাতীয় সড়কে গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম। সেও প্রায় অনেক বছর হল, কিন্তু, কালভার্ট আর হল না।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের কথায়, 'খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

হিন্দু সংগঠনের মিছিলে তৃণমূল নেতা, বিতর্ক

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে গ্রেপ্তার ইসকনের সন্ন্যাসীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে রবিবার নকশালবাড়িতে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিল হিন্দু সংগঠনগুলি। নকশালবাড়ি হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে নকশালবাড়ি রথখোলা থেকে বাবুপাড়া ইসকন মন্দির পর্যন্ত এই প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, একই দিনে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূলের মহিলা কমিটির তরফে অপরাজিতা বিল নিয়ে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিল বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছাতেই হিন্দু সংগঠনের মিছিলে হাঁটতে দেখা যায় তৃণমূল নেতা তথা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে। যা নিয়ে বির্তক তৈরি হয়েছে। যদিও মিছিলে হাঁটার কথা অস্বীকার করেছেন অরুণ।

তাঁর সাফ কথা, 'আমি হিন্দু সংগঠনের মিছিলে হাঁটিনি। বাসস্ট্যান্ডে আমাদের মহিলা সংগঠনের একটি কর্মসূচি চলছিল। হিন্দু সংগঠনের মিছিল ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সে সময় দেখা হয়ে যাওয়ায় শুধু কথা বলেছি।' আগেও আরএসএস প্রমুখের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করতে দেখা গিয়েছিল মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে। সে সময়ও এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

নকশালবাড়ি ইসকনের ইনচার্জ সুবিজয় গৌর দাসের কথায়, 'হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের তরফে আমরা এই মিছিলের আয়োজন করেছিলাম। বিধায়ক থেকে সভাধিপতি সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সকল হিন্দুই এই মিছিলে যোগদান করেছিল।'

এদিনের হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, নকশালবাড়ি ইসকনের ইনচার্জ সুবিজয় গৌর দাস, উত্তরবঙ্গের আরএসএস প্রমুখ সুজিত দাস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের সদস্যরা। এদিনের মিছিল থেকে ইসকনের সন্ন্যাসীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানানো হয়। মিছিল শেষে বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দু ভাইবোনদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চাই বাংলাদেশের স্বৈরাচারী সরকারের পতন হোক। পাশাপাশি সেখানে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হোক।'

> আমি হিন্দু সংগঠনের মিছিলে হাঁটিনি। বাসস্ট্যান্ডে আমাদের মহিলা সংগঠনের একটি কর্মসূচি চলছিল। হিন্দু সংগঠনের মিছিল ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সে সময় দেখা হয়ে যাওয়ায় শুধু কথা বলেছি।
>
> **অরুণ ঘোষ** *সভাধিপতি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

হিন্দু সংগঠনের মিছিলের পাশে অরুণ ঘোষ। নকশালবাড়িতে রবিবার।

দ্বিতীয় দিনে তৃণমূলের অবস্থান

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১ ডিসেম্বর : অপরাজিতা বিলকে আইনে পরিণত করার দাবিতে রবিবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্না ও অবস্থান কর্মসূচি করল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস।

শিলিগুড়ি বিধানসভা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে এদিন জংশন এলাকায় ধর্না কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, সুস্মিতা সেনগুপ্ত, সুস্মিতা বসু মৈত্র সহ মহিলা সংগঠনের কর্মীরা।

অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক-১ ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে চটহাট বাজারে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক-২ ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফেও ঘোষপুকুর মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। মহিলা সংগঠনের নেতৃত্ব ছাড়াও চটহাটের কর্মসূচিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হক, ঘোষপুকুরে এসজেডিএ বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও, চোপড়ায় ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে অবস্থান কর্মসূচি করা হয়। এদিন বিডিও অফিস চত্বরে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান, দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ সহ অনেকে।

এইডস দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচি

চোপড়া ও ফাঁসিদেওয়া, ১ ডিসেম্বর : দাসপাড়ার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে রবিবার এইডস দিবসে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সভাকক্ষে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণ-তরুণীরা এই শিবিরে অংশ নেন। অন্যদিকে, এইডস দিবসে লরি এবং গাড়িচালকদের এই রোগ সম্পর্কে সচেতন কান্তিভিটা মহিলা সমিতি। সংগঠনটির সহযোগিতায় এবং কান্তিভিটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় একটি রক্তদান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজনও করা হয়। এই শিবিরে ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ুয়াদের আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করল নেতাজি এনজিএফপি বিদ্যালয়। রবিবার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ৫০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সায়েন্স গ্যালারি থেকে প্ল্যানেটোরিয়াম পড়ুয়াদের ঘুরিয়ে দেখানো হয়। পড়ুয়াদের বিজ্ঞান নিয়ে উৎসাহ বাড়াতে এদিনের ভ্রমণে যোগ দেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ত্রিদিবরঞ্জন তালুকদার বলেন, 'পড়ুয়ারা বিজ্ঞানকেন্দ্রে গিয়ে খুব মজা করে বৈজ্ঞানিক জিনিসগুলো সম্পর্কে জেনেছে।' বিজ্ঞানকেন্দ্র ঘুরে অনেক কিছু জানতে পেরেছি বলে পড়ুয়ারা জানিয়েছে।

থানায় সেচ দপ্তর

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ফুলবাড়িতে নিজেদের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, এই অভিযোগ নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছে সেচ দপ্তর। দপ্তরের মহানন্দা ব্যারেজ ডিভিশনের তরফে গত ২৮ নভেম্বর এই বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। দপ্তরের এক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার শুভজিৎ সাহা অজানা ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা দপ্তরের জমি দখল হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। পুলিশের তরফে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

বন্ধ পানীয় জল

চোপড়া, ১ ডিসেম্বর : পাইপ চুরির ঘটনার পর রবিবার থেকে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতরামগছ গ্রামে পিএইচইর পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ হয়ে পড়ল। শনিবার রাতে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় কে বা কারা জলের পাইপের একাংশ খুলে নেওয়াতে সমস্যা তৈরি হয়। পিএইচইর স্থানীয় কর্মীরা জানিয়েছেন, সংযোগের কাজ না করা পর্যন্ত ওই লাইনে আপাতত পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে বলে।

শুরু ধান কেনা

চোপড়া, ১ ডিসেম্বর : সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে চাপ কমাতে অন্যবারের মতো এবারও সমবায়ের মাধ্যমে ধান কেনা শুরু হয়েছে। চোপড়া ব্লকের সদর চোপড়ার শিবির ছাড়াও সোমবার থেকে ঘিরনিগাঁও এলাকায় মালগছ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। মালগছ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি থেকে ধান কেনার খবরে খুশি দাসপাড়া, লক্ষ্মীপুর ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষকরা।

উষ্ণতার পরশ।। ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির সুব্রত রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পাব মালিক, ম্যানেজার ধৃত

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত আড়াইটে। হঠাৎ কয়েকজন ঢুকে সরাসরি ঘিরে ফেললেন পাবের ম্যানেজারকে। ওই দৃশ্য দেখে ছুটে এলেন পাবের আরেক ম্যানেজার ও মালিক। ভেবেছিলেন, কেউ ঝামেলা করতে এসেছে। সামনে গিয়ে ভুল ভাঙল। পুলিশ এসেছে পাবে। অতিরিক্ত সময় পাব খোলা রাখার অভিযোগে অভিযানে এসেছে পুলিশ। পাব ততক্ষণে খালি। দুই ম্যানেজার ও মালিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালত অবশ্য জামিন মঞ্জুর করেছে।

রাত বাড়তে শিলিগুড়িতে পাবগুলো জেগে ওঠে বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। আবগারি দপ্তরের নিয়ম ভেঙে সেবক রোড থেকে মাটিগাড়ার অদূরের শপিং মল পর্যন্ত খুলে রাখা হয়। সেবক রোডের এমনই এক পাবে শনিবার রাতে অভিযান চালায় পুলিশ। পাবটি ভোর পর্যন্ত চলত এবং মাঝেমধ্যে ঝামেলা ঘটত বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল। রাত ২টা পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি থাকলেও রাত আড়াইটায় গিয়ে পুলিশ খোলা দেখতে পায়।

ধৃতদের মধ্যে আছেন পাব মালিক প্রিন্স জৈন এবং দুই ম্যানেজার অভিজিৎ মজুমদার ও মণীশ সিংহ। ভক্তিনগর থানার এক পুলিশকর্তার অবশ্য বক্তব্য, 'রুটিন চেকিং ছিল।'

ঝুলন্ত দেহ

ফাঁসিদেওয়া ও নকশালবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ডাঙ্গাপাড়া এলাকার বাসিন্দা রোকেয়া খাতুনের (২৮) দেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে রোকেয়াকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, বেসরকারি স্কুলের নিরাপত্তারক্ষীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়িতে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুখা মহন্ত (৫৫)। তিনি শান্তিনগরের বাসিন্দা। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই ব্যক্তি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মালতী কর্মকার বলেছেন, 'ওঁকে ঠিকমতো বেতন দেওয়া হচ্ছিল। তবে অন্য কোনও সমস্যা ছিল কি না, তা জানি না।'

সম্মেলন

ইসলামপুর, ১ ডিসেম্বর : রবিবার গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রশিয়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হল সিপিএমের ইসলামপুর-২ এরিয়া কমিটির তৃতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে পুনরায় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বাজিল আখতার।

বাস মালিকের মেয়ের মৃত্যু দুর্ঘটনায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার জন্য দুপুর বারোটায় যে বাসটিতে চেপেছিলেন বছর কুড়ির জুলু কুমারী সেই বাসটি যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরেই তাঁর বাবার মালিকানাধীন বাসটি ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু শনিবার সেই বাসটি না চলার কারণে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতেই চেপেছিলেন জুলু। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর মাত্র ছয় কিলোমিটার অতিক্রমের অপেক্ষা, তখনই ঘটে গেল সেই অঘটন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে পড়ার সঙ্গেই নিভে গেল ওই তরুণীর স্বপ্ন। বাড়ির এত কাছে আসার পর মেয়ের এভাবে চলে যাওয়াটা মেনেই নিতে পারছেন না মৃত ওই জুলুর বাবা তথা এই রুটের একটি বাসের মালিক বিজয় প্রসাদ। তিনি শুধু বললেন, 'সবকিছুই শেষ হয়ে গেল।'

শনিবার রংপোতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার পর থেকেই শহরের বাস মালিকদের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়েছে। বাস দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনার মধ্যেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে সহকর্মী বিজয়ের মেয়ে এভাবে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায়। অনেকেই বলছেন, 'নিয়তির কী পরিহাস দেখুন।'

জানা গিয়েছে, একসময় চম্পাসারিতেই বাড়ি ছিল বিজয়ের। ছোট থেকে শহরেই বড় হওয়া জুলু তাই চম্পাসারির বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরেও শহর ছাড়তে চাননি। চেকপোস্টে ভাড়াবাড়িতেই তিনি মাঝেমধ্যে এসে থাকতেন। এদিন কাঁপা গলার সঙ্গেই বিজয় বলছিলেন, 'মেয়ে সিকিম মণিপাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করত। মাঝেমধ্যেই তার মন খারাপ করলে শিলিগুড়িতে গিয়ে থাকত।'

বিষয়টি নিয়ে হিলি রিজিওন মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সন্তোষ গুপ্ত বললেন, 'এখন বিজয়রা সিকিমেই থাকেন। আগে ওরা চম্পাসারিতে থাকতেন। তারপর সব বিক্রি করে সিকিমে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করেন। তবে জুলু এখানে ভাড়াবাড়ি নিয়ে ছিল। সে মাঝেমধ্যে এখানে এসে থাকত।' তিনি আরও বলেন, 'বাড়ির এত কাছে আসার পর মেয়েকে হারিয়ে ফেলাটা কিছুতেই মানতে পারছেন না বিজয়।'

ভাঙামেলায় দেদার বিকিকিনি

শিবশংকর সূত্রধর ও দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : ঠিক যেন শেষ হয়েও হইল না শেষ। রবিবার রাসমেলা চত্বর দেখে বোঝার কোনও উপায় ছিল না যে শনিবারই মেলা শেষ হয়েছে। গতবারের মতো এবার পুলিশের অতিসক্রিয়তা ছিল না। তাই ভাঙামেলায় ব্যবসায়ীরা কার্যত ফাঁকা মাঠেই গোল দিলেন। এদিনও কোটি টাকার ওপরে ব্যবসা হয়েছে। মেলা চত্বরে এদিন ভিড়ে তিলধারণের জায়গা ছিল না। সরকারিভাবে মেলার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় রাতের দিকে কেউ মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ, কেউ ব্যাটারির আলো, আবার কেউ হাইমাস্টের আলোর নীচে বসেই ব্যবসা করলেন। দোকানগুলি ধীরে ধীরে উঠে যাবে বলে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানালেন।

হাতেগোনা কিছু ব্যবসায়ী দোকান গোটাতে শুরু করলেও বাকিরা বহালতবিয়তেই দিনভর ব্যবসা করলেন। সস্তায় জিনিস কিনতে প্রতিবছরই মেলা শেষে ভিড় হয়। এই সময়টি 'ভাঙা মেলা' নামে পরিচিত। গতবছর পুলিশের অতি সক্রিয়তা ও লাঠিচার্জে মেলা শেষের পর সেভাবে আর ব্যবসা হয়নি। তবে এবার মেলার মেয়াদ না বাড়লেও ভাঙা মেলায় পুলিশের অতি সক্রিয়তা না থাকায় দর্শনার্থীরা রবিবারও মেলার স্বাদ পেলেন। ছুটির দিন হওয়ায় এদিন যে ভিড় বেশি হবে তা ব্যবসায়ীদের আগে থেকেই জানা ছিল। সেজন্য বারবার মেলার মেয়াদ বাড়ানোর দাবি তোলা হয়েছিল। যদিও প্রশাসন তা মানেনি। তবুও দর্শনার্থীদের উৎসাহে ভাটা দেখা যায়নি। ছুটির দিনে ভাঙা মেলাতে দেদার ব্যবসা চলল। মেলার এই ক'টা দিন যে জ্যাকেট বা শাড়ি ৫০০ এবং ৪০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে তা এদিন অনেকটাই কম দামে ২০০ এবং ১০০ টাকায় বিক্রি হল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গোটা চত্বরজুড়েই হকারদের হাঁকডাক, ভিড়ের মধ্যেই টোটো, মোটরবাইকের যাতায়াত সব মিলেমিশে এক হয়ে গেল। এদিন মেলা চত্বরে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও তা তুলনামূলক বেশ কম ছিল। সন্ধ্যার পর সিলভার জুবিলি রোড সহ মেলা চত্বরের রাস্তাগুলিতে পুলিশি অভিযান চলে। সেখানে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। রাস্তার উপরে থাকা দোকানপাট বন্ধ করতে বলা হয়। তবে পুলিশ চলে যেতেই ফের পণ্য বিক্রি শুরু হয়ে যায়।

দিন ফুরালেও ভিড় ফুরায়নি। রবিবার কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে।

টমটম বিক্রেতা এমডি সামাদ সোমবার সকালে কিশনগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তাঁবুর বাইরে বসে বললেন, 'ভাঙা মেলায় ভালোই বিক্রি হল। এক বছরের অপেক্ষাকে সঙ্গী করে বাড়ি ফিরে যাব।' সিলভার জুবিলি রোডে মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে অশোক দাস কম্বল বিক্রি করছিলেন। তাঁর কথায়, 'ভাঙা মেলায় এত যে ভিড় হবে তা কখনোই ভাবিনি। যতটুকু পারছি বিক্রি করে নিচ্ছি।' দুপুরের দিকে এমজেএন স্টেডিয়ামে দোকান গোটাতে গোটাতে ব্যবসায়ী সৈয়দ রহমান বললেন, 'গতবছর ভাঙা মেলায় ব্যবসা করতে গিয়ে পুলিশের লাঠি খেতে হয়েছিল। এবছর ঝুঁকি নিচ্ছি না। এদিনই দোকান গুটিয়ে বাড়ি ফিরব।' মেলার ফুটপাথে বসে সম্রাট দাস ব্যবসা করছিলেন। তাঁর কথায়, 'শনিবার গভীর রাতেই আলো কেটে দেওয়া হয়েছে। রবিবার ভাঙা মেলা শেষ হলেই দোকানপাট সরিয়ে ফেলব।'

শান্তি প্রার্থনায় ইসকনের কীর্তন

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। তার সামনে সারিবদ্ধভাবে বসে ভক্তরা। চলছে গান- হরে কৃষ্ণ, হরে রাম। শিলিগুড়ি ইসকনের দৈনন্দিন ছবিটা মোটামুটি এমনই। কিন্তু রবিবার রোজনামচার চিত্রটায় সামান্য বদল ঘটল। বিগ্রহের সামনে বসে থাকা ভক্তদের হাতে প্ল্যাকার্ড। তাতে ইংরেজিতে যা লেখা ছিল তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'ভগবান কৃষ্ণ, বাংলাদেশে আমাদের ভক্ত এবং সমস্ত সংখ্যালঘুদের রক্ষা করুন।'

কে নেই? আট থেকে আশি, পুরুষ-মহিলা। কয়েকজন মহিলার কোলে শিশু। সকলেরই একযোগে প্রার্থনা, বাংলাদেশে শান্তি ফিরুক। খোল-করতাল, হারমোনিয়াম সহযোগে এদিন বেশ কিছুক্ষণ কীর্তন চলে মন্দিরের ভিতর। তারপর বেরিয়ে এসে প্ল্যাকার্ড হাতে ফের

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য শান্তি প্রার্থনায় ভক্তরা। শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

একইভাবে 'ভগবান কৃষ্ণের' কাছে প্রার্থনা জানান কয়েকশো ভক্ত।

সম্প্রতি উত্তাল হয়েছে পড়শি দেশ। এদিন গোটা বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশে শান্তি প্রার্থনার ডাক দেয় ইসকন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে শিলিগুড়িতেও একই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস বলেন, 'বিশ্বজুড়ে ইসকনের তরফে এদিন শান্তি প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে যাতে দ্রুত শান্তি ফিরে আসে, সেই প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে করা হল।'

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্ক, কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে। এরই মাঝে ইসকনের বিশ্বব্যাপী এই শান্তি প্রার্থনা কর্মসূচি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। নামকৃষ্ণের কথায়, 'সব দেশেই মানুষ যেন নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারেন। কাউকে যেন কোথাও হেনস্তার স্বীকার না হতে হয়।'

শিশু ও মহিলাবান্ধব গ্রামের উদ্যোগ ফাঁসিদেওয়ায়

ফাঁসিদেওয়া, ১ ডিসেম্বর : দার্জিলিং জেলায় প্রথম শিশু এবং মহিলাবান্ধব গ্রাম নির্মাণ হবে ফাঁসিদেওয়ায়। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে সমস্ত দপ্তরকে নিয়ে একাধিক বৈঠক হয়ে গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে 'চাইল্ড অ্যান্ড উইমেন ফ্রেন্ডলি' ভিলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, ব্লকের কোন কোন আইসিডিএস সেন্টারে সমস্যা রয়েছে, সম্প্রতি সেই তালিকা তৈরি হয়েছে। সেন্টারগুলিতে শিশুবান্ধব

ভাবনায়

- শিশুদের জন্য পার্ক
- আইসিডিএসে খেলাধুলোর সামগ্রী
- মহিলাদের জন্য বাসস্ট্যান্ডে কমিউনিটি টয়লেট
- মেয়েদের স্কুলে স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং মেশিন

পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। আইসিডিএসে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যাও মেটানো হবে। শিশুদের জন্য খেলাধুলোর সামগ্রী রাখা হবে। শিশুবান্ধব গ্রামে গড়ে তোলা হবে পার্ক। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ধাপে ধাপে সেই পার্কটি সাজিয়ে তোলা হবে।

পাশাপাশি, মহিলাবান্ধব গ্রাম নির্মাণের ক্ষেত্রে বাসস্ট্যান্ডে মহিলাদের জন্য 'কমিউনিটি টয়লেট' গড়ে তোলার ব্যাপারে জোর দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। মেয়েদের স্কুলে স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং মেশিন এবং ন্যাপকিন ডিসপোজাল মেশিন বসানো হবে।

ফাঁসিদেওয়ার পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার উল্লাস ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তিনটি বৈঠক করেছি। ব্লকে শিশু এবং মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে জোর দিতে বলা হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনে আরও আলোচনা করা হবে।'

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেছেন, 'একটি পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। বিডিও অফিসে মায়েদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং সেন্টার করা হয়েছে।'

এক সপ্তাহেও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ

বন্ধুর গলায় ছুরি চালিয়ে উধাও

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি যেন ক্রমশ অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে। বাড়ছে অপরাধ। অভিযোগ, এসব মোকাবিলায় নিষ্ক্রিয় পুলিশ। যদিও তারা এই অভিযোগ মানতে নারাজ। কিন্তু পুলিশের কথায় ও কাজে বিস্তর ফারাক দেখছেন শহরবাসী। যেমনটি দেখা যাচ্ছে গত ২৪ নভেম্বরের এক ঘটনায়।

সেদিন খুনের উদ্দেশ্যে চলন্ত বাইকেই এক বন্ধুর গলায় ছুরি চালিয়েছিল আরেক বন্ধু। ঘটনার পরদিনই এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও অপরাধীকে গ্রেপ্তারে পুলিশি সক্রিয়তা উধাও। প্রতিবাদে রবিবার থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ঘটনায় গুরুত জখম তরুণ সহ পরিবার-প্রতিবেশীরা। যদিও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের দাবি, ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

গত ২৪ নভেম্বর রাতে ঘটনাটি ঘটেছিল ভক্তিনগর থানা এলাকার বিশ্বনাথ মোড়ের কাছে। জখম তরুণের নাম সামশাদ আলি। বাড়ি প্রমোদনগরে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রাতে এক স্কুটারে ওই একই এলাকার বাসিন্দা চার বন্ধু মিলে স্থানীয় এক পিৎজার দোকানে যাচ্ছিল। স্কুটারে বসা অবস্থাতেই বিশ্বনাথ মোড়ের কাছে পিছন বসা মহম্মদ আরিফ আচমকা সামনে বসা সামশাদের গলার ডানদিকে ছুরি চালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই আরিফ চলন্ত স্কুটার থেকে লাফিয়ে নেমে গা-ঢাকা দেয়। অন্য দুই বন্ধু অমিত রায় ও মহম্মদ চাঁদ গুরুতর জখম সামশাদকে

জখম তরুণ সামশাদ আলি।

স্থানীয় এক নার্সিংহোমে ভর্তি করে। এ ব্যাপারে জখমের পরিবার থেকে ঘটনার পরদিন ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

কিন্তু ঘটনার সাতদিন পরও অভিযুক্তকে পুলিশ ধরতে না পারায় সরব সামশাদের পরিবারের সদস্যরা। এদিন সামশাদ সহ থানায় এসে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। পরে তাঁকে পাশে বসিয়ে দাদা হায়দর আলি পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। শৈশব থেকে একসঙ্গে বেড়ে ওঠা আরিফ কেন এভাবে তাঁকে আক্রমণ করল তা নিয়ে ধন্দে পরিবার। পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মহম্মদ সাদ্দামের কথায়, 'সামশাদ এখনও কথা বলতে পারছে না। তাদের মধ্যে কী হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না।' বিষয়টি নিয়ে বাকি দুই বন্ধু বা অভিযুক্তের পরিবার মুখে কুলুপ এঁটেছে।

ঘটনার পরদিন অভিযোগ দায়েরের পরও পুলিশ বাড়ি বা নার্সিংহোম কোথাও সামশাদের সঙ্গে কথা বলতে আসেনি বলে পরিবারের দাবি। হায়দর আলির কথায়, 'পুলিশ কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, জানি না। আরিফের পরিবারও অভিযোগ তুলতে হুমকি দিচ্ছে। এমনকি, ভাইকে নার্সিংহোমে গিয়েও হুমকি দিয়েছে। এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক মদত আছে, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না।'

সম্প্রতি নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেলেও এখনও কথা বলতে পারছেন না সামশাদ। হায়দর বলেন, 'ঘটনার কিছুদিন আগে থেকেই আরিফ বাড়ি লাগোয়া এক দোকানের সামনে এসে প্রায়ই বলত, সামশাদকে খুন করবে। ভাবতাম বন্ধুদের মধ্যে মজার ছলে এসব বলছে। সত্যিই যে এমন ঘটনা ঘটাবে তা কল্পনা করতে পারিনি।'

পুড়ে যাওয়া বাড়ি।

চান্দভিটায় অগ্নিকাণ্ড

গোয়ালপোখর, ১ ডিসেম্বর : পুড়ে ছাই হয়ে গেল চারটি ঘরের বহু জিনিসপত্র, খাবার, পোশাক। ক্ষতিগ্রস্ত দুটি পরিবার। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালপোখর থানার মহুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দভিটা এলাকায়। দুটি পরিবারের লোকজন বাড়িতে রান্না সেরে মাঠে চলে গিয়েছিলেন। সেই সময় কেউ বাড়িতে ছিল না। আগুন লাগার খবর পেয়ে তাঁরা ছুটে আসেন। পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও তার আগেই অধিকাংশ জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর ফলে বর্তমানে সর্বস্বান্ত দুটি পরিবার।

এদিন অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আহমেদ রেজা, মহুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ আরও অনেকে। গোয়ালপোখর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুস্তারি বেগম জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আপাতত চাল-ডালের ব্যবস্থা করা

ক্ষতিগ্রস্ত দুই পরিবার

হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ত্রিপল, কাপড়।

ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে একজন সারমিনা খাতুন। অপরজন রমজান আলি। তাঁরা প্রতিবেশী। সারমিনা বললেন, 'জামাকাপড়, চাল, ধান, টাকাপয়সা সব পুড়ে গিয়েছে। পরনের কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর অবশিষ্ট কিছু নেই।' সারমিনার স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক। ভিনরাজ্যে রয়েছেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন কী করবেন, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না সারমিনা।

রমজান বলছিলেন, 'অন্যের জমিতে দিনমজুরি করি। কিছু টাকা জোগাড় করে টিনের চালাঘর বানিয়েছিলাম। আগুনের তীব্রতা এতটা ছিল, টিনের চালাগুলো পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছে।'

এদিকে কীভাবে আগুন লাগল তা সঠিকভাবে বলতে পারছেন না কেউ। গোয়ালপোখর থানার পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উনুন থেকে এ ঘটনা ঘটতে পারে। গোয়ালপোখর-১ ব্লকের বিডিও কৌশিক মল্লিকের বক্তব্য, 'ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দুটিকে সবরকম সহযোগিতার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

চুরিতে শনাক্ত নাবালক দল

ঘোল খেয়েও সামগ্রী উদ্ধার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : কারও বয়স আট, কারও নয় ছুঁইছুঁই। একজনের ১১। 'সর্দার' সবে ১৪ পেরিয়েছে। দাড়ি-গোঁফ গজায়নি কারও। অথচ এই বয়সেই চুরিবিদ্যায় পটু চারজনের দলটি। এই নাবালকদের দলটিকে নিয়ে নাজেহাল এখন নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানা।

দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ি শক্তিগড় উজ্জ্বল সংঘের কালী মন্দির থেকে চুরি যায় বেশ কিছু সামগ্রী। ক্লাবের সদস্যরা অভিযোগ দায়েরের পর তদন্তে নেমেই মাথায় হাত পড়ে পুলিশের। পুলিশের দাবি, এই চুরিতে শনাক্ত করা হয়েছে বেশ কয়েকজন নাবালককে। ইতিমধ্যেই ওই নাবালক দলটি পুলিশকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে।

কী ঘটেছিল ওই কালী মন্দিরে? ক্লাবের সম্পাদক সঞ্জিত রায়ের বক্তব্য, 'প্রতিমার গয়না চুরি যায়।' গ্রিলের সামান্য ফাঁক দিয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ঢোকা মুশকিল। ক্লাবের সদস্যরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, চুরিটা হল কীভাবে। সেই থেকে প্রশ্ন উঠছিল, নাবালকরা কি এমনটা ঘটাতে পারে?

তদন্তে নেমে বেশ কয়েকজন নাবালকের পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। রবিবার দুই নাবালকের বাবা এবং কয়েকজন স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে রহস্যের জট খুলতে আরম্ভ করে।

জানা যায়, নাবালকদের ওই দলটি ইতিমধ্যেই ছোটখাটো অপরাধের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে। থানার এক নীচুতলার পুলিশকর্মীর কথায়, 'সপ্তাহখানেক আগে একটি ঘটনায় ধরা পড়ে দলটি। বকা দিয়ে সাবধান করে বাড়িতে ছেড়ে আসা হয়।'

নাজেহাল

- একটি কালী মন্দির থেকে চুরি যায় সোনার গয়না
- তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, চুরিতে জড়িত চারজন নাবালক
- ওই চারজনের বিরুদ্ধে এর আগেও চুরির অভিযোগ রয়েছে
- চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারে নাজেহাল হতে হল পুলিশকে

যদিও তাতে শোধরায়নি দলটি। ওই দলটি মন্দিরে চুরি করে। তাদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি শিলিগুড়ির থানা এলাকার গঙ্গানগর, সন্তোষীনগরে এবং একজনের এনজেপি থানার নতুনপাড়া এলাকায়। যদিও এই ব্যাপারে কিছু জানে না বলে দাবি করেছে নাবালকদের পরিবার। এদিন থানার সামনে আট বছর বয়সি এক নাবালকের মা বলেন, 'আমরা কাজে চলে যাই। শুনেছি ছেলে স্কুল থেকে মাঝেমধ্যেই পালিয়ে যায়। সারাদিন কী করে জানি না।'

সূত্রের খবর, এদিন সকাল থেকে পুলিশকে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করে ওই দলটি। জিজ্ঞাসাবাদে নাবালকরা জানায়, তারা একটি সোনার দোকানে চুরি করা সামগ্রী বিক্রি করেছে। এরপর ওই সোনার দোকানের মালিককে থানায় ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি এসে পুরোটাই অস্বীকার করেন। প্রমাণ হিসেবে নথি পেশ করেন।

এরপর আবার যখন দলটিকে জিজ্ঞেস করা হয়, ফের আরেকটি সোনার দোকানের কথা উল্লেখ করে। সেক্ষেত্রেই পুলিশের সন্দেহ হয়। পুলিশ বুঝতে পারে, দলটি তাদের ঘোল খাওয়াচ্ছে। তাই তদন্তের ধরন বদলে দেওয়া হয়। আর তাতেই আসে সাময়িক সাফল্য। ঘোল খেয়েও এদিন দিনভর তল্লাশি চালিয়ে একটি মাঠ থেকে বেশ কিছু চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

এদিকে, ৮ এবং ১১ বছর বয়সি দুজন সম্পর্কে ভাই। তাদের মায়ের দাবি, 'আমার ছেলেরা এসবের সঙ্গে যুক্ত নয়। ওদেরকে ফাঁসানো হচ্ছে।' যদিও পুলিশের তদন্ত অন্য কথাই বলছে। দুই ভাই আগেও পুলিশের তাড়া খেয়েছে বলে খবর। তার মধ্যে একজন সপ্তাহখানেক আগে সাইকেল চুরির ঘটনায় জড়িয়েছিল। নাবালকরা এভাবে চুরিতে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন পুলিশ।

আল বানাচ্ছেন চাষি। রবিবার ইসলামপুরের ইলুয়াবাড়িতে। সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

পানিট্যাঙ্কি থেকে নিখোঁজ কিশোরী উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : নেপালের বাসিন্দা এক ১৫ বছরের কিশোরীকে বিহারের পাটনা থেকে উদ্ধার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। রবিবার কিশোরীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর শিলিগুড়ির একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।

খড়িবাড়ি থানা সূত্রে খবর, গত সেপ্টেম্বরে ওই কিশোরী তার কাকার সঙ্গে নেপাল থেকে সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি মার্কেটে কেনাকাটার জন্য আসে। সেখান থেকেই হঠাৎ হারিয়ে যায় ওই কিশোরী। তার আত্মীয়রা নেপাল থেকে ভারতে এসে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেন। মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে তাঁরা নেপাল ফিরে যান।

এরপর পরিবারের তরফে গত ১১ নভেম্বর খড়িবাড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। তদন্তে নেমে বিহার পুলিশের সহযোগিতায় অবশেষে শনিবার পাটনার একটি মহিলা হস্টেল থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি থানা।

ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। সোমবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কিশোরীর জবানবন্দি নেওয়া হবে। তারপরেই কিশোরীর নিখোঁজ হওয়া এবং বিহারের হস্টেলে থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

৪০ মোষ সহ গ্রেপ্তার এক, আটক কনটেনার

ফাঁসিদেওয়া, ১ ডিসেম্বর : পাচারের আগেই ৪০টি মোষ উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ হায়দার, উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের বাসিন্দা।

রবিবার ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ চেকপোস্ট এলাকায় একটি কনটেনার আটক করে পুলিশ। সেখানে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় মোষগুলি। পুলিশের দাবি, চালকের কাছে গবাদিপশু পরিবহণের বৈধ নথি ছিল না। এরপর পুলিশ মোষবোঝাই কনটেনার থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে হায়দার বিহার থেকে অসমে মোষ পাচারের কথা স্বীকার করে নেয়। ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পাচারে ব্যবহৃত কনটেনারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মোষ খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

এরিয়া সম্মেলনে বাংলাদেশ ইস্যু

নকশালবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করল সিপিএম। রবিবার নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। জেলা কমিটির বহু সদস্য সহ প্রায় ২৫০ জন কর্মী এদিন সম্মেলনে হাজির ছিলেন। ২২ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিকাশ চক্রবর্তীকে পুনরায় এরিয়া কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। সম্মেলনের শুরুতে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য ঝরেন রায়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গৌতম ঘোষ।

জেলার খেলা

প্রথম ডিভিশন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ৭৭ রানে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে কিশোর ৩ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। ওপেনার রবিন চৌধুরী ৬৩ রান করেন। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন তন্ময় সরকার (৪৬)। দিবাকর বসু ৪২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রামকৃষ্ণ ২২.৪ ওভারে ৯০ রানে গুটিয়ে যায়। দিবাকর ৩৯ রান করেন। কৃষ্ণপদ রায় ১০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। শুভ্রজ্যোতি মিত্র ৫ ও শুভম ভৌমিক ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। ম্যাচের সেরা হয়ে পিকলু রায় ট্রফি পেয়েছেন রবিন। সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিটে নামবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব। পরে ১২.৩০ মিনিটে মুখোমুখি হবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও রবীন্দ্র সংঘ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে রবিন চৌধুরী।

চ্যাম্পিয়ন দার্জিলিং

ট্রফি নিচ্ছেন দার্জিলিংয়ের ফুটবলাররা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : বাপন দে-র স্মৃতিতে রবিবার শিলিগুড়ি কলেজ গ্রাউন্ড ভেটারেন্স প্লেয়ার্সের একদিবসীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দার্জিলিং। রবিবার কলেজ মাঠে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে ডুয়ার্স রাইনোকে। ফাইনালের সেরা দর্শন শেরপা গোল করেন। সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন ডুয়ার্সের কিরণ বড়ুয়া। সেরা ডিফেন্ডার দার্জিলিংয়ের নরজেন লামা। রানার্স হয়ে ডুয়ার্স পেয়েছে মন্টু বাগচী ট্রফি। অশোক পাল ফেয়ার প্লে ট্রফি গিয়েছে দুর্গাপুর সোনালি অতীতের দখলে।

আয়োজকদের তরফে সঞ্জীব দে (রাজু) জানিয়েছেন, ৮ দলীয় এই প্রতিযোগিতার চারটি দল এসেছে দুর্গাপুর, জয়গাঁ, ডুয়ার্স ও দার্জিলিং থেকে। সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, বরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহা প্রমুখ।

মিত্রর অকশন ব্রিজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর শ্যামাদেবী ভার্মা ও এসপি ভার্মা ট্রফি মুক্ত অকশন ব্রিজ রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন বিকাশ চৌধুরী-রতন সাহা, পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলি-চম্পক দাস, পরিমল মিত্র-রবি আচার্য, বিশ্বজিৎ পোদ্দার-বিপ্লব মজুমদার, অলোক দাস-সুভাষ সাহা, বিজয় দে-মধু সূত্রধর, অনলকান্তি সরকার-বিশ্বজিৎ দত্ত, রাজু দাস-রণবীর দাস, দীপাঞ্জন রাহা-শুভঙ্কর ঘোষ, সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু ও পার্থ মজুমদার-এসসি পাল। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মিত্র সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য, টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর শ্যামল গুহ, স্পনসরার মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা প্রমুখ।

উত্তমের জোড়া গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি ফুটবলে রবিবার মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ৩-২ গোলে জিতেছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে জোড়া গোল করেছেন উত্তম রাই। মহানন্দার অন্য গোলটি পাসাং দোরজি তামাংয়ের। নেতাজির গোলস্কোরার ফুংরাং সুব্বা ও রাহুল বর্মন। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন উত্তম। সোমবার খেলবে এসএসবি ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

স্বাস্থ্য শিবির, কম্বল বিলি

চোপড়া ও বাগডোগরা, ১ ডিসেম্বর : রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের আয়োজনে রবিবার মাঝিয়ালির ঘিডোব প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে প্রায় তিনশো মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের স্বামী বিদ্যানন্দ, স্বামী রাঘবানন্দ। এদিন শিবির থেকে এলাকার ১০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, বাণী মন্দির অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তরফে শালবাড়ির খপরিজোতে স্বাস্থ্য শিবির করা হল রবিবার। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ডাঃ বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, শিবিরে ১২০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন বিশ্বজিৎ, ডাঃ জয়দীপ ঘটক প্রমুখ।

নাগরিক পরিষেবা না মেলায় বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ফকদইবাড়িতে নাগরিক পরিষেবা বলে কিছু নেই। রাস্তাঘাট ভাঙা। অপরিচ্ছন্ন নালা। পানীয় জল না পেয়ে নাজেহাল বাসিন্দারা। আবর্জনা সাফাইয়ের কোনও বালাই নেই। নালায় নোংরা জমায় বাড়ছে রোগের আশঙ্কা। জনপ্রতিনিধিরা এই ব্যাপারে উদাসীন। বারবার আবেদন জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। শেষমেশ রবিবার দুপুরে হাতিয়াডাঙ্গা-ফকদইবাড়ির মূল রাস্তায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে, এই ব্যাপারে একই সুর শোনা গিয়েছে বিজেপি ও তৃণমূলের গলায়।

স্থানীয়দের অভিযোগের আঙুল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের চুমকি শীল এবং ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির মিতালি মালাকারের দিকে। স্থানীয় বাসিন্দা তপন সরকারের অভিযোগ, 'নির্বাচনের পর থেকে পঞ্চায়েত সদস্যকে সেভাবে রাস্তায় দেখা যায় না।' তাঁর কথায় সায় দেন স্থানীয় তাপস বসু, রুম্পা সরকার, লক্ষ্মী মণ্ডলরা। পাশাপাশি তাঁদের মিতালির প্রতিও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

যদিও চুমকির বক্তব্য, 'এইসব সমস্যা শুধু আমার এলাকায় নয়, গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতেই রয়েছে। প্রধানকে বলব সবাই মিলে বসে আলোচনা করে সমস্যা সমাধান করতে।' প্রধান মিতালি চুমকির সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, 'আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই। সমস্ত ক্ষেত্রে একই সমস্যা। দেখছি কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়।'

বাসিন্দাদের কথায়, এলাকার বেশিরভাগ নিকাশিনালা কয়েক বছর ধরে সাফাই করা হয় না। হাতিয়াডাঙ্গা, ফকদইবাড়ির প্রধান রাস্তা, এমনকি পাড়ার রাস্তাগুলোও বেহাল। সংস্কারের উদ্যোগ নেই। হাতিয়াডাঙ্গার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাসিন্দারা বলেন, প্রায় কুড়ি বছর আগে রাস্তাটা তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

ঋতব্রত সরকার নামে এক বাসিন্দা বললেন, 'রাস্তা খারাপ হওয়ায় বাইরে থেকে টোটো সহ অন্য যানবাহন এলাকায় ঢুকতে চায় না। এলেও অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করে।' এলাকায় পানীয় জল মিলছে না বলেও জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

সমস্যার বিষয়গুলি বহুবার সদস্য এবং প্রধানকে জানানো হয়েছে বলে দাবি বাসিন্দাদের। যদিও তাতে সুরাহা হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড বিজেপির দখলে। অথচ এই এলাকা থেকে পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের। তাই কাজের ব্যাপারে বলতে গেলে একে অপরকে দেখিয়ে দায় সারেন জনপ্রতিনিধিরা। এমনই অভিযোগ বাসিন্দাদের।

জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হয়ে বাসিন্দারা গত ২৮ নভেম্বর রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। সেদিন বিডিও অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। এদিন সেই স্মারকলিপি হাতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

হাতিয়াডাঙ্গা-ফকদইবাড়ি

হাতিয়াডাঙ্গা-ফকদইবাড়ির রাস্তায় স্মারকলিপি দেখিয়ে বিক্ষোভ।

কলকাতা এবং

আদালতের দ্বারস্থ

আমেরিকায় প্রেমিকের কাছে যেতে হাইকোর্টের সায় সত্ত্বেও পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ। তাই সোমবার আবার আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন কলকাতার বেনিয়াপুকুরের তরুণী।

পুলিশকে আক্রমণ

অস্ত্র হাতে পুলিশকে তাড়া করলেন বাঁশদ্রোণীর এক স্টুডিও মালিকের ছেলে। আক্রান্ত হন এক কনস্টেবল ও এক সিভিক ভলান্টিয়ার। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

অভিযুক্ত সিভিক

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলার সঙ্গে একাধিকবার সহবাস। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে অভিযুক্ত এক সিভিক ভলান্টিয়ার। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা রুজু হয়েছে।

সম্প্রীতির নজির

নানুরে সম্প্রীতির নজির। হিন্দু তরুণের দেহ সৎকারে চাঁদা তুলে শেষকৃত্যের বন্দোবস্ত করলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন। মৃতের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না।

সোমবার রাত থেকে ধর্মঘটের ডাকে দাম বাড়ার আশঙ্কা

হিমঘরে আলু রাখার মেয়াদ বৃদ্ধি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোতে ফের রাশ টেনেছে রাজ্য সরকার। এই নিয়ে আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। ক্ষুব্ধ আলু ব্যবসায়ীরা সোমবার রাত থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। এর ফলে আলুর দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার হিমঘরে আলু সংরক্ষণের সময়সীমা একমাস বৃদ্ধি করেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবারই আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছরই ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত হিমঘরে আলু রাখতে পারেন ব্যবসায়ীরা। এরপর আলু হিমঘর থেকে বের করে নিতে হয়। এবছরও আলু সংরক্ষণকারীদের রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর নোটিশ দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত হিমঘর থেকে আলু সরিয়ে নিতে হবে। এর ফলে খানিকটা সমস্যায় পড়েন সংরক্ষণকারীরা। কেননা, যে পরিমাণ আলু হিমঘরে মজুত আছে, তার তুলনায় বাজারের চাহিদা কম। তার অন্যতম কারণ, আলুর অস্বাভাবিক দাম। বেশি দাম দিয়ে আলু কেনা কমিয়ে দিয়েছেন নিম্নবিত্তের মানুষ। ফলে হিমঘরে আলু যথেষ্ট পরিমাণে থেকে যাচ্ছে। আবার খোলা বাজারে আলুর দাম না কমায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে হিমঘরে প্রচুর পরিমাণ আলু এখনও মজুত রয়েছে। সরকার জানিয়েছিল, হিমঘরে ৩০ নভেম্বরের পর আলু রাখা যাবে না। তাতেই বিপদে পড়েন সংরক্ষণকারীরা। অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাকে খানিকটা বেকায়দায় পড়েছে রাজ্য সরকার। ধর্মঘটের ফলে বাজারে জোগান কমবে। জোগান কমলেই আলুর দাম চড়চড় করে বাড়বে। গোটা পরিস্থিতি সামলাতেই হিমঘরে আলু মজুত রাখার মেয়াদ বাড়ানো হয়।

খাদ্য ভবন থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে আলু সংরক্ষণকারীদের একমাসের ভাড়া দিতে হবে। উত্তরবঙ্গের হিমঘরগুলির জন্য কুইন্টাল প্রতি ১৯ টাকা ১১ পয়সা ও দক্ষিণবঙ্গের হিমঘরগুলির জন্য কুইন্টাল প্রতি ১৮ টাকা ৬৬ পয়সা ভাড়া দিতে হবে। 'পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি'-র সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গতবছর রাজ্যে আলুর উৎপাদন ভালো হয়েছিল। ফলে অধিকাংশ হিমঘরই আলু বোঝাই হয়েছিল। যে পরিমাণ আলু এখনও মজুত আছে তা ডিসেম্বরে শেষ হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সমস্যা বেড়েছে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধের ফলে। হিমঘরে আলু রাখার সময় বাড়ানোয় খানিকটা লাভ হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সংরক্ষণের জন্য কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে। ফলে আলুর দাম আরও বাড়বে।' তিনি আরও জানান, ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে না দিলে ক্ষতির মুখে পড়বেন ব্যবসায়ীরা। আলু নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশি হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। অবিলম্বে পুলিশি হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহ করতে দিতে হবে।

টানাপোড়েন

- যে পরিমাণ আলু হিমঘরে মজুত আছে তার তুলনায় বাজারের চাহিদা কম
- বেশি দাম দিয়ে আলু কেনা কমিয়ে দিয়েছেন নিম্নবিত্তের মানুষ
- খোলাবাজারে দাম না কমায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন
- ফলে হিমঘরে প্রচুর পরিমাণ আলু এখনও মজুত
- সোমবারই আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী

ফাঁকা কলকাতা-ঢাকা বাসের টিকিট বুকিং কাউন্টার। রবিবার মারকুইস স্ট্রিটে। - পিটিআই

আজ পেট্রাপোল সীমান্তে জমায়েত

শুভেন্দুর সভায় যোগ দেবে না হিন্দু মঞ্চ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সোমবার বনগাঁর পেট্রাপোলে বিজেপির সভায় যোগ দেবে না বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এই ব্যাপারে মঞ্চের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পেট্রাপোলের সভায় জাগরণ মঞ্চের কোনও নেতা বা কর্মকর্তাকে দেখা গেলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সংগঠন।

বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত সীমান্ত এলাকায় বিজেপিকে বিক্ষোভ কর্মসূচি করার নির্দেশ দিয়েছে আরএসএস। সেই নির্দেশ মেনেই সোমবার বনগাঁর পেট্রাপোলে বড় জমায়েত করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীই এই কর্মসূচির অন্যতম মুখ। এই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তরফে। বনগাঁ লোকসভা ও বিধানসভার দুটি আসনই বিজেপির। পাশের বাগদা বিধানসভাতেও জয়ী বিজেপি। যদিও, বাগদা থেকে বিজেপির টিকিটে জেতা বিশ্বজিৎ দাস এখন শিবির বদলে তৃণমূলে। বসিরহাট শহরেও এগিয়ে ছিল বিজেপি। মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও সীমান্ত এলাকায় বরাবরই বিজেপির প্রভাব ছিল। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ কাণ্ডের জেরে এলাকার মানুষের মধ্যে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে সীমান্ত এলাকার বিধানসভাগুলিকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। পেট্রাপোলে দলের কর্মসূচিও সেই লক্ষ্যেই। স্বাভাবিকভাবেই সোমবার পেট্রাপোলের সমাবেশে বড় মাপের জমায়েত করাই লক্ষ্য বিজেপির। এই আবহে বাদ সেধেছে বাংলাদেশ ও গ্রেপ্তার হওয়া সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের মুক্তির দাবিতে রাজ্যজুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের অবস্থান নিয়ে। এদিন, মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের রাজ্য নেতা তাপস বারিক বলেন, 'সোমবার পেট্রাপোলের সভায় আমরা যাব না। দলের কোনও কার্যকর্তাও যাতে ওই সভায় না যান, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৯ ডিসেম্বর বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ পেট্রাপোলে সমাবেশ করবে। ওই সমাবেশে ৫০ হাজার জমায়েত করাই আমাদের লক্ষ্য।'

> সোমবার পেট্রাপোলের সভায় আমরা যাব না। দলের কোনও কার্যকর্তাও যাতে ওই সভায় না যান, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ পেট্রাপোলে সমাবেশ করবে। ওই সমাবেশে ৫০ হাজার জমায়েত করাই আমাদের লক্ষ্য।
>
> **তাপস বারিক** *রাজ্য নেতা হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ*

সাধারণভাবে, সংঘের প্রায় সব প্রকাশ্য কর্মসূচিতে বিজেপির নেতা, কর্মীদের দলীয় পতাকা ছাড়াই যোগ দিতে নির্দেশ দেয় দল। সম্প্রতি হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন অভিযানে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চিন্ময় কৃষ্ণদাস ও বাংলাদেশ ইস্যুতে শুভেন্দুর মুখেও শোনা গিয়েছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দাবি। অথচ, সোমবার সেই শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপির সমাবেশ নিয়ে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এই বিষয়ে মঞ্চের নেতা তাপস বারিকের দাবি, 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ একটি সামাজিক সংগঠন। হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। আমরা কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। আমাদের কর্মসূচিকে সমর্থন করলে তৃণমূলের নেতারাও আসতে পারেন। আমরা হিন্দু মাত্রেই সব রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে আহ্বান জানাই। কিন্তু, কোনওভাবেই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আমরা যোগ দিতে পারি না।' দাবি এক হলেও তাই সোমবার বিজেপির কর্মসূচিতে তাঁরা যোগ দেবেন না। আগামী ১০ ও ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে ও রানি রাসমণিতে এই ইস্যুতে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ।

এদিকে, কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু সংহতির মতে, বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ একটা ধান্দাবাজ সংগঠন। সংহতির অন্যতম নেতা শান্তনু সিংহ রায় বলেন, 'শুধু হইচই করলেই আন্দোলন হয় না। আমাদের আন্দোলনের চাপেই রাজ্যের অধিকাংশ হাসপাতালে বাংলাদেশিদের চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ হয়েছে।'

বিধায়কদের শপথগ্রহণে মুখোমুখি বোস-মমতা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এই প্রথম বিধানসভায় এসে শপথ দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভার উপনির্বাচনে জেতা ৬ তৃণমূল বিধায়ককে সোমবার শপথবাক্য পাঠ করাবেন তিনি। সিতাই, মাদারিহাট, মেদিনীপুর, তালডাংরা, হাড়োয়া ও নৈহাটি বিধানসভার উপনির্বাচনের সব কটিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। চূড়ান্ত সূচি অনুসারে এদিন বেলা সাড়ে বারোটায় বিধানসভায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। ওই সময় বিধানসভায় থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রীরও। শপথ রাজভবনে না বিধানসভায়, তা নিয়ে টানাপোড়েনের শুরু মুখ্যমন্ত্রী সহ চার বিধায়কের শপথগ্রহণের সময় থেকে। রাজভবনের পরিবর্তে বিধানসভায় শপথ নেওয়ার জেদের কাছে হার মেনে তদানীন্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বিধানসভায় এসে মুখ্যমন্ত্রী সহ বাকি তিন বিধায়ককে শপথ দিয়েছিলেন।

বর্তমান রাজ্যপালের আমলে সেই টানাপোড়েনের শুরু ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনে জেতা তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র রায়ের শপথে। শেষমেশ, নির্মলকে নিয়ে রাজভবনে গিয়েছিলেন তদানীন্তন ডেপুটি চিফ হুইপ তাপস রায়। এরপর শপথ-তরজা চরমে ওঠে '২৪-এর লোকসভা ভোটের সঙ্গে হওয়া বরানগর ও ভগবানগোলার উপনির্বাচনে জেতা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরদারের শপথকে ঘিরে। রাজভবনের বদলে বিধানসভায় অধ্যক্ষের কাছে শপথ নেওয়ার জেদ ধরে প্রায় ৪০ দিন বসে থাকার পর বিধানসভার অধিবেশনে অধ্যক্ষ তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁদের শপথ দেন।

দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ, রানাঘাট, বাগদা ও মানিকতলার উপনির্বাচনে জেতা ৪ তৃণমূল বিধায়ককেও একইভাবে শপথবাক্য পাঠ করান স্পিকার। এসবের জেরে শপথকে ঘিরে রাজভবন ও বিধানসভার মধ্যে সংঘাত চরমে ওঠে। রাজ্যপালের দাবি মেনে রাজভবনে গিয়ে শপথ নেওয়ার বিষয়ে স্পিকারের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, 'ওঁর উচিত বিধানসভায় এসে শপথ দেওয়া। তার জন্য রাজ্য সব ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত।'

স্পিকারও বলেন, 'উনি যদি নিজে শপথ দিতে চান, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। উনি তো রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। বিধানসভায় এসে শপথ দিন।' এরই মধ্যে রাজভবনের মহিলা নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্যপালের সঙ্গে নবান্নের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়। এই আবহে এবার উপনির্বাচনের শপথ নিয়ে জটের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু, ৬ বিধায়কের শপথ নিয়ে রাজভবনে চিঠি পাঠানোর পরেই রাজ্যপাল জানিয়ে দেন, তিনি বিধানসভায় গিয়েই শপথ দিতে চান। ফলে, শপথকে ঘিরে জটের আশঙ্কায় আপাতত ছেদ পড়ে। বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট তিন দফায় সময় পরিবর্তন করে সোমবার শপথের সময় চূড়ান্ত করেছে নবান্ন ও রাজভবন। শপথে যাতে মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত থাকতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই পরিবর্তন করতে হয়েছে। কারণ, এবার রাজ্যপালই চান মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শপথ হোক।

ব্রেইল মেনু কার্ড পেয়ে খুশি ওঁরা। রবিবার কলকাতার একটি ক্যাফেতে। ছবি : আবির চৌধুরী

ডিএমদের রিপোর্ট চাইবেন মুখ্যমন্ত্রী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সন্তুষ্ট নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি আর্থিক বছরের তিনটি কোয়ার্টার শেষ হতে চলল। কিন্তু রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি এখনও করা যায়নি। এই ঘটনায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণেই সোমবার বেলা দুটোয় বিধানসভা থেকেই প্রতিটি জেলার জেলা শাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন প্রকল্পের কাজ শেষ করা যায়নি, তা নিয়ে তাঁদের কাছে রিপোর্ট তলব করা হবে। ওইদিন বিকেল চারটেয় বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের ঘরে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক করবেন। তারই মাঝে জেলা শাসকদের সঙ্গে এই বৈঠক আছে মুখ্যমন্ত্রীর।

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায় রাজ্য সরকার। 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' নম্বরে ফোন করে যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আবেদন করেছিলেন, ডিসেম্বর থেকে তাঁদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার জন্য নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ২১ হাজার আবেদনের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। ফলে ওই আবেদনকারীরা ডিসেম্বর মাসে এই প্রকল্পের টাকা পাবেন না। এছাড়াও স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে প্রায় ১২ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়ে রয়েছে। তাঁরা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হননি। গত সপ্তাহে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। এই ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় যথেষ্ট অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। তাই বিধানসভা থেকেই এই ভার্চুয়াল বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উন্নয়নের বৈঠক

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন বালি ও পাথর খাদানগুলি পদ্ধতি মেনে নিলাম করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একমাস আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই বালি ও পাথর খাদানগুলি নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। সেখানে অবৈধভাবে বালি তোলা চলছে। তার ফলে রাজ্য রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই নিয়ে বেশি অভিযোগ জমা হয়েছে উত্তরবঙ্গ থেকে। সেখানে চেল, ঘিস, বালাসন, তিস্তা সহ একাধিক নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি ও পাথর তোলা হচ্ছে। গত সপ্তাহে মুখ্যসচিব এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরও কেন খাদান নিলাম করার টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি, তা জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্নের সামনে ধর্নার ডাক কর্মচারীদের

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নবান্নের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দিল 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা, বিভিন্ন সরকারি অফিসে শূন্যপদ পূরণ ও যোগ্য অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে ধর্মতলায় শহিদ মিনারের পাদদেশে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। রবিবার বিক্ষোভ অবস্থানের ৬৭৫তম দিনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। তিনি জানান, গত বছর এই তিনদিন নবান্নের সামনে বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ অবস্থানে বসা হয়েছিল। এবারও তাই হবে। যতদিন না দাবি আদায় হবে, ততদিন লড়াই চলবে।

ভাস্করবাবু বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতার ফারাক ক্রমশ বাড়ছে। সরকারকে মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও কোনও আমল দিচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে পথে নামা হয়েছে।' তিনি জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসে শূন্যপদের সংখ্যা ৬ লক্ষেরও বেশি। সেই সমস্ত পদ পূরণের দাবিও জানানো হয়েছে। কিন্তু সরকার তাতেও আমল দেয়নি। ফলে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজেও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেআইনিভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই সমস্ত দাবি আদায়ের জন্যই তাঁরা লড়ছেন।

আরজি করের ঘটনা উল্লেখ করে ভাস্করবাবু বলেন, 'এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজ্যজুড়ে সার্বিক নারী নির্যাতনের ছবি এই ঘটনা। আরজি করের ঘটনার পরেও নারী নির্যাতনের ঘটনা রাজ্যে হয়েই চলেছে। সরকার কোনও ব্যবস্থাই নিতে পারছে না।' তিনি জানান, নবান্নের সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে পুলিশ অনুমতি না দিলেও তাঁরা অবস্থানে বসবেন। শুধু এই বছর নয়, প্রতি বছরই ওই স্থানে অবস্থান বিক্ষোভে তাঁরা শামিল হবেন। এতেও কাজ না হলে আগামী বছর ২৭ জানুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শহিদ মিনার পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিল যাবে।

বেলাশেষে। নলহাটির লোহাপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ঢাকা থেকে ফিরে থানায় হামলার নালিশ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়ার বাসিন্দা সায়ন ঘোষ। ২৩ নভেম্বর ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। ২৬ তারিখ ফিরে আসার কথা ছিল। তাঁর অভিযোগ, ২৫ তারিখ তিনি যখন বন্ধুর সঙ্গে ঢাকা বাজারে ঘুরছিলেন, তখনই কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে। ভারতীয় হিন্দু পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর চড়াও হয় ওই বাংলাদেশিরা। প্রকাশ্যে মারধর করা হয় তাঁকে। তাঁদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতেও কেউ বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি। শেষ পর্যন্ত বন্ধুই তাঁকে বাঁচান। দুষ্কৃতীরা ইট দিয়ে আঘাত করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। স্থানীয় থানায় এই নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলেও লাভ হয়নি। পুলিশ তাঁদের হাসপাতালে যেতে বলে। কিন্তু রক্তাক্ত অবস্থায় বেশ কয়েক ঘণ্টা বিভিন্ন হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করেও চিকিৎসা মেলেনি। শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। সায়নের অভিযোগ, তাঁর কাছে থাকা মোবাইল, টাকা-পয়সা সব কিছুই কেড়ে নিয়েছে ওই বাংলাদেশিরা। প্রাণে বেঁচে ওই অবস্থাতেই গেদে সীমান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন তিনি। বাড়ি ফিরে গেদে সীমান্তে শুল্ক অফিসে ও বেলঘরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সায়ন। সোমবার কলকাতাস্থিত বাংলাদেশের উপদূতাবাসে গিয়ে গোটা বিষয়টি তিনি জানাবেন। তাঁর বক্তব্য, প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারব ভাবতে পারিনি।

বড়দিন ঘিরে আশায় ব্যবসায়ীরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শারদোৎসব শেষ। কিন্তু বাঙালির মন থেকে উৎসবের আমেজ কাটেনি। সামনেই বড়দিন। সেই উপলক্ষ্যে নতুন করে মেতে উঠেছে তিলোত্তমা। ইতিমধ্যেই সাজতে শুরু করেছে পার্ক স্ট্রিট। বড়দিন মানেই সান্তাক্লজ, বেল, স্টার, ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে ঘর সাজানো। এই সময়ে ঘোর সাহেবি কেতায় কেকের স্বাদ নিতে ভুলবে না বাঙালি। ক'দিন আগেই শারদোৎসবে বহু কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। এবার বড়দিনের পালা। ইতিমধ্যেই ক্রিসমাসের রকমারি পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে বড়বাজারের বিক্রেতাদের মধ্যেও। সোমবার থেকে আর শ্বাস নেওয়ার জো থাকবে না। খুচরো ব্যবসায়ীরা দলে দলে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পাইকারি দোকানে। নভেম্বর থেকেই বড় বড় বেকারিতে শুরু হয়ে গিয়েছে কেক বানানো।

বড়বাজারে ডিসেম্বরের প্রথম রবিবার থেকেই ভিড় ক্রেতাদের। সারিসারি পসরা সাজিয়ে বসা দোকানগুলিতে চলছে দরদাম। তুমুল ব্যস্ততা। সান্তাক্লজের দাম জানাতে জানাতেই মহম্মদ শাহনওয়াজ বলেন, 'নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই এখানে বেচাকেনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবছর আশা করছি বাজার ভালোই যাবে। সোমবার থেকে আর খাওয়াদাওয়ারও সময় পাব না। দেখছেন না ছুটির দিনেও কেমন ভিড়।' তবে আগের বছরের তুলনায় এবছর দামের বিশেষ কিছু হেরফের হয়নি বলেই জানালেন মহম্মদ উমর। বললেন, 'ক্রিসমাস ট্রি ১০০ টাকা থেকে শুরু করে ২০০০ টাকা পর্যন্ত রয়েছে। স্নো টেনসিল ১৬০ টাকা থেকে শুরু। বেল, স্টার, বল ৩০, ৪০, ৫০ টাকার মধ্যে রয়েছে। তিন ফুটের সান্তাক্লজ এবার মার্কেটে বেশি চলছে। সেগুলির দাম ৯০০ টাকা। ছোট সান্তাও রয়েছে, ৩০ টাকা থেকে শুরু। সান্তাটুপি বিভিন্ন আকারের রয়েছে। ১১ টাকা থেকে শুরু। আগেও দাম এমনই ছিল। তবে সময়ের সঙ্গে দাম একটু তো বাড়বেই।' অনলাইনের যুগে এখনও এসব জিনিস দোকান থেকে দেখেশুনে কিনতেই মানুষ বেশি পছন্দ করেন বলে বক্তব্য মহম্মদ আলির। তাঁর কথায়, 'আমাদের কাছে যে ভ্যারাইটি থাকে, সেগুলি অনলাইনে পাওয়া মুশকিল। লাইটিং স্টার, রকমারি স্নো টেনসিল, ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর রকমারি আইটেম অনলাইনে পাওয়া যায় না। তাই মানুষ এখনও আমাদের থেকে কেনাই পছন্দ করেন।' চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও দীন মহম্মদ বলেন, 'আমাদের বাজার তো এই ক'টা দিনই। তারপর বড়দিন চলে গেলে এই সমস্ত জিনিস আর বিক্রি হবে না। পরের সপ্তাহ থেকেই পুরোদমে বাজার শুরু হয়ে যাবে।'

তবে এবছর বাড়তে চলেছে কেকের দাম। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ডিমের দাম প্রতি বছর বাড়ে। এছাড়া কেক তৈরির বিভিন্ন উপাদানের দামও বেড়েছে। তাই পাউন্ড প্রতি ১০ থেকে ১৫ টাকা দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, '১৯ নভেম্বর থেকেই আমাদের কেক তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সময় বেকারিতে কেকের চাহিদা তো যথেষ্ট থাকে। তবে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে বেকারি শিল্প ধুঁকছে। বাইরে থেকে আমাদের কেক তৈরির জিনিস আনতে হয়, তাতেও খরচ বেড়েছে। ফলে কেকের দাম আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়বে।' তা সত্ত্বেও কেকপ্রিয় বাঙালির চাহিদা কমবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস।

কংগ্রেসকেও সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে বুথস্তর থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এখন থেকেই সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামছে প্রদেশ কংগ্রেস। বিশেষভাবে সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল থাকা স্থানগুলি চিহ্নিত করে ইস্যুভিত্তিক ঝাঁপিয়ে পড়বেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। দু'দিনের পর্যালোচনা বৈঠকে এমনই বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত এআইসিসির পর্যবেক্ষক। পরবর্তী বিধানসভার কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই সদস্য সংগ্রহ করে সংগঠনকে মজবুত করতে জেলায় জেলায় সফর করবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সহ শীর্ষ নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক সফর চলাকালীন জেলায় জেলায় নেতাদের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির সংগঠিত, জনসংযোগে নজর দেবেন শীর্ষ নেতারা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, জেলা সভাপতি, শাখা সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়কদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে এই টার্গেটই বেঁধে দিয়েছেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত এআইসিসি পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর সহ বাকি পর্যবেক্ষকরা।

নেতিবাচক নির্বাচনি ফলাফলের পর শনিবার ও রবিবার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈঠক ডাকেন এআইসিসির ভারপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকরা। ওই আলোচনা থেকেই দলীয় নেতাদের পরবর্তী নির্বাচনের দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। প্রথমেই সংগঠন শক্তিশালী করা, জনসংযোগ ও নীচুস্তরের কর্মীদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, শাখা সভাপতি, জেলা সভাপতি সহ কার্যনির্বাহী সদস্যদেরও সদস্য সংগ্রহের দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।

সোমবার, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২ ডিসেম্বর ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৩ সংখ্যা

কুর্সির টানাপোড়েন

মুখ্যমন্ত্রীর মসনদ নিয়ে দড়ি টানাটানিতে অনেকটাই ম্লান হয়ে গেল মহারাষ্ট্রে মহাযুতি জোটের জয়জয়কার। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছিল আতশবাজি ফাটানো এবং মিষ্টি বিলি। তারপর ৯ দিন অতিক্রান্ত। এখনও দেশবাসী জানে না, মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন? কবে হবে নতুন মন্ত্রীসভার শপথ? বিজেপি, সেনা (শিন্ডে), এনসিপি'র (অজিত পাওয়ার) কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে প্রাথমিক সেই উন্মাদনা উধাও। তিন শরিকের সব পার্টি অফিসে থমথমে ভাব। অনিশ্চয়তার দোলাচলে মহাযুতির আনন্দোৎসবের রং কিছুটা ফিকে হয়ে গিয়েছে।

অথচ মহারাষ্ট্রের সাফল্যে গোটা এনডিএ শিবির ছিল উজ্জীবিত। মুখরক্ষা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও। কারণ, মাসকয়েক আগে লোকসভা ভোটের প্রচারে ঢাকঢোল পিটিয়ে চারশো আসন জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে চরম বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন তিনি। শেষে কেন্দ্রে সরকার গড়তে নীতীশ কুমার-চন্দ্রবাবু নাইডুর দ্বারস্থ হতে হয়েছিল তাঁকে। সেই প্রেক্ষাপটে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্র বিজেপিকে অক্সিজেন জুগিয়েছে।

এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। সংকটের সূত্রপাত ২৩ নভেম্বর ফল ঘোষণার পর। বরং বলা ভালো, সমস্যার শুরু ২০ নভেম্বর বুথফেরত সমীক্ষার পর। তখনই চর্চা শুরু, মুখ্যমন্ত্রিত্বের মসনদে কে বসবেন? বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবিশ নাকি সেনা'র (শিন্ডে) একনাথ শিন্ডে। দফায় দফায় বৈঠক শুরু হয় তিন শরিকের। ২৩-এর সকাল থেকে ব্যস্ততা বেড়ে যায় দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারদের।

২৪ তারিখ শিন্ডে মন্ত্রীসভার এক শীর্ষস্থানীয় সদস্য জানান, পরের দিনই নয়া মন্ত্রীসভার শপথ হতে পারে। কিন্তু দিনভর বৈঠক চলতে থাকে। কখনও দিল্লিতে, কখনও নাগপুরে, কখনও মুম্বইয়ে। কোথায় শপথ? আলোচনা আর শেষ হয় না। বিভিন্ন বৈঠকে শিন্ডে নাকি বারবার বিহার মডেলের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর প্রশ্ন, বিহারে যদি কম আসন পেয়েও নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, তাহলে মহারাষ্ট্রে নয় কেন?

অন্যদিকে, বিজেপি দেবেন্দ্রর ত্যাগস্বীকারের প্রসঙ্গ তোলে। দু-দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ এনডিএ-র স্বার্থে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে খুশি ছিলেন এতদিন। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে দড়ি টানাটানির সাক্ষী এখন দেশবাসী। বিজেপির 'চাণক্য' অমিত শা, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা মহারাষ্ট্রের ওই তিন নেতাকে নিয়ে বহুবার আলোচনায় বসেন। শিন্ডেকে বাগে আনতে খোদ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।

শেষপর্যন্ত শিন্ডে জানিয়েছেন বটে যে, তিনি বিজেপি নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তৈরি। খবর ছড়িয়েছে দেবেন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রী করে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি দপ্তর সহ উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে আপত্তি নেই শিন্ডে এবং অজিতের। যদিও শপথের তারিখ ২ ডিসেম্বর ঠিক হওয়ার পর আবার পরিস্থিতি বদলে যায়। সম্ভবত স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং বিধানসভার অধ্যক্ষের পদ ঘিরে নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়। শিন্ডে নাকি স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিজেপিকে ছাড়তে নারাজ। ফলে ফের তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে পরিস্থিতি।

শিন্ডে আপাতত সাতারায় নিজের গ্রামে সময় কাটাচ্ছেন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদে আরও একটি নাম উঠে এসেছে- কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুরলীধর মহল। শোনা যাচ্ছে, ৫ ডিসেম্বর শপথ হতে পারে। এই নিয়ে তিনটি তারিখ শোনা গেল। পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর। বিজেপি সহ এনডিএ নেতারা কথায় কথায় অন্যান্য দলকে ক্ষমতালোভী বলে কটাক্ষ করেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রে তাঁরা নিজেরা কী দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন? আসলে মানুষের সেবা নয়, ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের যে একমাত্র লক্ষ্য, মহারাষ্ট্রের কুর্সি নিয়ে কাড়াকাড়ি আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

উত্তর-নারী : শ্রম ও সহ্যের এক বয়ান

বাংলার সমতল এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েদের জীবনযাপন, কাজের ধরনে সুস্পষ্ট একটা তফাত দেখা যায় সব সময়।

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

- সূত্রধর

সারাদিন পাহাড়ি পথে আঁকেবাঁকে ঘুরে মেঘরোদ্দুর কুয়াশাবৃষ্টিতে ভিজে দুপুর দুপুর যখন রামধুরার ছোট্ট হোমস্টেতে গিয়ে উঠলাম, একমুখ হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানাল হোমস্টের মালকিন ললিতা বইন। বছর তিরিশের হাসিখুশি প্রাণবন্ত ললিতা আপত্তির তোয়াক্কা না করে হাত থেকে জিনিসপত্র প্রায় ছিনতাই করে তরতরিয়ে উঠে গেল বাঁকানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় আমাদের নির্ধারিত ঘরে। চালকভাইকে বুঝিয়ে দিল গাড়ি রাখার জায়গা। ঝটপট এনে দিল মিনারেল ওয়াটারের বোতল। দুপুরের খাবারে সাজিয়ে দিল গরম ভাত, বরবটি দিয়ে ঢেঁকিশাক ভাজা, ডাল, স্যালাড, দেশি মুরগির ঝোল।

তখনও পর্যন্ত বাড়িতে কোনও পুরুষ চোখে পড়েনি। শুনলাম তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে এই হোমস্টে চালালেও পেশায় গাড়িচালক স্বামীটি বেরিয়ে গিয়েছে সেই ভোরবেলা। কালিম্পং শহরে এক আবাসিক স্কুলে তার ছেলেটি পড়ে। ঘরে বছর তেরোর নিষ্পাপ হাসির লম্বা বিনুনি চাইনিজ কাট চুলের এক কিশোরী। বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চা সে। আর আছে এক বিরাট কুকুর।

একা হাতে অতিথি আপ্যায়ন বাজার, দোকান ভারী জিনিস টেনে তোলা, কাঠ কাটা, রান্নাবান্না, জল নিয়ে আসা সমস্তই ললিতা করে থাকে। সন্ধ্যায় ক্যাম্প ফায়ারিংয়ের জন্য কাঠ কাটতেও তাকেই দেখলাম। বিকেলের কফি স্ন্যাকস, কাবাব ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থা রাত আটটা পর্যন্ত মেয়েটি একা হাতে সামলাল। রাতে খেতে বসে যখন সে ছোট্ট কিচেন কাম ডাইনিং রুমটিতে রুটি বেলছিল, তাকে বললাম আমি কোনও হেল্প করে দেব কি না। প্রথমে বিস্ময় তারপর খিলখিল হাসি। ভাঙা হিন্দিতে তার বক্তব্য ছিল সে একাই সব পারে, ছোট থেকে তাকে করতেও হয়েছে। আর ঘরের মানুষটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল পরদিন সকালে। অত্যন্ত ভদ্র তরুণটি গাড়ি নিয়ে ভাড়া খেটে ফিরেছিল অনেক রাতে।

এই অবধি পড়ে উত্তরের বিভিন্ন হোমস্টেতে যাঁরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন, তাঁদের কিঞ্চিৎ বিরক্তি উদ্বেগ হচ্ছে বুঝতে পারছি। কারণ এ দৃশ্য অতি চেনা নতুন করে বলার মতো কিছু নয়। উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলের হোমস্টে বা খাবারের দোকানগুলিতে মূলত মেয়েদেরই একচেটিয়া শ্রমের গল্প। আর পাহাড় সহ তরাই-ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চা বাগানভিত্তিক নারী শ্রমিকের জীবনযাপনের কঠোর বাস্তব, এক অন্য জীবন।

তথাকথিত 'উত্তরবঙ্গের' পাহাড় জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলের মেয়েদের নানাভাবে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হওয়ার জন্য কিছুটা জানি ঠিক কী কী বিষয় নিয়ে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ভূখণ্ডের মেয়েদের তুলনায় অন্যরকম সমস্যাগুলো প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করে চলেন। সমতল এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েদের জীবনযাপন, কাজের ধরন প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে সুস্পষ্ট একটা তফাত দেখা যায়।

উত্তরের মেয়েদের জীবনযাপন শ্রম বেঁচে থাকার লড়াই এই বিষয়গুলি নিয়ে যখন লেখার কথা বলা হয়, তখন এই প্রসঙ্গগুলো এড়িয়ে যেতে পারি না। চাকরি সূত্রে অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে গত প্রায় আড়াই দশকে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছি। সেই মেয়েরা আবার সমাজের নানাভাবে প্রান্তিক এবং অপর শ্রেণিভুক্ত মেয়েরা। তাদের জীবনের অকল্পনীয় সমস্যা প্রতিবাদ বিদ্রোহ আপস-আপসহীনতা অত্যাচার সহ্য করতে করতে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া আবার সেই ধুলো থেকে নিজেদের নতুন প্রতিমা বানিয়ে তোলা, সবই দেখে চলেছি।

তবে এই সমস্যাগুলো কোনও অঞ্চলভিত্তিক নয়, বরং সার্বিকভাবেই সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত মেয়েদের জন্য সত্যি আর তাই-ই একে শুধুমাত্র উত্তরের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্যা বলে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী নই। স্কুল গোয়িং মেয়েদের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প এবং সেই প্রকল্পকে ফাঁকি দিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নানাভাবে সুযোগসুবিধা আদায়কারী অভিভাবকদের অসহায়তা এবং অনেক ক্ষেত্রেই বেপরোয়া মনোভাব বিদ্যালয় প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়। জেলা স্তরে, রাজ্য স্তরে প্রশাসনিক স্তরে সংবাদমাধ্যমে শোরগোল পড়ে। কিন্তু মেয়েরা যে তিমিরে থাকার সেই তিমিরেই রয়ে যায়।

তিমির বিনাশের গান তাদের কানের কাছে অহরহ বাজিয়ে গেলেও ক্ষমতা বা সাধ্য হয় না অভিভাবকদের কান বা মাথা পর্যন্ত সে গানের সুর পৌঁছে দেওয়ার। বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি উদ্যোগে নিয়মিত নানান ধরনের ওয়ার্কশপ হয়। শিশুকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় মাস দুয়েক আগে তেমনি একটি আলোচনা সভায় উঠে এসেছিল মারাত্মক কিছু তথ্য। জলপাইগুড়ি জেলায় মেয়ে পাচার বিষয়ক ঘটনা। কাজের লোভ দেখিয়ে বিয়ের লোভ দেখিয়ে অন্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে চা বাগান এলাকাগুলি থেকে প্রতিদিন পাচার করে দেওয়া হচ্ছে অসংখ্য মেয়ে।

শিক্ষা মানচিত্রে একদম শেষ দিকে থাকা জলপাইগুড়ি জেলার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল চা বাগান অধ্যুষিত। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সেখানে বিদ্যালয়ে মেয়েদের শুধু নাম লিখিয়ে রাখা হয় অনুদান পাওয়ার লোভে। আর রঙিন ঝকঝকে জীবনের হাতছানিতে নতুন প্রজন্মের বিপথগামী কিশোরীদের খোঁজ বিদ্যালয়ে যখন এসে পৌঁছায় অথবা পৌঁছায়ই না, ততদিনে তারা হারিয়ে যায় অন্ধকার জগতে। পাচারচক্রের শিকার একটা বিরাট পরিমাণ অংশ সদ্য কিশোরীরা। আর উত্তরের একটা বড় অংশে এই চক্র ক্রিয়াশীল। সচেতনতামূলক প্রচার ও প্রসারের ত্রুটি নেই। অথচ ঘটনা ঘটে চলারও বিরাম নেই।

জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল চা বাগান অধ্যুষিত। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সেখানে বিদ্যালয়ে মেয়েদের শুধু নাম লিখিয়ে রাখা হয় অনুদান পাওয়ার লোভে। আর রঙিন ঝকঝকে জীবনের হাতছানিতে নতুন প্রজন্মের বিপথগামী কিশোরীদের খোঁজ বিদ্যালয়ে যখন এসে পৌঁছায় অথবা পৌঁছায়ই না, ততদিনে তারা হারিয়ে যায় অন্ধকার জগতে। পাচারচক্রের শিকার বিরাট পরিমাণ অংশ সদ্য কিশোরীরা।

যে কথা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম সেখানে ফেরা যাক। ললিতার কাছে শুনেছিলাম ওর পরিবারের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েই চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করে। প্রাথমিকভাবে স্কুলে ভর্তি হলেও পড়া শেষ না করে হয় বিয়ের পরের গৃহশ্রম অথবা অন্যত্র শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হয়।

পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েদের অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম ও তার ফলাফল বিষয়ে যাঁরা মাঠে নেমে কাজ করছেন, তেমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল শারীরিক গঠনের জন্যই, যেমন কিঞ্চিৎ খর্বাকার ও শরীরের নিম্নাঙ্গ ভারী হওয়ার কারণে পাহাড়ি এলাকায় প্রতিদিন মাল টেনে তোলা বা অন্যান্য শারীরিক পরিশ্রমের ফলে এই শ্রমিক মেয়েরা মারাত্মক হাড়ের রোগ, ফুসফুসের ব্যাধি ও স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন খুব কম বয়সেই। এছাড়া রক্তাল্পতা, হাইপারটেনশন ইত্যাদি তো আছেই। অল্পবয়সে মাতৃত্বের মতো ঘটনাও এই অঞ্চলে অগণন।

পার্বত্য বা সমতলে যে বিরাট অঞ্চলের মেয়েরা চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তাঁদের শারীরিক সামাজিক অর্থনৈতিক বা পারিবারিক সমস্যাগুলো অন্যান্য অঞ্চলের থেকে অনেকখানি আলাদা। ঘরে-বাইরে নানাভাবে শ্রমদানে ব্যস্ত ও অভ্যস্ত মেয়েদের মধ্যে ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতাটুকু রক্ষার সুযোগ বা সুবিধে অপ্রতুল বললেও কম বলা হয়। প্রত্যন্ত এলাকায় মেয়েরা রজস্রাবের সময় গাছের পাতা বাকল ইত্যাদি ব্যবহারেও বাধ্য হয়। চা বাগান থেকে সরবরাহ করা ব্যথার ওষুধ খেতে খেতে তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। পরে শরীরের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে নেশার দ্বারস্থ হয়। কীটনাশক ব্যবহারের কুফলগুলি তো উপরি হিসেবে আছেই। ফলশ্রুতি নানাবিধ কঠিন নিরাময় অযোগ্য ব্যাধি।

জঙ্গল ভ্রমণে মগ্ন পর্যটকের ক্যামেরায় কাঠকুড়োনি যে মেয়ের ছবি বাহবা পায়, সেই মেয়েটি হয়তো সারাদিন লকড়ি কুড়িয়ে ঘরে ফিরে রান্না সেরে বাচ্চার মুখে ভাত জুটিয়ে মাতাল স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়ে আবার পরদিনের অন্নসংস্থানের চিন্তা মাথায় সারারাত পার করছে। উত্তরের বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রকৃতি আর মাটির মতোই উত্তরের সাধারণ খেটেখাওয়া মেয়েরাও আসলে একটু বেশি সহনশীল উপেক্ষিত আর ব্যবহৃতও বটে, আর তাই-ই কোণঠাসা। শহুরে পর্যটকের রম্য ভ্রমণকাহিনীতে তাদের সামান্য জায়গা মাঝেমধ্যে হলেও তাদের উন্নতির কথা ভাবতে বৃহত্তর সমাজের ভারী বয়েই গেছে!

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৯১

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট লেখক বিমল মিত্র।

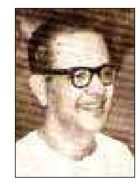

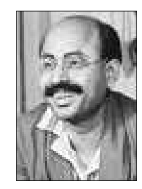

১৯২৫

আজকের দিনে জন্মেছিলেন অভিনেতা সন্তোষ দত্ত।

আলোচিত

জনসংখ্যা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, কোনও জাতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১-এর নীচে নামলে সেই সমাজের অবলুপ্তি হবে। তাই প্রত্যেক পরিবারের উচিত, দুইয়ের বেশি অর্থাৎ কমপক্ষে তিনটি করে সন্তান নেওয়া।

-মোহন ভাগবত

ভাইরাল/১

ঘূর্ণিঝড় ফেনজলের প্রভাবে বিপর্যস্ত তামিলনাড়ু। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মুম্বই থেকে চেন্নাই যাচ্ছিল ইন্ডিগোর ফ্লাইট। খারাপ আবহাওয়ায় দ্রাবিড়ভূমের আকাশে কিছুক্ষণ চক্কর খাওয়া বিমানটিকে অবতরণের চেষ্টা করেন পাইলট। কিন্তু শেষমুহূর্তে রানওয়ে ঘেঁষে বিমানটি আবার উড়ে যায়। টলমল বিমানের ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

অবসর পেলেই অনলাইন গেম খেলেন অনেকে। তা বলে বিয়ের আসরে? মণ্ডপে বিয়ের পিঁড়েতে টোপর মাথায় বসে বর। পাশে হবু শ্বশুরমশাই ও পুরোহিত। সবাই কনের অপেক্ষায়। সেই সময় বন্ধুদের সঙ্গে মোবাইলে লুডো খেলায় মগ্ন বর।

জনমন
জনমত

কুকুরদের খাওয়ানোর নয়া নিয়মে আপত্তি

সম্প্রতি সব শহরের পথকুকুরদের খাওয়ানোর বিষয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করেছে। এতে আমার কিছু আপত্তি রয়েছে।

কারণ, যাঁরা নিজের উপার্জিত টাকায় পথকুকুরদের খাবার বিলি করেন তাঁদের পক্ষে ভোর পাঁচটার সময় রান্না করে কুকুরকে খাওয়ানো সম্ভব নয়। তাছাড়া সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কোনও খাবার না পেয়ে প্রাণীগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া খাবার দেওয়ার জায়গা দূরে দূরে হওয়াতে ফিডারদের খুব অসুবিধা হবে। তাছাড়া, এক এলাকার পথকুকুর কখনও অন্য এলাকায় যায় না। ফলে বেশিরভাগ কুকুরই সারাদিন অভুক্ত থাকবে। অভুক্ত থাকার ফলে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং মানুষ ও কুকুরের সংঘাত বাড়বে।

তাই পথকুকুরদের খাওয়ানোর বিষয়ে উল্লেখিত এসওপি পুনর্বিচার করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

বাজারে আগুন শাকসবজি, খাব কী

শাকসবজি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের অসম্ভব দাম। কেউ কি দেখার নেই? যাঁরা দিন আনেন, দিন খান, তাঁদের একরকম না খেয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে। বর্তমান সমাজে মানুষের বেঁচে থাকাই যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাজারে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি আমদানি হলেও কেন এত দাম? বেশি মূল্যবৃদ্ধির ফলে মিড-ডে মিলও দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ছে। একটা ডিমের দাম সাত টাকা। অন্যান্য পুষ্টিকর খাবর তো ধরাই যায় না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি, বাজারটা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ করুন। বিশেষ করে মিড-ডে মিলে কিছু বেশি অর্থবরাদ্দ করে পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হোক।

মমতা চক্রবর্তী
উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

কেউ বোঝে না, ওর কিন্তু অসুখই হয়েছে

যে দেশে মানসিক রোগগুলোকে রোগ হিসাবে মান্যতাই দেওয়া হয় না, সেই সমাজে ওই বাচ্চাটা কার কাছে গিয়ে কাঁদবে বলুন তো?

জয়দেব সাহা

একটা গল্প শুনবে? একটা বাচ্চা ছেলের গল্প? ও না খুব কাঁদছে। কিন্তু কেন কাঁদছে? সে অনেক গল্প আছে হয়তো, অথবা কোনও গল্পই নেই। মন খারাপের একটা ঠিকানা থাকে, কখনও আবার কোনও কারণ ছাড়াও উপস্থিতি থাকে, খোলা আকাশে মধ্যিখানে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেও কখনও বা মন কেমনগুলো আস্তানা বাঁধতে পারে।

কেউ কি শুনবে একটা ষোলো বছরের বাচ্চার মন কেমনের গল্প? না ওর প্রেম ভাঙেনি, পরীক্ষায় ফেল করেনি। কিন্তু ওর মন খারাপ করে, কখনও আবার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় চিরতরে। ওর জ্বর হয়নি, সর্দিকাশিও নয়। পেটের গোলযোগ নেই। ওর শুধু মন খারাপ করে। তাহলে নিশ্চয়ই ওকে কোনও ওষুধ দিতে হবে না? ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ারও সেরকম কোনও প্রয়োজন নেই বোধহয়? তাই না? এই ষোলো বছরের বাচ্চাটা একদিন ছাব্বিশে পৌঁছোবে। মন কেমনের একটা দীর্ঘ অধ্যায় ওকে পেরোতে হবে, একা।

প্রশ্নটা কিন্তু এখান থেকেই শুরু, আবার এখানে এসেই শেষ। হ্যাঁ, মাঝখানে বলার জন্য আর কোনও গল্প নেই, আছে শুধু একটা একাকিত্বের কবিতা, অথবা একলা চলার সুর।

কোনও এক শীতে, সন্ধে ঘনিয়ে এলে, হালকা কুয়াশা ওকে কাঁদতে বলে। কিন্তু কেন বলে? ও জানে না, শুধু বাগানের অন্ধকার বেঞ্চে বসে কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে, একটা অধ্যায়ের শেষের অপেক্ষায় আরেকটা দিন কাটিয়ে দেয়। হ্যাঁ, ওর অসুখ হয়েছে, জ্বর নয়, সর্দি নয়, তবু ওর অসুখ হয়েছে। কেউ বুঝতে পারছে না হয়তো, কখনও বা সে নিজেও বুঝতে পারছে না, তবু সত্যি, ওর অসুখ হয়েছে। ওষুধ চাই। ডাক্তার চাই।

কিন্তু কে দেবে? যে দেশে মানসিক রোগগুলোকে রোগ হিসাবে মান্যতাই দেওয়া হয় না, সেই সমাজে দাঁড়িয়ে ওই বাচ্চা ছেলেটা কার কাছে গিয়ে কাঁদবে বলুন তো?

মানসিক রোগের অনেক ভাগ আছে, যেমন শারীরিক রোগগুলোর হয়। এগুলোর মধ্যে কারও যদি বাইপোলারের মতো সমস্যা থেকে থাকে, আর একটা গোটা কৈশোর পেরিয়ে তরুণ বা তরুণী হয়ে উঠতে হয় এই রোগকে সামলে নিয়ে, একা, শুধুই একা? বাঁচার লড়াইগুলো না এদের জন্য সহজ হয় না, তবু কেউ কেউ বেঁচে যায়, বাঁচতে হবে বলেই হয়তো বেঁচে যায় ওরা। রোদ্দুর, অন্ধকার আর গভীর রাতের একগুচ্ছ তারামাখা গল্পগুলো নিয়ে ওরা বেঁচে যায়।

হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমাদের দেশে সাইকিয়াট্রি ট্রিটমেন্ট অনেকটা উন্নত হয়েছে। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। উন্নত পরিষেবা থাকলেই কি সবাই সেখানে পৌঁছাতে পারছে, এমনকি সবাই কি এটা আদপেও জানে যে তাদের রোগ হচ্ছে, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে? মুখের হাসির পেছনের এক অফুরন্ত কান্নাকে একটা সমাজ কখনোই খুঁজে দেখবে না। কিন্তু কেন? রক্তের প্রয়োজন হলে যেমন ব্লাড ব্যাংক আছে, তেমনই মানসিক অসুখগুলোর জন্যও অনেক চিকিৎসা আছে। ওই ছেলেমেয়েগুলোকে বাঁচাতে হলে, এবার অন্তত একটা সমাজ শিরদাঁড়া সোজা করে বলুক- হ্যাঁ, মানসিক অসুখটা আরও ভয়াবহ। এই সমাজ এবার অন্তত ওই ছেলেমেয়েগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াক, একটা আগামীর জন্য। আগামীকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে।

(লেখক পাটনার আইআইটি পড়ুয়া। মালদার সামসীর বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। ঘাম বা মায়া ৪। উসকে দেওয়া ৫। একটি বাংলা মাসের নাম ৭। ডাঁটের বা লম্বা লম্বা কথা ৮। নোংরা আচরণ ৯। যাকে নিয়ে 'হাতে লণ্ঠন করে ঠনঠন' কবিতা লেখা হয়েছে ১১। খুব কম গতির প্রাণী ১৩। একটি ধাতুর নাম ১৪। যা জ্ঞাপন করে ১৫। হোঁচট লাগা বা পাল্লা দেওয়া।

উপর–নীচ : ১। টাকা ধার নিয়ে যে বাড়তি অর্থ দিতে হয় ২। অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ ৩। দোটানা মনোভাব ৬। কাঁচা বাড়ি তৈরির কাজ করেন ৯। এই রংয়ে নীল মেশালে সবুজ মেলে ১০। ছোট থেকে আরও বড় রাজা হওয়ার যজ্ঞ ১১। হাটের পথে বংশীবদন যা চালায় ১২। কোন বিষয়ে গোঁড়া মনোভাব।

সমাধান ■ ৪০০১

পাশাপাশি : ১। বদনাম ৩। বাগীশ ৫। দানসাগর ৭। দরাজ ৯। বড়বা ১১। নবনবতি ১৪। ইন্ধন ১৫। কম্বুবর।

উপর–নীচ : ১। বনিয়াদ ২। মলিদা ৩। বাতাসা ৪। শবর ৬। গরুড় ৮। রাজীব ১০। বামেতর ১১। নন্দাই ১২। নন্দন ১৩। তিলেক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে জমায়েত। ছবিটি পোস্ট করেছেন তসলিমা নাসরিন।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইউনূস সরকারের শ্বেতপত্র

হাসিনা আমলে পাচার অর্থরাশি

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : হত্যা, গুম সহ একাধিক মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আগেই উঠেছিল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। এবার তাঁর আমলে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হওয়ার অভিযোগ তুলল অন্তর্বর্তী সরকার। দেশের অর্থনীতি খতিয়ে দেখতে অন্তর্বর্তী সরকার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছিল, তার চূড়ান্ত রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তিন মাসের তদন্ত শেষে কমিটি রবিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে।

প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, শেখ হাসিনার আমলে দুর্নীতি, লুঠ এবং ভয়াবহ আর্থিক কারচুপির যে ছবি ওই প্রতিবেদনে পাওয়া গিয়েছে, তা যথেষ্ট আতঙ্কিত হওয়ার মতো বলে কমিটি দাবি করেছে। হাসিনাকে নিশানা করে ইউনূস এদিন বলেন, 'আমাদের গরিব মানুষের রক্ত জল করা টাকা যেভাবে লুঠ করা হয়েছে তা অত্যন্ত আতঙ্কের। দুঃখের বিষয় হল, তারা প্রকাশ্যে এই লুটপাট চালিয়েছে। তার মোকাবিলা করার সাহস দেখাতে পারেনি কেউ। স্বৈরাচারী শাসকের আমল এতটাই ভয়ের ছিল যেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলিও এই লুটপাটের ঘটনায় অনেকাংশে নীরব ছিল।' শ্বেতপত্রকে ঐতিহাসিক দলিল বলে আখ্যা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'জুলাই-অগাস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর অর্থনীতিকে যে ভঙ্গুর দশায় আমরা পেয়েছি, তা-ই এই রিপোর্টে উঠে এসেছে। গোটা জাতি এর থেকে উপকৃত হবে।'

শ্বেতপত্রকে জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করার পাশাপাশি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়ানো উচিত বলেও মতপ্রকাশ করেন প্রধান উপদেষ্টা। কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা যতটা ভেবেছিলাম, সমস্যাটি তার চেয়েও গভীর। কীভাবে এদেশে অলিগার্কদের জন্ম দেওয়া হয়েছে, তারা নীতি প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেইসব উঠে এসেছে শ্বেতপত্রে।' ২৯টি প্রকল্প বাছাই করে তার মধ্যে ৭টি বড় প্রকল্প পরীক্ষা করেছেন।

খালেদার ছেলের সাজা মকুব কোর্টে

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : ২১ অগাস্ট, ২০০৪। ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামি লিগের দপ্তরের সামনে এক জনসভায় তৎকালীন বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা হয়েছিল। গুরুতর আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন হাসিনা। তবে আওয়ামি লিগের ২৪ জন নেতা-কর্মী প্রাণ হারান। আহত হয়েছিলেন ৩০০-র বেশি মানুষ। সেই ঘটনায় দোষীদের মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন শাস্তি দিয়েছিল আদালত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, প্রাক্তন মন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, আবদুস সলাম পিন্টু প্রমুখ। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর সহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

যাবজ্জীবন হয় খালেদা জিয়ার পুত্র তারেকের। পালাবদলের বাংলাদেশে দোষীদের সবার সাজা মকুব হয়ে গিয়েছে। রবিবার শেখ হাসিনাকে খুনের চেষ্টা সংক্রান্ত অভিযোগপত্রটিকেই 'অবৈধ' ও 'বাতিল' ঘোষণা করেছে সেদেশের হাইকোর্ট। হিন্দুদের ওপর আক্রমণে নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ। তারই মাঝে হাসিনার ওপর হামলার ঘটনায় এদিন দোষীদের মকুব করল আদালত।

এদিন বিচারপতি একেএম আসাদুজ্জামান এবং বিচারপতি সৈয়দ এনায়ত হোসেনের বেঞ্চ জানিয়েছে, শেখ হাসিনাকে খুনের ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে ৪৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ১৯ জনকে যাবজ্জীবন এবং বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদের সাজা দেওয়া হয়। সকলের আপিল মঞ্জুর করছে হাইকোর্ট। আবেদন খতিয়ে দেখে দোষীদের সাজা মকুব করা হচ্ছে।

আদালতের রায় ঘোষণার পর খুশির হাওয়া বিএনপিতে। দলের নেতা কায়সার কামাল বলেন, 'তারেক রহমান ন্যায়বিচার পেয়েছেন। প্রমাণিত হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তারেক রহমানকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তিনি আজ বেকসুর খালাস পেয়েছেন।' লন্ডন থেকে জারি করা বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'প্রমাণ হল, আওয়ামি ফ্যাসিবাদী সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মামলাটিতে তারেককে অভিযুক্ত করেছিল।'

আসাদের পাশে মস্কো, রুশ হানায় হত ৩ শতাধিক

দামাস্কাস, ১ ডিসেম্বর : সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পোতে ইসলামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরি অল-শাম ঢুকে পড়েছে। তাদের নেতৃত্বে এক বড় ধরনের হামলায় ডজন খানেক সেনা নিহত হয়েছেন। কিন্তু রাশিয়ার দাবি, শনিবার তারাই বিমানহানা চালিয়ে তিন শতাধিক বিদ্রোহীকে খতম করেছে। রাশিয়া বরাবরই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পক্ষে। অন্যদিকে তাহরি অল-শামকে জঙ্গিগোষ্ঠী হিসেবেই দেখে আমেরিকা, রাশিয়া ও তুরস্ক।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে সহায়তা দিতে বিদ্রোহীদের ওপর তারাই বিমানহানা চালিয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে সিরিয়ায়। গৃহযুদ্ধে উন্নয়ন থমকে গিয়েছে সিরিয়া। প্রায় নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। শনিবারের হামলা সেই স্থবিরতায় আঘাত দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করল। পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রেখেছে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (এনএসসি)।

শিন্ডে-পুত্রকে নিয়ে জল্পনা

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি তিনি পাচ্ছেন না ধরে নিয়ে এবার ছেলেকেই তুরুপের তাস করলেন একনাথ শিন্ডে। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে জোর জল্পনা চলছে, নতুন মহায্যুতি সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে শ্রীকান্ত শিন্ডে।

কল্যাণ লোকসভা কেন্দ্রের দু-বারের সাংসদকে এর আগে কেন্দ্রে মন্ত্রী করার কথাও চলছিল। কিন্তু বিজেপি দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে মুখ্যমন্ত্রী করার ব্যাপারে একপ্রকার অনড় থাকায় শেষমেশ ছেলেকে রাজ্য রাজনীতিতে আনতে চাইছেন শিন্ডে। তার বদলে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে পারেন। সোমবার মহায্যুতির একটি বৈঠক রয়েছে।

বেনজির সিদ্ধান্ত বেলজিয়ামের

যৌনকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, পেনশন

ব্রাসেলস, ১ ডিসেম্বর : পেনশন থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি... আর পাঁচজন পেশাজীবীর মতোই বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন যৌনকর্মীরা। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল বেলজিয়াম সরকার। বিভিন্ন দেশের রেডলাইট এলাকাগুলিকে সরকারি নজরদারির আওতায় আনার দাবি বহু দিনের। সরকারি-বেসরকারি পেশাজীবীদের মতো যৌনকর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাবও নতুন নয়। কিন্তু এতদিন কোনও দেশে সেইসব দাবি মান্যতা পায়নি। সেই নিরিখে বেলজিয়াম সরকারের পদক্ষেপ যুগান্তকারী বলে মনে করছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি।

বেলজিয়ামে যৌনকর্মীরা সরকারি প্রকল্পের আওতায় আসার পর অন্যান্য দেশেও আদিম পেশাটি সামাজিক ও সরকারি স্তরে মান্যতা পাবে বলে আশাবাদী তাঁরা। বেলজিয়াম সরকারের নতুন আইন অনুযায়ী, যৌনকর্মীদের নাম নথিভুক্ত করার পর তাঁদের কাজের শংসাপত্র দেওয়া হবে। সেই শংসাপত্র দেখিয়ে তাঁরা স্বাস্থ্যবিমা সহ সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সুবিধা নিতে পারবেন। পাবেন মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং আইনি নিরাপত্তাও। শরীর খারাপ হলে নিতে পারবেন 'সিক লিভ'। অবসরের পর পেনশন পাবেন তাঁরা। যৌনকর্মীদের জন্য থাকবে 'প্যানিক বাটন'-এর ব্যবস্থা। গ্রাহকের আচরণে অস্বস্তিতে পড়লে ওই বোতাম টিপে পুলিশের কাছে সাহায্য চাইতে পারবেন যৌনকর্মীরা। এমনকি গ্রাহককে 'না' বলার অধিকার থাকবে তাঁদের।

সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বেলজিয়ামের যৌনকর্মীদের সংগঠন ইউনিয়ন অফ সেক্স ওয়ার্কার্স। সংগঠনের সভাপতি ভিক্টোরিয়া বলেন, 'আপনার কাজের আইনি স্বীকৃতি না থাকলে কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না। এই আইন আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।'

এখন বাংলাদেশ

হাসিনার মিত্রদের সম্পত্তির হদিস

শেখ হাসিনার সহযোগীদের বিপুল সম্পত্তি রয়েছে ব্রিটেনে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তাঁরা কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি কিনতে ব্যয় করেছেন। ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছেন পূর্বতন হাসিনা সরকারের দুই মন্ত্রী। আছেন বহু প্রভাবশালী, ধনী। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে অবজারভার অনুসন্ধান চালিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা বাংলাদেশি প্রভাবশালীদের ব্রিটেনে আবাসন খাতে ৪০ কোটি পাউন্ড বা ৬ হাজার ৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগের তথ্য পেয়েছে। শনিবার খবরটি বেরিয়েছে 'দ্য গার্ডিয়ান'-এ।

....

গ্রেপ্তার নেত্রী

প্রাক্তন সাংসদ তথা আওয়ামি লিগের প্রবীণ নেত্রী সাফিয়া খাতুনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শেখ হাসিনার দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীর মতো তাঁর বিরুদ্ধেও খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের ওপর একটি গুলি চালনার ঘটনায় আকরম খান রাব্বি নামে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই খুনে ৭০ বছর বয়সি সাফিয়া খাতুনের যোগ থাকার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

....

হামলায় ক্ষোভ

বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে কৃষকদের সভায় হামলার বিরুদ্ধে সরব হলেন বিশিষ্টদের একাংশ। কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সার্কেল এসপি ও রৌমারী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের অপসারণ দাবি করেছেন তাঁরা। বিশিষ্টদের অভিযোগের তির জামাত নেতা-কর্মীদের দিকে। হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

দিল্লি-ঢাকায় ফারাক নেই, দাবি মেহবুবার

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : মোদি সরকারকে সম্ভাল ইশ্যুতে আক্রমণ শানাতে গিয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকেই কার্যত সমর্থন জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। বিজেপিকে বিঁধে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলছে। ভারতেও যদি সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চলে তাহলে দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য কী থাকল? আমি তো ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে কোনও তফাৎ খুঁজে পাচ্ছি না।' মেহবুবা বলেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, ১৯৪৭ সালে পরিস্থিতি যা ছিল আজ আমরা সেই দিকেই চলেছি। তরুণরা কাজ চাইলেও পাচ্ছেন না। আমাদের ভালো হাসপাতাল, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সড়কের ব্যবস্থা ভালো হচ্ছে না। অথচ মন্দিরের খোঁজে একটি মসজিদ ভাঙতে চাইছে তারা।' এদিকে মেহবুবা যখন ভারত-বাংলাদেশকে একই পংক্তিতে বসিয়েছেন তখন পড়শি দেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আক্রমণ শানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি বাংলাদেশ ইস্যুতে মুখ বন্ধ করে রয়েছেন। অথচ সম্ভালে রাজনৈতিক পর্যটনে যেতে চাইছেন। কংগ্রেস শুধু ভোটব্যাংকের রাজনীতি করে।'

নাগা পোশাকে এআর রহমান। কোহিমায় এক অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী রিও। রবিবার।

দিল্লিতে একলাই চলবে আপ

কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে 'না' কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : হরিয়ানার পর এবার দিল্লিতেও ধাক্কা খেল ইন্ডিয়া জোট। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল রবিবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন দিল্লি বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনওপ্রকার জোট হবে না। আপ সুপ্রিমো বলেন, 'দিল্লিতে কোনও জোট হচ্ছে না। আপ একলাই লড়াই করবে আসন্ন বিধানসভা ভোটে।' আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। দু-দিন আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দ্র যাদব ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৭০টি বিধানসভা আসনে একলাই লড়বে কংগ্রেস।

এবার আপ সুপ্রিমোর 'একলা চলার' ঘোষণায় খাস রাজধানীতে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। লোকসভা ভোটের সময় আপ এবং কংগ্রেস জোট গড়েই লড়েছিল দিল্লিতে। কিন্তু বিজেপির কাছে দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনেই পরাজিত হয়েছিল ইন্ডিয়া জোট। তবে পঞ্জাবে জোট হয়নি। দুই দল আলাদা লড়েছিল। সম্প্রতি পঞ্জাবের উপনির্বাচনেও আলাদা লড়েছিল আপ এবং কংগ্রেস। তবে চণ্ডীগড়ে আপ-কংগ্রেস জোট সাফল্যের মুখ দেখেছিল। হরিয়ানা বিধানসভা ভোটের সময়ও দুই দলের মধ্যে জোট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ হরিয়ানার কংগ্রেস নেতাদের অনড় মনোভাবের জেরে জোটপ্রক্রিয়া ভেস্তে গিয়েছিল। আপ কোনও খাতা খুলতে না পারলেও ভোটে ভরাডুবি হয় কংগ্রেসের। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করেছিল, হরিয়ানার পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে দিল্লিতে ইন্ডিয়ার দুই শরিক একজোট হয়ে লড়বে। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস ও কেজরির একলা চলার সিদ্ধান্তে পরিষ্কার, আসন্ন বিধানসভা ভোটে দিল্লিতে ত্রিমুখী লড়াই হতে চলেছে।

> দিল্লিতে কোনও জোট হচ্ছে না। আপ একলাই লড়াই করবে আসন্ন বিধানসভা ভোটে।
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

তবে নামে ত্রিমুখী হলেও দিল্লিতে যে মূল লড়াই আপ বনাম বিজেপির মধ্যেই হচ্ছে, তা দেওয়াল লিখনেই স্পষ্ট। ২০১৩ সালে কংগ্রেসকে হারিয়ে প্রথমবার ক্ষমতা দখল করেছিল আপ। তারপর ২০১৫ এবং ২০২০-তেও জয়ী হয় কেজরিওয়ালের ঝাড়ুবাহিনী। গত বিধানসভা ভোটে ৭০টি আসনের মধ্যে আপ পেয়েছিল ৬২টি আসন। বিজেপি জিতেছিল বাকি ৮টি আসন। কংগ্রেসের ঝুলিতে আসে একটি বিরাট শূন্য। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে নিজেদের দাপট অব্যাহত রাখতে 'একলা চলার' রাস্তাতেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ। ইতিমধ্যে ১১টি আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে আপ।

তেলেঙ্গানায় ৭ মাওবাদী হত

হায়দরাবাদ, ১ ডিসেম্বর : পুলিশের চর সন্দেহে ২১ নভেম্বর মাওবাদীরা খুন করে দুই আদিবাসীকে। রবিবার তার পালটা দিল তেলেঙ্গানার এলিট গ্রেহাউন্ড পুলিশ বাহিনী। বাহিনীর হাতে খতম হল শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার সহ সাত মাওবাদী। পুলিশবাহিনী মুলুগু জেলার চালপাকা জঙ্গল ঘিরে ফেলে অভিযানে নামে। পুলিশ জানিয়েছে, মাওবাদীদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে পুলিশের পালটা গুলিতে খতম হয় সাত মাওবাদী। নিহতদের মধ্যে তেলেঙ্গানার আঞ্চলিক কমান্ডার ৩৫ বছরের ভার্দু ওরফে কুরসম মঙ্গু ওরফে পাপান্না আছেন।

মসজিদ চত্বর পরিদর্শন কমিটির

লখনউ, ১ ডিসেম্বর : সম্ভালে শাহি জামা মসজিদের জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের একসপ্তাহ বাদে মসজিদ এলাকা পরিদর্শন করল বিচারবিভাগীয় কমিটি। সম্ভালের ঘটনা খতিয়ে দেখতে এই কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দী বেন প্যাটেল। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবেন্দ্রকুমার অরোরা। সদস্য করা হয়েছে প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরবিন্দকুমার জৈন এবং অবসরপ্রাপ্ত আমলা অমিতমোহন প্রসাদকে। তবে এদিন পরিদর্শনে ছিলেন না অমিতমোহনবাবু। বিচারবিভাগীয় কমিটির দুই সদস্যের পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা এলাকা।

সুড়ঙ্গ ধসে মৃত্যু

জয়পুর, ১ ডিসেম্বর : হুড়মুড় করে রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ। এক শ্রমিক তাতে চাপা পড়ে মারা গেলেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিন শ্রমিক। রাজস্থানের কোটায় ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। কোটা গ্রামীণ পুলিশের সুপার জানিয়েছেন, নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গটি দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের অংশ। ঘটনাস্থল রামগঞ্জ মান্ডির মোডক। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে যান ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা।

এফবিআই ডিরেক্টর প্যাটেল ভারতকে শুল্ক-হুমকি ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১ ডিসেম্বর : প্রেসিডেন্ট পদের শপথ নিতে এখনও মাসদেড়েকেরও বেশি বাকি। কিন্তু নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ধাপে ধাপে ভাবী সরকারের অগ্রাধিকার বুঝিয়ে দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জো বাইডেনের চেয়ে তাঁর মত ও পথ যে আলাদা, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুঁশিয়ারি, ভারতের মতো ব্রিকস দেশগুলি যদি আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে ডলারকে বর্জন করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক বসাবে তাঁর সরকার।

এক দশকে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশীদারি বাড়িয়েছে ভারত, চিন, ব্রাজিল, রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্রিকস সদস্যরা অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

বহু বছর ধরে আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে ডলার ব্যবহারের চল রয়েছে। ব্রিকস দেশগুলি নিজেদের মুদ্রায় লেনদেন করায় বিশ্ববাজারে ডলারের গুরুত্ব কমার আশঙ্কা করছে আমেরিকা। প্রথম দফায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরেও এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্প। বাইডেন জমানায় ডলার নিয়ে আমেরিকার তরফে তেমন সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়নি। তবে তিনি ক্ষমতায় এসে যে ডলারের গুরুত্ব ধরে রাখতে পালটা চাপের পথে হাঁটবেন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এর জেরে ভারত-আমেরিকার কৌশলগত সম্পর্ক ধাক্কা না খেলেও বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের সম্ভাবনা প্রবল। বর্তমানে আমেরিকায় খাদ্যশস্য ছাড়াও ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, পোশাক রপ্তানি করে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থা। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেও দু-দেশের মধ্যে বিপুল লেনদেন রয়েছে। আমেরিকা ভারতের পণ্য ও পরিষেবার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপালে সেগুলির বিক্রয় মূল্য অনেকটাই বেড়ে যাবে। যার ফলে আমেরিকায় বাজার হারাতে পারে ভারতীয় সংস্থাগুলি। সেই পরিস্থিতি এড়াতে সতর্ক পদক্ষেপ করছে ভারত।

ডলার বনাম টাকা নিয়ে নয়া বিতর্ক

সূত্রের খবর, ট্রাম্প সরকার গঠনের পর শুল্ক ইস্যুতে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করবে দুই দেশ। এর আগে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ব্রিকস সম্মেলনে ভারতের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের পাশাপাশি ব্রিকসের স্বতন্ত্র মুদ্রার প্রচলনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তিনি। তারপরেই ট্রাম্পের বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ডলার নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘাতের ইঙ্গিত দিলেও ট্রাম্প সরকারে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যে নিজের ক্যাবিনেটে বেশ কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে নিয়োগ করেছেন ট্রাম্প।

এবার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের ডিরেক্টর হিসাবে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে বেছে নিলেন তিনি। নাম কাশ্যপ প্রমোদ প্যাটেল। সংক্ষেপে কাশ প্যাটেল। পেশায় আইনজীবী কাশ মার্কিন রাজনীতিতে ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। হোয়াইট হাউস সহ প্রশাসনের নানা স্তরে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

ফেনজলে বিপর্যস্ত তামিলনাড়ু

চেন্নাই, ১ ডিসেম্বর : শনিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ু উপকূলে আছড়ে পড়েছিল ঘূর্ণিঝড় ফেনজল। এরপর শক্তি হারিয়ে সেটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। রবিবার দিনভর ভারী বৃষ্টি হয়েছে তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। জলমগ্ন চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ অংশ। ফেনজলের ল্যান্ডফলের সময় উপকূল এলাকায় ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়েছে। কয়েকশো ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। রাস্তা ও কালভার্ট ভেঙে বহু গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনা এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তাদের সাহায্য করছে পুলিশ, দমকল।

রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সেনা ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। কয়েকহাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবিবারও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় ভিলুপুরম, কুড্ডালোর, কাল্লাকুরিচি, তিরুভান্নামালাই এবং পুদুচেরিতে সতর্কতা জারি রয়েছে। শনিবার দুপুরে চেন্নাই বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রবিবার সকাল থেকে সেখানে বিমান ওঠা-নামা শুরু হয়েছে। বিমানযাত্রা শুরু হলেও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। রেল সূত্রে খবর, বহু জায়গায় লাইন জলে ডুবে যাওয়ায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। দূরপাল্লার ট্রেনগুলি বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন। চেঙ্গালপাত্তু এলাকা থেকে গ্রামবাসীদের উদ্ধারে সেনা।

নামল সেনা

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এদিন সকাল ৭টা ১৫ পর্যন্ত তামিলনাড়ুর মাইলাম ও পুদুচেরিতে যথাক্রমে ৫০৪ মিলিমিটার এবং ৪৯০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ২০০৪-এর পর যা সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় আবহাওয়া কেন্দ্রের ডিরেক্টর এস বালাচন্দ্রন বলেন, 'তামিলনাড়ুর উত্তর উপকূল এবং পুদুচেরি থেকে ফেনজল ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আমরা এর গতিপথের ওপর নজর রাখছি।'

শীতে রোদ পোহালে মন ভালো থাকে। ক্লান্তি দূর হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়া ঘুম ভালো হয়। স্মৃতিশক্তির উন্নতি হয়। ফাংগাল ইনফেকশন দূরে থাকে।

মটরশুঁটি ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে। ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। তবে যাদের উচ্চ মাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড রয়েছে এবং আইবিএসের সমস্যা রয়েছে তাঁদের মটরশুঁটি না খাওয়াই ভালো।

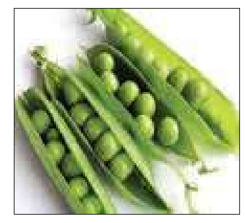

লেসার অস্ত্রোপচার অর্শের চিকিৎসায় নিঃশব্দ বিপ্লব

অর্শ খুব সাধারণ একটি রোগ। অনেকেই এই সমস্যায় কষ্ট পান - কেউ কম, কেউ বেশি। এই অবস্থায় বহুলপ্রচলিত কাটাছেঁড়া করা ছাড়া গতি থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচারে বিভিন্ন সমস্যা থাকায় অনেকেই করাতে চান না। সেক্ষেত্রে লেসার অপারেশনের কথা ভাবতে পারেন। লিখেছেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সার্জন **ডাঃ দিব্যকান্তি দত্ত**

প্রথমেই কয়েকটি ঘটনার কথা বলি

ঘটনা ১ : পরিমলবাবু অনেকদিন থেকেই অর্শের সমস্যায় ভুগছেন। রক্ত পড়া, ব্যথা-যন্ত্রণা তো লেগেই রয়েছে। অনেকবার ভেবেছেন অস্ত্রোপচার করিয়ে নেবেন। কিন্তু সাহস করে উঠতে পারেননি। অনেকেই বলেছেন অস্ত্রোপচারের পর নাকি খুব ব্যথা হয়।

ঘটনা ২ : মালতীদেবীর শরীরে এমনিতেই রক্ত কম। তার ওপর পাইলসের রক্তপাত। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন অস্ত্রোপচার করিয়ে নিতে। কিন্তু অনেকে বললেন, অস্ত্রোপচারে তো অনেক রক্ত বেরিয়ে যাবে, অস্ত্রোপচারের ধকল যদি নিতে না পারেন? অনেকে আবার বললেন অস্ত্রোপচারের পর যদি ক্যানসার হয়ে যায়? ভয়ে আর সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

ঘটনা ৩ : সুবিনয় বেসরকারি একটি ফার্মে কাজ করেন। সারাদিন বসে বসে কাজ করার জন্য তাঁর অর্শের সমস্যা অনেকটাই বেড়েছে। তিনি ভেবেছেন অস্ত্রোপচার করিয়ে নেবেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়। অস্ত্রোপচারের পর লম্বা ছুটি তো নিতেই হবে। তারপর চাকরিটা থাকবে তো?

অনেকেই উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছেন বা এখনও হচ্ছেন। অনেকে বুঝতে পারছেন না কী করবেন, কার কথা শুনবেন, কী সিদ্ধান্ত নেবেন।

অর্শ সাধারণ একটি রোগ। এর উপসর্গের মধ্যে রয়েছে পায়খানার সময় রক্তপাত, মলদ্বারে ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা, মলদ্বার ফুলে যাওয়া, কারও ক্ষেত্রে চুলকানি। শক্ত পায়খানা প্রায় সকলেরই হয়।

চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ওষুধ, ইনজেকশন, রাবার ব্যান্ডিং এবং অপারেশন। বহুলপ্রচলিত কেটে অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে ঘা শুকোতে অনেকটাই সময় লাগে, ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে যায় অনেক দিন। অস্ত্রোপচারের সময় প্রচুর রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া অস্ত্রোপচারের পর লম্বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এজন্য অনেকে এখন কেটে অস্ত্রোপচারের বদলে লেসার অস্ত্রোপচারের দিকে ঝুঁকছেন।

কী এই লেসার অপারেশন

লেসার সার্জারি হল এক বিশেষ ধরনের অস্ত্রোপচার, যেখানে প্রচলিত কাটাছেঁড়ার বদলে বিশেষ আলোকরশ্মি ব্যবহার করে অস্ত্রোপচার করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের লেসার

বিভিন্ন ধরনের লেসারের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড লেসার, ডায়োড লেসার, আর্গন লেসার, এনডি:ওয়াইএজি লেসার উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে অর্শ ছাড়াও চোখের বিভিন্ন অস্ত্রোপচার, ত্বক, গাইনিকলজি, ভেরিকোজ ভেন, লাইপোসাকশন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে লেসার বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রোক্টোলজিতে লেসার

প্রোক্টোলজিতে অর্শ, ফিশ্চুলা, ফিসার, পাইলোনিডাল সাইনাস, পলিপ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা হয়। এক্ষেত্রে ডায়োড লেসার ব্যবহার করা হয়। তিনটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে ১৪৭০ ন্যানোমিটার ব্যবহৃত হয় অর্শের চিকিৎসায়। উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে – এন্ডোলেসার অ্যাব্লেশন, সারফেস লেসার অ্যাপ্লিকেশন, টোটাল হেমোরয়েডোপ্লাস্টি এবং টোটাল লেসার হেমোরয়েডেক্টমি। সহজভাবে বললে, সামান্য একটি ছিদ্র করে লেসার ফাইবারটি প্রবেশ করানো হয় অর্শের (পাইল মাস) মধ্যে। পালসড মোডে এক-একটি পাইল মাসে ২৫০ জুল পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব। লেসার রশ্মি প্রয়োগের ফলে অর্শের ভিতর কোয়াগুলেশন এবং শ্রিঙ্কেজ শুরু হয়। তৎক্ষণাৎ অর্শটি ছোট হতে শুরু করে, রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। তবে অর্শটি সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে কিছুদিন সময় লাগে। লেসার যন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা, এর প্রেসিশন, অর্থাৎ যতটুকু জায়গায় দরকার ঠিক ততটুকু জায়গায় সেটি কাজ করবে। এতে অন্য সুস্থ স্বাভাবিক টিস্যু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে মলদ্বারের স্বাভাবিক কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অসাড়ে মলত্যাগ হয়ে যাওয়ার (ফিক্যাল ইনকন্টিন্যান্স) ভয় থাকে না।

লেসার কতটা নিরাপদ

সঠিকভাবে ব্যবহারে লেসার রশ্মি সম্পূর্ণ নিরাপদ। ডায়োড লেসার ব্যবহারের সময় বিশেষভাবে নির্মিত চশমা পরতে হয় সার্জনকে। রোগীর চোখ ঢেকে রাখতে বলা হয়। বিভিন্ন সায়েন্টিফিক স্টাডিতেও (সিস্টেম্যাটিক রিভিউ এবং মেটা অ্যানালাইসিস) প্রমাণিত হয়েছে লেসার রশ্মি নিরাপদ এবং কার্যকরী।

লেসারের সুবিধা-অসুবিধা

লেসারের প্রধান সুবিধা কাটাছেঁড়া করতে হয় না, ছিদ্রের মাধ্যমে অস্ত্রোপচার হয়ে যায়। তাই এতে ব্যথা-যন্ত্রণা অনেক কম হয়। রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে অনেক কম। অস্ত্রোপচার পরবর্তী জটিলতার সম্ভাবনাও থাকে কম। ঘা তাড়াতাড়ি শুকোয়, বেশিদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। রোগী দ্রুত কাজে যোগদান করতে পারেন। আর অসুবিধা বলতে, লেসার যন্ত্র দামি হওয়ায় এই অস্ত্রোপচার খরচসাপেক্ষ।

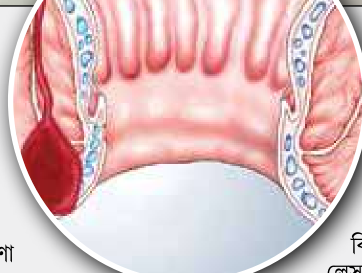

লেসারই ভবিষ্যৎ

ল্যাপারোস্কোপি বা মাইক্রো সার্জারি আসার আগে সব অপারেশন কেটে হত। মাইক্রো সার্জারি আসার পর শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে ঘটে গেল বিপ্লব। মাইক্রো সার্জারির মতোই লেসারে রয়েছে সবরকম সুযোগসুবিধা।

অনেকে সচেতনতার অভাবে অর্শে লেসার চিকিৎসা করান না। আবার অনেকের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় লেসার চিকিৎসার খরচ।

যত দ্রুত লেসার চিকিৎসা মানুষের সাধ্যের মধ্যে আনা যাবে, তত আরও বেশি করে মানুষ প্রযুক্তির এই উদ্ভাবনা থেকে উপকৃত হবেন।

কোন বয়সে কতক্ষণ হাঁটবেন

বিভিন্ন শরীরচর্চার মধ্যে সবথেকে সহজ হাঁটা এবং এটি সবথেকে কার্যকরী পদ্ধতিও। হাঁটলে কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য থেকে মানসিক স্বাস্থ্য সবই ভালো থাকে। প্রতিদিন অল্প সময় হাঁটলেও তা শরীরের উপকার করে। তবে বয়স অনুযায়ী ঠিক কতক্ষণ হাঁটলে তা শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে সেটা জানা জরুরি।

১৮-৩০ বছর : অল্প বয়সে সাধারণত মানুষের পেশিতে শক্তি থাকে বেশি। এ সময় হাঁটার গতিও থাকে ভালো। এই বয়সে নিয়ম মেনে ৩০-৬০ মিনিট হাঁটলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সঙ্গে স্ট্রেসও কমে। তাই আপনার বয়স ১৮-৩০-এর মধ্যে হলে নিয়ম করে প্রতিদিন অন্তত আধ ঘণ্টা হাঁটার চেষ্টা করুন।

৩১-৫০ বছর : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশির শক্তি কমে যায়। তাই বয়স ৩০ বছরের বেশি হলে হাঁটার সময় একটু কমাতে পারেন। এই বয়সে ৪৫ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন। একান্তই হাঁটার সময় না পেলে এবং সুযোগ থাকলে নিয়মিত হেঁটে অফিস যেতে পারেন। এছাড়া প্রতিদিন লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে ওঠানামা করুন।

৫১-৬৫ বছর : এই মধ্য বয়সে শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। পেশির শক্তি কমে যায় এবং বিপাক প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যায়। এই বয়সে সর্বোচ্চ ৪০ মিনিট হাঁটাই যথেষ্ট। তবে নিয়মিত অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটলে শরীরের হাড় সুস্থ থাকবে। চেষ্টা করুন এই বয়সে প্রতিদিন ৩০-৪০ মিনিট হাঁটতে।

৬৬-৭৫ বছর : এই বয়সে কেউ ধীরে ধীরে ২০-৩০ মিনিট হাঁটলে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকবে। বাঁচা যাবে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ থেকে। এই বয়সে ভুলে যাওয়ার সমস্যাও দেখা দেয়। একটু হাঁটাচলা করলে এমন সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। টানা ৩০ মিনিট হাঁটতে না পারলে ১৫ মিনিট করে দু'বারে হাঁটার অভ্যাস করুন। এছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে প্রতিদিন একটু হাঁটতে পারেন। তাতে বার্ধক্যজনিত সমস্যা অনেকটাই কমবে।

৭৫ বছরের ঊর্ধ্বে এবং অশীতিপর : এই বয়সে হাঁটাচলা করা একটু মুশকিলই বটে, তবে ধীরে ধীরে ২০ মিনিট হাঁটলে অনেক উপকার পাবেন। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাঁটা উপকারী। তবে সতর্ক হয়ে হাঁটবেন। হাঁটতে হবে সমতল রাস্তায়। সেই জুতোই পরবেন, যেটা পরে হাঁটতে সুবিধা হয়। যাঁদের মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে তাঁরা ওয়াকার বা এই ধরনের কিছু ব্যবহার করতে পারেন। হাঁটাচলা করলে মেজাজ খিটখিটে থাকে না। সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

মনে রাখবেন

দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধ করতে এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে প্রতিদিন কমপক্ষে আধঘণ্টা হাঁটতেই হবে। তবে বয়স ও শরীরের ফিটনেসের ওপর ভিত্তি করে হাঁটার সময় পরিবর্তন করতে হতে পারে। একদিন হেঁটে চারদিন না হাঁটলে চলবে না। নিয়মমতো প্রতিদিন হাঁটার চেষ্টা করুন। তাতে সামগ্রিকভাবে আপনি সুস্থ থাকবেন।

প্রস্রাবে যখন নিয়ন্ত্রণ থাকে না

মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে একটি স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স। অর্থাৎ প্রস্রাবের নিয়ন্ত্রণ হারানো। সাধারণত ৪০-৫০ বছর বয়সি মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। বয়সকালে ইস্ট্রোজেন নামক এক হরমোন কমার জন্য এটি হয় বলে ধারণা করা হয়। যেসব মায়েরা অনেকবার সন্তান প্রসব করেছেন বা যাঁদের অস্ত্রোপচার করে জরায়ু বাদ দেওয়া হয়েছে, প্রস্রাবের রাস্তায় বাধাজনিত সমস্যা আছে, তাঁদের সমস্যাটা বেশি পরিমাণে দেখা যায়। লিখেছেন শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের কনসালট্যান্ট ইউরোলজিস্ট **ডাঃ কিশোর রায়**

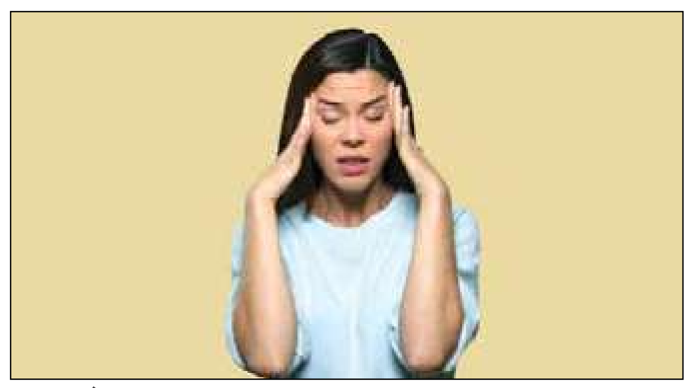

স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স নির্ধারণের সময় প্রধানত জোর দেওয়া হয় রোগীর সমস্যার গভীরতার ওপর। কারণ, এক্ষেত্রে কাশি বা হাঁচির সময় ছাড়াও এমনি একটু একটু করে প্রস্রাব বেরিয়ে যায়। এই সমস্যা দিন-দিন বেড়েই চলে। এমনও হয় যে, মন খুলে হাসলেও প্রস্রাব বেরিয়ে যায়।

তাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করাটাই প্রধান কাজ হয়ে থাকে। সমস্যাটা কবে থেকে হয়েছে, পরিমাণ কত - এসব নির্ণয় করা খুব জরুরি।

এক্ষেত্রে অনেক সময় শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু টেস্টও করতে হতে পারে। যেমন, প্রস্রাবের পরীক্ষা বা আল্ট্রাসনোগ্রাফি। ব্যয়সাপেক্ষ কোনও টেস্ট করতে হয় না। তবে কেউ যদি এক বা দু'দিনের জন্য একটি ডায়েরিতে লিখে রাখেন যে, কতবার, কত পরিমাণ প্রস্রাব হল, তাতে চিকিৎসক আরও ভালো বুঝতে পারবেন। এতে চিকিৎসা নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হয়।

স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্সের সঙ্গে সাধারণত আরও একটি সমস্যা যুক্ত থাকে, সেটি হল আর্জ ইনকন্টিনেন্স। এটি হল, যখন আপনার কোনও সময়ে মনে হয় প্রস্রাব পেয়েছে, তো তৎক্ষণাৎ যেতে হবে, না হলে এখানেই হয়ে যাবে। আবার অনেক সময় সমস্যাটা বেড়ে গেলে, বাথরুমে যাওয়ার আগেই প্রস্রাব হয়ে গেল, এমনটাও হতে পারে। যদিও দুটি সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন, কিন্তু এদের একই মুদ্রার দুই পিঠও বলা যেতে পারে।

যাই হোক, স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স সমস্যাটা স্বল্পমেয়াদি। প্রস্রাব নির্গমনের পরিমাণটা কম। সেক্ষেত্রে এক ধরনের শারীরিক ব্যায়াম করলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। এধরনের ব্যায়ামের মূল উদ্দেশ্য, জরায়ু বা তার আশপাশে অবস্থিত পেশিগুলোকে শক্তিশালী করা এবং প্রস্রাবের নির্গমন রোধ করা।

যদি এভাবে সমস্যার উন্নতি না হয় কিংবা সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি বা প্রস্রাব নির্গমনের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে, তবে তাঁদের জন্য শল্যচিকিৎসা করা যেতে পারে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে শল্যচিকিৎসা নিখুঁত থেকে নিখুঁততর হয়ে উঠেছে। জটিল থেকে জটিলতর শল্যচিকিৎসা হয়ে উঠেছে সাধারণ এবং সহজলভ্য।

ছোট তারা

শিলিগুড়ি গার্লস প্রাইমারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির মেধাবী পড়ুয়া পরমা সূত্রধর নৃত্যেও পারদর্শী। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতে নিয়েছে সে।

বইমেলায় অঙ্ক, আঁকা প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ভিড় কম থাকায় শনিবার প্রথম দিনে তাল কেটেছিল ১৪তম শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলার। রবিবার অবশ্য প্রথমদিকে কচিকাঁচাদের ভিড় লক্ষ করা গেল মেলায়। তবে সেটা মূলত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনের কারণে। বুকস্টলগুলিতে সেভাবে ভিড় দেখা গেল না।

এদিন মেলায় স্কুল পড়ুয়াদের জন্য হাতের লেখা, অঙ্ক এবং আঁকা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী জানিয়েছেন, হাতের লেখা ও অঙ্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও চারটি বিভাগে আঁকা প্রতিযোগিতা হয়েছে।

সোমবার বিকেল চারটে থেকে বইমেলায় একটি আলোচনা সভা হবে। আলোচনার বিষয়- ভাষা সন্ত্রাস : সম্পর্ক ও সম্প্রীতির ভাষার মূল্যায়ন-অবমূল্যায়ন।

পাড়ায় সমাধান

ইসলামপুর, ১ ডিসেম্বর : ইসলামপুর পুলিশের উদ্যোগে শুরু হয়েছে পাড়ায় সমাধান। পুলিশ জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে গিয়ে মানুষের সমস্যার সমাধান করছেন পুলিশকর্তারা। রবিবার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলঞ্চায় পুলিশের 'থানাতেও আছি, পাড়াতেও আছি' কর্মসূচি পালিত হয়। ছিলেন ইসলামপুরের ডিএসপি সোমশুভ্র কাপ্রি, থানার আইসি হীরক বিশ্বাস প্রমুখ।

ডিএসপি জানান, সুপারের নির্দেশে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে মানুষের সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে। জেলাজুড়ে এই কর্মসূচি চলছে। এ সময় পুলিশের কাজ নিয়েও বেশকিছু বিষয় উঠে আসছে। সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। স্থানীয় সমস্যা সহ বহু অভিযোগ আসছে। সেগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আরও মজবুত করতেই এই উদ্যোগ। পুলিশের এ কাজে গ্রামবাসীরাও যথেষ্টই খুশি।

২২ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন স্ট্রিটে তালাবন্ধ 'শৈশবের খোঁজ' (বাঁদিকে)। বাইরে আড্ডা প্রবীণদের। রবিবার।

প্রবীণদের পার্কে উপেক্ষিত তাঁরাই

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : পার্কের গেটে লাগানো বোর্ডে বড় বড় করে লেখা, 'সিনিয়ার সিটিজেন পার্ক'। অথচ ঠিক উলটোদিকে বসে গল্পে মশগুল কয়েকজন প্রবীণ। এমন ছবি কেন? কারণ, ওই পার্কে ঢোকাই সম্ভব নয়। গেটে ঝুলছে বড় তালা। বাধ্য হয়ে তাই বাইরে বসে সময় কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। স্থানীয় প্রবীণ সাধন পালের কথায়, 'পার্কটির যখন উদ্বোধন হল, তখন ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বন্ধুরা এসে গল্প করব। আড্ডা দেব। সেসব আর হল কই। উলটোদিকে কংক্রিটের তৈরি একটি বসার জায়গা রয়েছে, সেখানে সবাই মিলে বসে সময় কাটাই।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন স্ট্রিটে অবস্থিত পার্কটির নাম 'শৈশবের খোঁজ'। ২০২১ সালে তৎকালীন বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য উদ্বোধন করেছিলেন। ওয়ার্ডের প্রবীণরা অবশ্য আফসোসের সুরে জানালেন, ভেতরে বসে শৈশবের খোঁজ তাঁরা কখনও করতে পারেননি। উদ্বোধনের পর কিছুদিন একজন মাঝেমধ্যে এসে উদ্যানটি সাফাই করে দিয়ে যেতেন। তবে তখন ভেতরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। এখনও নেই।

পুরনিগমে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। পরিস্থিতি অবশ্য বদলায়নি। পার্কের দরজা আজও বন্ধ। ভেতরে পোকামাকড়ের বাস।

সাধনের পাশে বসেছিলেন আশি ছুঁইছুঁই রথীন সরকার। বললেন, 'আমাদের বয়স হয়েছে, ইচ্ছে হলেই তো আর এদিক-সেদিক যেতে পারি না। পাড়ায় কিছু বন্ধুবান্ধব রয়েছে, তাঁদের সঙ্গে একটা জায়গায় বসে গল্পগুজব করি। সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিই। পার্কটি উদ্বোধন হওয়ায় ভেবেছিলাম, আড্ডার জন্য উপযুক্ত জায়গা তৈরি হল। অথচ আমাদের জন্য দরজা বন্ধই রয়ে গেল। যখন খোলাই হবে না, তখন এতগুলো সরকারি টাকা খরচের কী মানে?' সাধন, রথীনের মতো মন খারাপ রূপক দে, আশিস সরকার, স্বপন দেবনাথের মতো আরও অনেকের।

> **দরজায় তালা**
>
> - উদ্বোধনের পর পার্কের দরজা খোলেনি জনসাধারণের জন্য
> - ভেতরে আগাছা, পোকামাকড়ের বাস
> - পার্কের উলটোদিকে বসে আড্ডা দেন প্রবীণরা
> - স্থানীয় কাউন্সিলারের দাবি, পুরনিগমে জানিয়েও সুরাহা মেলেনি
> - মেয়র পারিষদের যুক্তি, তাঁকে জানালে এতদিনে সমাধান করে দিতেন

এব্যাপারে ওয়ার্ড কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকারকে প্রশ্ন করা হলে বলেন, 'পার্কে আলো নেই, পরিচর্যা করার কোনও লোক নেই। সামান্য পরিষেবাটুকু দিতে পারছে না পুরনিগম। অনেকবার আমি এব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তারা পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। ভেতরটা আগাছায় ভরে গিয়েছে। আমি মাঝেমধ্যে অন্য পার্ক সাফাইয়ের লোককে নিয়ে এসে এটা পরিষ্কার করাই।'

যদিও অন্য সুর শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যানপালন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায়ের। তিনি যুক্তি দিচ্ছেন, 'ওয়ার্ড কাউন্সিলার পুরনিগমের কাকে এই সমস্যার কথা জানিয়েছেন, জানি না। তবে আমাকে কিছু বলেননি। পার্ক নিয়ে অসুবিধে হলে আমার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। তিনি সেটা করলে এতদিনে প্রবীণ নাগরিকদের পার্কের বাইরে বসতে হত না। ভেতরে ব্যবস্থা হয়ে যেত।' খুব তাড়াতাড়ি ওই উদ্যানের হাল ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন সিক্তা।

ভাঙা রাস্তায় ধুলোয় ঢাকে পাশের দোকান

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : বহুবছর ধরে তিনবাত্তি মোড় থেকে এনজেপি যাওয়ার পথে ব্যস্ত রাস্তাটির বেশ কিছুটা অংশের বেহাল অবস্থা। ভাঙাচোরা পথ দিয়ে দ্রুতগতিতে যাতায়াত করে ছোট-বড় গাড়ি। ধুলো থেকে রেহাই পেতে রাস্তার পাশের দোকানদাররা সামনে প্লাস্টিক ঝুলিয়ে রাখছেন। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভুগছেন পথচারীরা।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পাশাপাশি ওই রুট দিয়ে এনজেপি রেল হাসপাতাল, এনজেপি পুলিশ স্টেশনে যেতে হয়। রাস্তার পাশেই স্টেশনারি দোকান উত্তমকুমার সিনহার। তাঁর কথায়, 'দোকান খোলা থেকে বন্ধ করা অবধি প্লাস্টিকের স্বচ্ছ পর্দা ঝুলিয়ে রাখি। সেটা না করলে সমস্ত সামগ্রীর ওপর ধুলো জমে যায়। সারাদিন চারপাশ পরিষ্কার করতে করতে নাজেহাল হয়ে পড়ি। ওই পর্দা ব্যবহার করেও পুরো স্বস্তি মেলে না, ওপরে এমনভাবে ধুলো জমে যায় যে, বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই ঠিকমতো দেখা যায় না।' ঠেলাগাড়িতে চা বিক্রি করেন ভোলা আর মিনু সাহা। তাঁদের কথায়, 'রাস্তার ধুলোর কারণে খদ্দের কমছে। অন্যত্র দোকান নিয়ে যাওয়ার অবস্থা নেই। এত গুরুত্বপূর্ণ রুট, অথচ প্রশাসন কেন উদাসীন, জানি না। নাক-মুখ দিয়ে ধুলোবালি ঢুকলে অসুখ হবে।'

> **তিনবাত্তি মোড় থেকে এনজেপি**

রেলের তরফে রাস্তাটির দেখভাল করা হলেও অবস্থান শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝবরাবর। মেরামতের আশ্বাস দিচ্ছে পুরনিগম। এব্যাপারে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, '২০১৫ সাল থেকে বেহাল দশা। সংস্কারের জন্য রেলকে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাতে কর্ণপাত করেনি কর্তৃপক্ষ। পুরনিগম হাল ফেরাতে চাইছে। রেলকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। রেলের তরফে সাড়া মিললে দ্রুত রাস্তাটি তৈরি করে দেব।'

মানসিকতার বদল চাই শহরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে নারী নিরাপত্তার দাবিতে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি পথে নেমেছিলেন শিলিগুড়ির মহিলারা। তারপরেও নারী নির্যাতনে লাগাম পরানো যায়নি। গত মঙ্গলবার রাতে প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে হেনস্তা করা হয় এক মহিলাকে। শহরের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখোমুখি। তিনদিন পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঠিকই, তবে সাধারণের সুরক্ষার স্বার্থে আরও কড়াকড়ির দাবি জানাচ্ছেন শহরবাসী। অনেকে আবার বলছেন, শুধু নজরদারি নয়, প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। নয়তো পরিস্থিতি বদলাবে না। তাঁরা এও মনে করেন, সমাজের প্রতিটা স্তরে নারী নিরাপত্তা নিয়ে গভীর আলোচনা দরকার।

এতটাই পাশবিক?

প্রধাননগর এলাকার চম্পাসারি মোড় থেকে বাড়ি পর্যন্ত লিফটের নাম করে এক মহিলাকে ওঠানোর চেষ্টা এবং রাজি না হওয়ায় এমন পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অত্যুহা বাগচী। বলছেন, 'পুরো ঘটনা শোনার পর থেকে আমার প্রচণ্ড ভয় লাগছে। রাতবিরেতে আমার সন্তানও টিউশন শেষে বাড়ি ফেরে।' প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন অত্যুহা, 'শহর শিলিগুড়ি কি এতটাই পাশবিক হয়ে গিয়েছে?'

সমাজ বদলাতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, মনে করেন তিনি। বললেন, 'শিক্ষাদানে কোথায় খামতি থাকছে, সেটা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নইলে সমাজে বিকৃত মানসিকতার মানুষের বিচরণ বাড়বে।'

খোঁজ রাখেন কেউ?

লেখক সেবন্তী ঘোষ বলছিলেন, 'আসলে শহরটা অনেক বড়। ল' অ্যান্ড অর্ডারের দিকটি যেভাবে দেখা প্রয়োজন, সেটা কিন্তু দেখা হচ্ছে না। অচেনা মুখের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেউ কি সেসবের খোঁজ রাখেন?'

প্রতীকী ছবি। -এআই

আশঙ্কা থাকে

পেশায় বেসরকারি সংস্থার কর্মী অদিতি দাস আশঙ্কিত। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'আমরা এখন ফ্ল্যাটে থাকি। কে কখন পাশের বাড়িতে আসছেন, যাচ্ছেন- কিছুই জানি না। কে কেমন মানসিকতার, সে ব্যাপারে আমাদের তো কোনও ধারণা নেই। তাই সবসময় মনের মধ্যে আশঙ্কা থাকে।'

তিন বিষয়

এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে মত সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সুতপা সাহার। বললেন, 'বিকৃত মানসিকতা, নাগরিক ভূমিকা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, তিনটে দিক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে মেন্টাল থেরাপিটাও ভীষণ প্রয়োজন।'

স্পেশাল রিপোর্ট

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানিয়েছেন, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলাগুলো পুলিশ স্পেশাল রিপোর্ট হিসেবে দেখছে। নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দিচ্ছেন তাঁরা।

ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা দাবি ইসলামপুরে

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১ ডিসেম্বর : ফেসবুকে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণাচক্র সক্রিয় ইসলামপুরে। সম্প্রতি শহরের কয়েকজন শিক্ষক সাইবার প্রতারকদের টার্গেট হয়েছেন বলে অভিযোগ। সাইবার থানায় এই সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি অভিযোগ জমা পড়েছে গত কয়েকমাসে। এমনকি পুলিশকর্মীরাও প্রতারকদের থেকে রেহাই পাচ্ছেন না বলে দাবি পুলিশ আধিকারিকের।

'আমার নামে একটি নকল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা চাওয়া হচ্ছে। আমি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে, আমি নতুন কোনও অ্যাকাউন্ট খুলিনি। সবাই সতর্ক থাকবেন'- এমন সতর্কবার্তা মাঝেমধ্যে ভেসে উঠছে সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়ালে। বেশিরভাগই পোস্ট করছেন শিক্ষকরা। তাঁদের দাবি, ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলার পর মেসেঞ্জারে নানা সমস্যার কথা বলে কেউ বা কারা পরিচিতদের কাছ থেকে টাকা চাইছেন।

এপ্রসঙ্গে ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানার আইসি দুলালচন্দ্র রায় বলছেন, 'এমন অভিযোগ প্রায়দিনই আমাদের কাছে আসছে। শুধু শিক্ষক নন, আরও বহু মানুষ, এমনকি পুলিশকর্মীদের সঙ্গে একই ঘটনা ঘটছে। তাই সকলের সচেতন থাকা প্রয়োজন। অভিযোগ জানালে আমরা ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে ভুয়ো অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করার আবেদন জানাই। দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়।'

সাইবার থানার আধিকারিকদের অনুরোধ, সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন মেসেজ এলে তাঁরা যাতে প্রথমেই টাকা না দেন। সরাসরি পরিচিতকে ফোন করে এর সত্যতা যাচাইয়ের পর পরবর্তী পদক্ষেপ করতে হবে। নয়তো তাঁরা সাইবার প্রতারণার শিকার হয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক তথা স্থানীয় হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হিমাংশু সরকারের ব্যাখ্যায়, 'নভেম্বরে ফেসবুকে আমার নামে পরপর দুটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। সেটা ব্যবহার করে আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়। ওঁরা আমাকে মেসেজের স্ক্রিনশট পাঠালে বিষয়টি জানতে পারি। আমি তাঁদের সাবধান করে দিই সঙ্গে সঙ্গে। পাশাপাশি ইসলামপুর সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই এবং আসল অ্যাকাউন্টে সতর্কবার্তা লিখি বাকিদের জন্য। আমার মতো বহু শিক্ষক এমন ঘটনার সাক্ষী।'

> এমন অভিযোগ প্রায়দিনই আমাদের কাছে আসছে। শুধু শিক্ষক নন, আরও বহু মানুষ, এমনকি পুলিশকর্মীদের সঙ্গে একই ঘটনা ঘটছে। তাই সকলের সচেতন থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অভিযোগ জানালে আমরা ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে ভুয়ো অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করার আবেদন জানাই। দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে সেটা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়।
>
> **-দুলালচন্দ্র রায়,** *আইসি, ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানা*

পরীক্ষিৎ ঘোষ নামে আরেক হাইস্কুলের শিক্ষকের দাবি, তিনিও সাইবার প্রতারণার শিকার। বিষয়টি জানতে পেরে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পরীক্ষিতের কথায়, 'সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম বিভাগের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আপনার সঙ্গে, আপনার পাশে

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

শিলিগুড়ি : 0353-2524722, 9064849096, 9832666640, 9832647285, জলপাইগুড়ি : 9641289636, 7407459402, আলিপুরদুয়ার : 9883550805, 8101011026, কোচবিহার : 9883550805, 9832464064, বালুরঘাট : 9126260663, মালদা : 9800585950, কলকাতা : 033-22101201, 9073204040

এছাড়াও যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্রে

শিলিগুড়ি

পাইওনিয়ার অ্যাড এজেন্সি
হিলকার্ট রোড
(বিষ্ণু হোমিও হলের পাশে)
মোবাইল-9434197660

এম পাল অ্যাডভার্টাইজিং
আলুপট্টি হিলকার্ট রোড
মোবাইল-9434327091

ক্রিয়েটিভ অ্যাডস
রমাপদ ভবন, হিলকার্ট রোড
মোবাইল-9832015280

করোনেশন অ্যাডস
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
হাকিমপাড়া
মোবাইল-9933050698

অ্যাকটিভ অ্যাডস
বিপিন পাল সরণি, কলেজপাড়া
মোবাইল-9434757749

দ্য অ্যাডওয়ার্ল্ড
বিরতি হাউস, চিলড্রেন পার্ক
আশুতোষ মুখার্জি রোড
মোবাইল-9434048535

সম্বন্ধ পি আর
সি-৪, গোপাল ভবন (৩য় তল)
চার্চ রোড
মোবাইল-9832091681,
9832014979

অ্যাড ফেয়ার
পানিট্যাঙ্কি মোড়, সেবক রোড
মোবাইল-9832366337,
9547047194

কেয়া মিত্র
ক্ষুদিরামপল্লি
মোবাইল-9800690085

অ্যাড ম্যান
মা সন্তোষী রোড, সন্তোষীনগর
মোবাইল-9932013315

নেহা অ্যাড এজেন্সি
৩, রাসবিহারী সরণি,
চিলড্রেন পার্কের নিকট
মোবাইল-9232731429,
9832057734

রায় এজেন্সি
চয়ন পাড়া, ইস্টার্ন বাইপাস,
ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা রোড
মোবাইল-9832096757,
9434328283

বিউটি ভার্মা
আগমনি অ্যাপার্টমেন্ট
বিএম সরণি, মহানন্দাপাড়া
মোবাইল-9832064969

সবিতা সাহা অ্যাড এজেন্সি
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, সংহতি
মোড়ের নিকটে, রবীন্দ্র সরণি
মোবাইল-9832011166,
9126240044

এম আর অ্যাডস
হরেন মুখার্জি রোড
মোবাইল-9832433703,
9434831541

অ্যাড ইন্ডিয়া
রবীন্দ্রনগর ও প্রধাননগর
মোবাইল- 9641388508,
9475453357

গৌরী অ্যাডভার্টাইজিং
মহানন্দাপাড়া,
চন্দ পার্ক, শিলিগুড়ি
মোবাইল-9832589156,
9932916733

নকশালবাড়ি

অঞ্জলি বাগচী
নকশালবাড়ি অ্যাড সেন্টার,
স্টেশনপাড়া
মোবাইল-9232685332

মেডিকেল মোড়

কে দেব রায়
মেডিকেল মোড়, শুশ্রুতনগর
মোবাইল-8509416186

খড়িবাড়ি

সুদীপ্তা ভাদুড়ি (দাস)
খড়িবাড়ি, জেলা : দার্জিলিং
মোবাইল-9434877648,
9851730161

ইসলামপুর

জি নন্দী
গুঞ্জন অ্যাডভার্টাইজিং
পুরাতন বাসস্ট্যান্ড,
(গঙ্গা স্টোর্স)
মোবাইল-9593953157

শিবমন্দির

মিথিলেশ মজুমদার
আশীর্বাদ কমিউনিকেশন,
শিবমন্দির বাসস্ট্যান্ড
মোবাইল-7384452025

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কামরাঙ্গাগুড়ির রাস্তায় গজরাজ। রবিবার।

উত্তরকন্যার কাছে দুয়ারে দাঁতাল

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১ ডিসেম্বর : রবিবার ভোর থেকে প্রায় সারাদিন বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ থেকে কার্সিয়াং বন বিভাগের আওতায় থাকা বিভিন্ন এলাকা দাপিয়ে বেড়াল একটি দাঁতাল। বন দপ্তর সূত্রের খবর, শনিবার রাতে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাতিটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এদিন কামরাঙ্গাগুড়ি, গোঁসাইপুর, তারাবাড়ি, চণ্ডালজোত, লালমনজোত, ফয়রানিজোত, বড় রাজাঝাড় এলাকা দাপিয়ে বেড়ায়। রাতে দেওয়াল ভেঙে বাগডোগরা এয়ারফোর্সের সীমানায় ঢুকে পড়ে দাঁতালটি।

লোকালয়ে হাতি ঢোকার খবর পেয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের বেশ কয়েকটি রেঞ্জের আধিকারিক ও কর্মীরা বুনোটির গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলেন। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়ার বক্তব্য, 'শনিবার রাতে বৈকুণ্ঠপুর বন থেকে পথ ভুলে হাতিটি এদিকে চলে আসে।' সন্ধ্যার পর দাঁতালটিকে বনে ফেরানোর চেষ্টা শুরু হলে সেটি চণ্ডালজোত হয়ে পুঁটিমারিতে ঢুকে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন ভোরে উত্তরকন্যার উলটোদিকে কামরাঙ্গাগুড়িতে কয়েকজন বাসিন্দা হাতিটিকে দেখতে পান। জাহানারা নামে স্থানীয় এক মহিলা বললেন, 'রাত তিনটে নাগাদ কুকুর খুব চিৎকার করছিল। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি, দরজার কাছে হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে।' ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল জাহানারার। সকালে এলাকায় গজরাজের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন মহম্মদ রূপাইল, মহম্মদ আরিফের মতো অনেকে। হাতি দেখতে এদিন ভিড় জমিয়েছিল বহু মানুষ। এখবর লেখা পর্যন্ত হাতিটি এয়ারফোর্সের সীমানার ভেতর রয়েছে।

কোটির প্রতারণা

প্রথম পাতার পর

পরবর্তীতে চাপে পড়ে পুলিশ অভিযোগ নিয়েছে।' শুধু শক্তিগড় ও শীতলাপাড়া এলাকা থেকে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ির অন্য এলাকা মিলিয়ে প্রতারণার অঙ্ক ৯ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রতারিতরা।

ঐশ্বর্যের এই কর্মকাণ্ড শুরু হয় প্রায় ১৮ বছর আগে। বিভিন্ন সময় নানাভাবে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করাই ছিল ঐশ্বর্যের কাজ। শীতলাপাড়ার এক তরুণের নামে কিস্তিতে বাইক কেনেন তিনি। কিন্তু সেই বাইক আর তরুণের হাতে পৌঁছায়নি। একই ঘটনা ঘটেছে আরও অনেকের সঙ্গে। কারও নামে ল্যাপটপ, কারও নামে ডিজিটাল নোটবুক সহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক বস্তুও কিনেছিলেন ঐশ্বর্য। একইভাবে শক্তিগড়, শীতলাপাড়ার প্রায় ২০-২৫ জন মহিলা গয়না বন্ধক রেখে ঐশ্বর্যকে টাকা এনে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। সেই টাকার বদলে সুদ দেওয়ার কথা ঐশ্বর্যের। কিন্তু 'সুদ দূরের কথা, বর্তমানে আসল পাব কি না জানি না', বলছিলেন শক্তিগড়ের অন্য এক বাসিন্দা। ঐশ্বর্যের এই কাজে মাস্টারমাইন্ড আসলে অঙ্কিতই। বিভিন্নভাবে কথার মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করার কাজটা তাঁরই ছিল, বক্তব্য অনেকের।

এনজেপি থানার এক পুলিশ আধিকারিকের সাফাই, 'যাঁরা টাকা দিয়েছেন তাঁদের অনেকেরই সুদের লোভ ছিল। যথেষ্ট নথি প্রমাণ নেই অনেকের কাছেই। সঠিক প্রমাণ না পেলে তো আর কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।' যদিও পুলিশের সাফাই মানতে নারাজ প্রতারিতরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অর্চনা, ধীরাজ, বনা, লক্ষ্মীরা ক্রমাগত পুলিশের ওপর মহল ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের মদত চাইতে থাকেন। ঘটনায় বিভিন্ন মহল থেকে পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। এরপরই একপ্রকার বাধ্য হয়ে ঐশ্বর্য ও অঙ্কিতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিন্ডে-পুত্র কি উপমুখ্যমন্ত্রী, জল্পনা

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি তিনি পাচ্ছেন না ধরে নিয়ে এবার ছেলেকেই তুরুপের তাস করলেন একনাথ শিন্ডে। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে জোর জল্পনা চলছে, নতুন মহাযুতি সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে শ্রীকান্ত শিন্ডে। কল্যাণ লোকসভা কেন্দ্রের দু-বারের সাংসদকে এর আগে কেন্দ্রে মন্ত্রী করার কথাও চলছিল। কিন্তু বিজেপি দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে মুখ্যমন্ত্রী করার ব্যাপারে একপ্রকার অনড় থাকায় শেষমেশ ছেলেকে রাজ্য রাজনীতিতে আনতে চাইছেন শিন্ডে। তার বদলে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে পারেন। সোমবার মহাযুতির একটি বৈঠক রয়েছে। তার আগে রবিবার কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রীকে মহাযুতি সরকার গঠনের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়। জবাবে তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। অনেকে অনেক কিছু বলছেন। আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গেও আলোচনা করেছি। মুম্বইয়ে আমি, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং অজিত পাওয়ার আরও একটি আলোচনায় বসব।'

সাধারণ সভা

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : সরকারি ব্যাংকে অফিসার সহ অন্য কর্মী নিয়োগ, ওল্ড পেনশন স্কিম চালু সহ একাধিক দাবি উঠল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসারস অ্যাসোসিয়েশনের (বেঙ্গল সার্কেল) শিলিগুড়ি মডিউলের সভায়। রবিবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে সংগঠনের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে। সেখানে সিকিম সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আধিকারিকরা উপস্থিত হন। তাঁদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া স্টেট ব্যাংক অফিসারস ফেডারেশন এবং অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসারস কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রূপম রায়। সভা শেষে এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়, সেখানে ছিলেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসারস অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল সার্কেলের সাধারণ সম্পাদক শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, চিফ রিজিওনাল সেক্রেটারি শিলিগুড়ি মডিউল অরিত্র সাহা সহ অন্যরা। শুভজ্যোতি বলেন, 'ব্যাংকগুলিতে শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না, সরকারি ব্যাংকগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কর্মীর অভাবে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বারবার বলার পরও চালু হচ্ছে না ওল্ড পেনশন স্কিম। দাবি পূরণ না হলে আমরা আন্দোলনে নামব।'

গয়না ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : বন্দুক দেখিয়ে ব্যবসায়ীর থেকে সোনা, রুপোর গয়না ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল। রবিবার বেলা দশটা নাগাদ কিশনগঞ্জের বিশুনপুর বাজারে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, এদিন সন্নি আগরওয়াল নামে এক গয়না ব্যবসায়ী বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানে যাচ্ছিলেন। সেই সময় পথে বন্দুক দেখিয়ে তাঁর গয়নাভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যায় বাইক আরোহী তিন দুষ্কৃতী। অন্যদিকে, আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য দুষ্কৃতীরা কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। এতে অজয় কুমার (২২) নামে স্থানীয় এক তরুণ আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করেছে। বিশুনপুর থানার ওসি রঞ্জনকুমার যাদব জানান, স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে আহতকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছে।

আহত ২

কিশনগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : দুই পক্ষের মারপিটে আহত হলেন দুজন। রবিবার রাতে কিশনগঞ্জ শহরের সওদাগরপট্টি রোডে ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের নাম মহম্মদ শাহনওয়াজ ও তাঁর ছেলে মহম্মদ আশিক। খবর পেয়ে সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। আহতদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।

মেহবুবার নিশানায় মোদি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের সুরক্ষায় ঢাকাকে কড়া বার্তা দিয়েছে মোদি সরকার। জবাবে ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে পালটা সরব হয়েছে বাংলাদেশে। এই অবস্থায় মোদি সরকারকে সম্ভাল ইস্যুতে আক্রমণ শানাতে গিয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকেই কার্যত সমর্থন জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। বিজেপিকে বিঁধে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলছে। ভারতেও যদি সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চলে তাহলে দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য কী থাকল? আমি তো ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে কোনও তফাৎ খুঁজে পাচ্ছি না।' মেহবুবা বলেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, ১৯৪৭ সালে পরিস্থিতি যা ছিল আজ আমরা সেই দিকেই চলেছি। তরুণরা কাজ চাইলেও পাচ্ছেন না। আমাদের ভালো হাসপাতাল, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সড়কের ব্যবস্থা ভালো হচ্ছে না। অথচ মন্দিরের খোঁজে একটি মসজিদ ভাঙতে চাইছে তারা।' এদিকে মেহবুবা যখন ভারত-বাংলাদেশকে একই পংক্তিতে বসিয়েছেন তখন পড়শি দেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আক্রমণ শানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধি বাংলাদেশ ইস্যুতে মুখ বন্ধ করে রয়েছেন। অথচ সম্ভালে রাজনৈতিক পর্যটনে যেতে চাইছেন। কংগ্রেস শুধু ভোটব্যাংকের রাজনীতি করে।'

আদবানি হতে চাইবেন

প্রথম পাতার পর

সংঘের এক কর্তাব্যক্তি মহারাষ্ট্র-ঝাড়খণ্ডের ফল বেরোনোর পর ব্যাখ্যাটি দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, মহারাষ্ট্রে মোদি সাকুল্যে নয়টি জনসভা করেছিলেন। বেশ কিছু সভায় জনসমাগমও হয়নি। মোদি ম্যাজিকে মহারাষ্ট্রে জয় এসেছে বলা যাবে না।

মহারাষ্ট্রে জয় এসেছে প্রধানত দুটি কারণে। এক, শিন্ডে-ফড়নবিশের সরকারের ভোটের আগে মহিলাদের জন্য অনুদান প্রকল্প ঘোষণা। দুই, সংঘের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচারে। সেই সঙ্গে সংঘ এ-ও লক্ষ করেছে, ঝাড়খণ্ডেও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা সাফল্য পেয়েছে সোরেন সরকারের মহিলাদের জন্য অনুদান প্রকল্পের ওপর ভর করে। সেখানেও আদিবাসী জনজাতির ভিতর মোদি-অমিত শা'র প্রচার কোনও কাজ করেনি। বরং সেখানে হেমন্ত সোরেনকে জেলে ঢোকানো ওই রাজ্যের জনজাতি- ভালোভাবে নেয়নি।

তাহলে মোদির কী ভবিষ্যৎ? সংঘ সূত্র বলছে, বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী এমনিতেই পঁচাত্তর বছর বয়সের পর মোদিকে দল এবং সরকারের সব গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়তে হবে। মোদির পঁচাত্তর হতে আর খুব দেরিও নেই। কিন্তু মোদির মতো ক্ষমতাপিয়াসি ব্যক্তি সব ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়ে নেবেন এটা ভাবতে একটু কষ্ট হয়। সেই ভাবনা মাথায় রেখেই মোদি বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সংঘ।

২০২৪-এ বিজেপির ভোটের ফল খারাপ হওয়া, মহারাষ্ট্র-উত্তরপ্রদেশে সংঘের সক্রিয়তায় সাফল্যের মুখ দেখা মোদি বিদায়ের পথটি প্রশস্ত করে দিয়েছে।

মোদির রাজনৈতিক গুরু ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। গুজরাট দাঙ্গার পরে অটলবিহারী বাজপেয়ীর রোষের মুখে যখন পড়েছিলেন মোদি, তখন ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আদবানিই। মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে এসে গুরুকে বানপ্রস্থে পাঠাতে দেরি করেননি। বিজেপির অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, আদবানির রাষ্ট্রপতি হওয়ার ইচ্ছাটিকেও মোদি মর্যাদা দেননি। যিনি নিজের লার্জার দ্যান লাইফ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সদাই ব্যস্ত, তিনি কি এত সহজে আদবানি হতে চাইবেন? নাকি শেষবারের জন্য সংঘের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে নামবেন। প্রশ্ন সেটাই।

মোদি বিদায়ের পর তাহলে কে? সংঘের সূত্র বলছে, সেই দৌড়ে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় যোগী আদিত্যনাথের থেকে অনেক এগিয়ে নাগপুরের ঘরের ছেলে নীতিন গড়করি।

সীমান্তে হতাশার সুর বাংলাদেশিদের

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১ ডিসেম্বর : 'এই বাংলাদেশ আমরা চাইনি। এটা শেখ মুজিবুরের স্বপ্নের বাংলাদেশ নয়।'

রবিবার দুপুরে অশান্ত বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে চ্যাংরাবান্ধায় পৌঁছানোর পর এমনই হতাশার কথা শোনা গেল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকার এক বাসিন্দার মুখে। ষাটোর্ধ্ব এই প্রবীণের ছোটবেলার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আজও জীবন্ত। বললেন, 'তখনকার বাংলাদেশের সঙ্গে এই বাংলাদেশের বিস্তর ফারাক।' চিকিৎসার জন্য ভারতে আসা সেই ব্যক্তি বললেন, 'তখন তো অনেকটাই ছোট ছিলাম, যতদূর মনে পড়ে, আমাদের বাইরে যাওয়া ছিল বারণ। বড়দের মুখেই শুনতাম ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা। তখন জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল। সেই একতাটাই তো এখন আর খুঁজে পাই না।'

তাঁর গলায় স্পষ্ট আক্ষেপ, 'এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও নিজের নামটুকু প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেখাতে পারছি না। পাছে ওদেশে পরিবারের উপর কোনও বিপদ নেমে আসে।'

রবিবার সীমান্ত পেরিয়ে অনেকে যেমন ওপার বাংলা থেকে এসেছেন এপারে। তেমনই কেউ কেউ শঙ্কা নিয়েই কাঁটাতার পেরিয়ে ওপারে গিয়েছেন। নেত্রকোনার এক প্রবীণা ভারতে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে দেশে ফিরছিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থেকে বলে উঠলেন, 'আত্মীয়ের বাড়ি বেশিদিন থাকতে পারলাম না। বাড়িতে সবাই আছেন, দেশের যা পরিস্থিতি, দুশ্চিন্তায় কয়েকরাত ঘুমোতে পারিনি। শহরের দিকে হামলার খবর বেশি দেখতে পচ্ছি। আমাদের ওখানে পরিস্থিতি এখনও ততটা উত্তপ্ত নয়। কিন্তু ভয় হয়, হতে কতক্ষণ? এখন চিন্তা, ঠিকমতো বাড়ি পৌঁছাতে পারলে হয়।'

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে বাংলাদেশিরা। রবিবার।

এদিকে, ছেলে ও স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কোচবিহারে এক আত্মীয়ের বাড়ি আসছিলেন ময়মনসিংহের এক হিন্দু মহিলা। তার কথায়, 'আমরা এখনও পর্যন্ত চুপচাপ রয়েছি। কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে আছি। দেশের চারদিকে সংখ্যালঘুদের উপর যেভাবে অত্যাচার শুরু হয়েছে। প্রতিনিয়ত খবরে পড়ছি। টিভিতে দেখছি। প্রতিবাদ করার সাহসটুকুও যেন পাচ্ছি না।'

এদেশের পাহাড়ের স্কুলগুলোতে শীতের ছুটি শুরু হওয়ায় পড়ুয়ারা অভিভাবকদের সঙ্গে ওদেশে ফিরছিল। কার্সিয়াংয়ের এক স্কুল পড়ুয়া বাংলাদেশি কিশোর বাড়ি ফেরার পথে মুখ গোমড়া করে বসেছিল। কথায় কথায় খুদের উত্তর, 'প্রতিবছর শীতের ছুটিতে বাড়ি ফিরে দেশের বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, কত্ত মজা, হইহুল্লোড় হয়। কিন্তু এবারে বাবা বলেছে, এবারে দেশের অবস্থা ভালো নেই। তাই বাড়ি থেকে কোথাও বের হওয়া যাবে না।'

বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতি সন্ত্রস্ত করে তুলেছে আট থেকে আশি সকলকেই। প্রত্যেকের মনে ভয় এই বুঝি তাঁর পরিবার প্রিয়জনের ওপর আঘাত নেমে আসে। এমনই শঙ্কার পারাপারের ছবি যেন এখন প্রতিটি সীমান্তে ফুটে উঠছে।

গায়ক এআর রহমানকে নাগা পোশাকে স্বাগত জানাচ্ছেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। রবিবার হর্নবিল ফেস্টিভালে।

লাভ দেখছেন না উত্তরের আলু কারবারিরা

ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : নভেম্বর মাসের ৬ তারিখে রাজ্যের কৃষিজ বিপণন অধিকর্তার জারি করা নির্দেশিকায় সরকারি নিয়ম মেনে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে হিমঘর থেকে সমস্ত আলু বের করে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। মাস না পেরোতেই সে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলতে বাধ্য হল রাজ্য সরকার। জলদি জাত, আগুরি বা প্রাক মরশুমি আলু চাষ পিছিয়ে যাওয়া, খোলা বাজারে ভিনরাজ্যের আলুর জোগান কম থাকা এবং রাজ্যের হিমঘর থেকে আলু বের হলেও দাম না কমায় শেষপর্যন্ত এক মাস বাড়িয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিমঘরে আলু সংরক্ষণের সময় বাড়াতে বাধ্য হল রাজ্য সরকার। নভেম্বরের শেষ দিনে রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তরের সচিবের জারি করা এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বাড়তি এক মাস হিমঘরে আলু সংরক্ষণের জন্যে দক্ষিণবঙ্গে কুইন্টাল প্রতি ১৮.৬৬ টাকা এবং উত্তরবঙ্গে ১৯.১১ টাকা বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে। যদিও সরকারি এই নির্দেশিকায় সময় বাড়ানো হলেও উত্তরবঙ্গে এর তেমন লাভ দেখছেন না কারবারিরা। সময়সীমা বাড়লেও সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আলু ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। সেই ধর্মঘটে শামিল হচ্ছেন না উত্তরের ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিকরা। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গের হিমঘরে কিছু আলু রয়েছে তবে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ হিমঘরেই মেশিন চালু রাখার মতো আলু নেই। পরিমাণে কম হলেও নতুন আলু উঠতে শুরু করায় এমনিতেই উত্তরবঙ্গে হিমঘরের আলুর কদর পড়ে গিয়েছে।'

উত্তরবঙ্গের হিমঘরে মজুত সাদা জ্যোতি আলুর বন্ড বিক্রি হচ্ছে ১৮ থেকে ১৮.৫০ টাকা দরে এবং লাল হল্যান্ড আলুর বন্ডের দর ২০ টাকার আশপাশে। সেই আলু হিমঘর থেকে বের করে শুকিয়ে, ছাঁটাই বাছাই করার পর পাইকারি বাজারে পৌঁছালে রবিবার সাদা ও লাল আলু বিক্রি হয়েছে যথাক্রমে ২৫ ও ৩১ টাকা কেজি দরে। খুচরো বাজারে হিমঘরের সাদা ও লাল আলুর বর্তমান দর যথাক্রমে ৩০ ও ৩৫ টাকা। এছাড়া রোজ বাজারে আসছে ভুটানের আলু যা পাইকারি বাজারে ৫৫ থেকে ৫৮ টাকা এবং খুচরো বাজারে ৬৫ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে। উত্তরের হিমঘরের প্রায় শূন্য অবস্থা স্বীকার করে নিয়েছেন হিমঘরের মালিকরাও।

তরুণের মৃত্যু

ইসলামপুর, ১ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলঞ্চা এলাকায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। মৃতের নাম মহম্মদ লাডলা (৩০)। বাড়ি বলঞ্চার পিপুলবস্তি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। এদিন রাতে বাইক সহ রাস্তার ধারে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার কিনারা করতে ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ট্রেনের ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : রবিবার সকালে মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনির কাছে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় স্থানীয় এক ব্যক্তির। মৃতের নাম পিন্টু সিং। বিশ্বাস কলোনির বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে তিনি রেললাইন ধরে কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ চলে আসা ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন পিন্টু। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর জিআরপি ও মাটিগাড়া থানার পুলিশ এলাকায় হাজির হয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা দিবস

কিশনগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জ শহরের খাগড়ায় রবিবার বিএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে বিএসএফের কিশনগঞ্জ সেক্টরের প্রধান দপ্তর এবং ক্যাম্পে অনুষ্ঠান হয়েছে এদিন। ক্যাম্প চত্বরে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এছাড়া সাইকেল র‍্যালি বের করেন জওয়ানরা।

আধার নিয়ে

প্রথম পাতার পর

'ইন্দ্রজিতের ড্রাইভিং লাইসেন্সও পশ্চিম আশ্রমপাড়ার ঠিকানাতেই ছিল। এখন কীভাবে হয়েছে, কী হয়েছে? সেব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। তবে এটা ঠিক, ভাড়াটেদের ডেটাবেস আরও জোরদার করতে হবে।'

সম্প্রতি ওয়ার্ডের এক নাবালিকার যৌন হেনস্তার ঘটনাতেও ওই ভাড়াটে পরিবারের খোঁজ করতে গিয়ে কালঘাম ছুটেছিল ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের। ওই কাউন্সিলার বলছিলেন, 'এব্যাপারে আমাদের পাশাপাশি ওয়ার্ডবাসীকেও সচেতন হতে হবে।'

কমল আরও যোগ করেন, 'পুলিশ ভাড়াটে সংক্রান্ত একটি পোর্টাল চালু করেছিল। সে সময় ওয়ার্ড স্তরে প্রচারও জোরদার হয়েছিল। এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। এখন সকলকেই জোট বেঁধে নামতে হবে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'আমাদের কমিশনারেটে সেন্ট্রালি ভাড়াটেদের একটা ডেটাবেস রাখা করা হয়। তবে সেটার ব্যাপ্তি আরও বাড়ানো যেতে পারে, সে ব্যাপারে আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। দ্রুতই বাস্তবায়ন করা হবে।'

রংপো দুর্ঘটনায় মৃত আরও বাড়ল

প্রথম পাতার পর

সোমবার যৌথ সমীক্ষা করা হবে।' ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'ওই রুটে যাঁরা গাড়ি চালান, যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই তাঁদের দেখা উচিত। এনিয়ে আমরা প্রশাসনিক স্তরেও কথা বলব।'

শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাওয়ার পথে অটল সেতুর কাছে রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তার খাদে পড়ে যায় একটি বাস। গাড়িটিতে চালক ও খালাসি সহ ২৩ জন ছিলেন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে হাত লাগান। ঘটনাস্থলে ২ জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় বাকি ৪ জনের। এদিন ভোরে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে ২ জনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও সিংতাম ও গ্যাংটকের হাসপাতালে এখনও ১৪ জন ভর্তি রয়েছেন।

প্রজন্ম রক্ষায় যুদ্ধ যৌনপল্লির 'দিদি'র

প্রথম পাতার পর

কথা বলতে বলতে স্মৃতির সরণি বেয়ে তিনি পৌঁছে যান অতীতে। মহিলার গলায় আবেগের সুর, 'ছেলে, মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে সেসময় খুব সমস্যা হয়েছিল। এত সুবিধা তখন ছিল না। সন্তানরা এসে অভিযোগ জানাত, ক্লাসে নাকি বিভিন্ন সময় কুকথা শোনাত অনেকে। ওদের বোঝাতাম, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াই এটা, আমাদের লড়ে যেতে হবে।'

এব্যাপারে লাভ অ্যান্ড হোপ প্রোজেক্ট, শিলিগুড়ির কোঅর্ডিনেটর নান্টু চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'যৌনপল্লির সন্তানরা যাতে আর এই অন্ধকার জগতে না আসে, তারজন্য আমরা সবাই মিলে চেষ্টা চালাচ্ছি।'

অনুমোদনের অপেক্ষায় হলং বাংলোর নকশা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : মাস কয়েক আগে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছিল আলিপুরদুয়ারের ঐতিহ্যবাহী হলং বনবাংলো। পুড়ে যাওয়া সেই বনবাংলোকে আগের মতো করে গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন করে বনবাংলোটি তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে নকশা জমা দিয়েছে বন দপ্তর।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে চারটি নকশা জমা দেওয়া হয়েছে। নকশাগুলি খতিয়ে দেখবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কোন নকশা অনুযায়ী তৈরি হবে ওই বনবাংলোটি।

১৯৬৭ সালে তৈরি হয়েছিল হলংয়ের ওই ঐতিহ্যবাহী বনবাংলোটি। সেইসময় রাজ্যের পর্যটন দপ্তর বাংলোটি তৈরির দায়িত্বে ছিল। কাঠ দিয়ে তৈরি অপূর্ব এই বনবাংলোটিতে আটটি কামরা ছিল। অচিরেই পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় সেটি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যেই ওই বাংলোয় যেতেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে। বাংলোয় বসেই হাতি, বাইসন, গন্ডার সহ অসংখ্য বন্যপ্রাণী দেখা যেত। এবছর ১৮ জুন রাতে এক ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঐতিহ্যবাহী এই বনবাংলো।

দগ্ধ সেই বাংলো

পুড়ে হয়ে যাওয়া বনবাংলোটিকে নতুন করে গড়ে তোলার দাবি ওঠে ঘটনার দিন থেকেই। উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে গর্বের এই বনবাংলোটি ছিল 'হেরিটেজ'। এই বনবাংলোটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসা। কিন্তু বনবাংলোটি পুড়ে যাওয়ায় সেই ব্যবসা মার খায়। স্বভাবতই মাথায় হাত পড়ে পর্যটন সংস্থাগুলির। উত্তরবঙ্গের অন্যতম পর্যটন সংস্থা 'হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক'-এর তরফেও বনবাংলোটি ফের তৈরি করার আবেদন করা হয়। এক্ষেত্রে একইরকম নকশা ও নির্মাণশৈলীতে বনবাংলোটি তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই সমস্ত কিছু মাথায় রেখেই নকশা তৈরি করা হয়েছে। এবিষয়ে বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেছেন, 'চারটি নকশা মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অনুমোদন এলে কাজ শুরু হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই পুরোনো ঐতিহ্যের কথা বিশেষভাবে মাথায় রাখা হয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, 'এই বনবাংলো ঘিরে যে পর্যটন গড়ে উঠেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে 'এলিফ্যান্ট সাফারি'। বহু মানুষ সাতসকালে এখানে আসতেন ওই সাফারি করতে। তাঁদের অনেকেই থেকে যেতেন স্বপ্নের ওই বনবাংলোয়। সেটি পুড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন পর্যটকরা। নতুন করে বাংলোটি তৈরি হলে সমস্যা মিটবে।'

রাজবাবু এই অঞ্চলের পশু-পাখির বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেন। বলেন, 'এইরকম জীবন্ত-পিলখানা একমাত্র অসমের কাজিরাঙায় আছে। শুধু হাতি নয়, পর্যটকরা বাইসন, গন্ডার, বাঁদর প্রভৃতি দেখতেও আসেন। আমরা দাবি করেছি, এই বনবাংলোর সামনে ডুয়ার্স কেন্দ্রিক পর্যটন ব্যবস্থাকে যেন যুক্ত করা হয়। এছাড়া জলদাপাড়াকে কেন্দ্র করে একটি মিউজিয়াম করার দাবিও জানিয়েছি। কেন না, এত বড় ও ভালো সংরক্ষণ মডেল দেশে আর নেই। এসব হলে এখানকার পর্যটন শিল্প আরও চাঙ্গা হবে।'

জলদাপাড়া লজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জহরলাল সাহা বলেন, 'হলং বনবাংলো যত তাড়াতাড়ি তৈরি হবে তত দ্রুত মাদারিহাটের পর্যটন ঘুরে দাঁড়াবে। হলং বনবাংলোর চাহিদা আকাশকুসুম। এই বাংলো পুড়ে যাওয়ার জন্য মাদারিহাটের পর্যটনে বড় ধাক্কা খেয়েছে। যার প্রভাব আমরা টের পাচ্ছি। তবে শোনা যাচ্ছে আবার আগের আদলেই বাংলো তৈরি করা হবে। এটা খুবই ভালো খবর।'

ঢাকায় হেনস্তা

প্রথম পাতার পর

রবিবার কলকাতায় ইসকন মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়। কলকাতায় ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস বলেন, '১৫০টি দেশে ৮৫০টিরও বেশি ইসকন মন্দির রয়েছে। হাজার হাজার সেন্টার রয়েছে। সেখানে কোটি কোটি ভক্ত রয়েছেন। আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করছি, বাংলাদেশের হিন্দু সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যেন সুরক্ষিত এবং নিরাপদে থাকেন।' মঙ্গলবার চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিনের শুনানিতে এখন নজর সকলের।

নিছক হিন্দু পরিচয়ের জন্য শনিবার রাতে সাংবাদিক মুন্নি সাহাকে হেনস্তা নিয়ে এখন চর্চা চলছে বাংলাদেশ ও ভারতে। মুন্নি একটি বহু পরিচিত সংবাদ চ্যানেলের প্রাক্তন প্রধান। এখন অন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সম্পাদক তিনি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর যে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, মুন্নি তাঁদের অন্যতম।

শনিবার রাতে ভাইরাল একটি ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) দেখা গিয়েছে, একদল লোক মুন্নির গাড়ি ঘিরে ধরে তাঁকে বলছে, 'এই দেশের নাগরিক কীভাবে হলেন আপনি? বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করার জন্য আপনি সবকিছু করছেন।' ৫৫ বছরের প্রবীণ ওই সাংবাদিক পালটা 'আমি কীভাবে এই দেশের ক্ষতি করব? এটা তো আমারও দেশ' বললেও তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি।

মাঠে ময়দানে

খেলায় আজ

২০১৯ : রেকর্ড সংখ্যক ষষ্ঠবার ব্যালন ডি'অর জিতলেন লিওনেল মেসি। প্যারিসে ব্যালন জয়ের পথে তিনি নেদারল্যান্ডসের ডিফেন্ডার ভার্জিল ভ্যান ডায়েককে পেছনে ফেলে দেন।

সেরা অফবিট খবর

সংস্কৃত থেকে রোহিতের সদ্যোজাত ছেলের নাম

অভিনব উপায়ে রোহিত শর্মার সদ্যোজাত পুত্রের নাম তাঁর স্ত্রী রীতিকা প্রকাশ্যে এনেছেন। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে চারটি পুতুলের ছবি দিয়ে মাথার টুপিতে পরপর তাঁদের তিনজনের নাম সংক্ষেপে লেখেন। অন্য একটি ছোট পুতুলের টুপিতে অহান লেখা রয়েছে। যা সংস্কৃত 'অহ' শব্দ থেকে নেওয়া। যার অর্থ জাগ্রত করা। আর অহানের অর্থ সূর্যোদয়, সূর্যের প্রথম কিরণ ইত্যাদি। এই নামের ব্যক্তিরা অন্যের থেকে শেখার বা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

ভাইরাল

মেজাজে হিটম্যান

ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে মাঠে ফিরেই চেনা মেজাজে রোহিত শর্মা। ২৩ নম্বর ওভারে হর্ষিত রানার বাউন্সার ছেড়ে দিয়েছিলেন ব্যাটার অলিভার ডেভিস। সেইসময় উইকেটকিপিং করা সরফরাজ খান বল তালুবন্দি করতে পারেননি। বল হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি যখন মাটি থেকে বল তুলছেন রোহিত এসে তাঁর পিঠে কিল মারেন। মজা করে হিটম্যানের এই কাণ্ড দেখে অনেকের রসিকতা, 'বড়দা এসে গিয়েছে।'

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন উত্তম রাই (মাঝে)। ম্যাচে তাঁর দল মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ৩-২ গোলে হারিয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে।

সংখ্যায় চমক

৫৩/১০

কোচবিহার ট্রফিতে রাজস্থানের প্রথম ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়েছেন বিহারের সুমন কুমার। বিহারের পেসার ৩৩.৫ ওভার বল করে ২০টি মেডেন রেখে ৫৩ রান দিয়ে এই কীর্তি গড়েন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. প্রথম গোলাপি বল টেস্টে প্রতিপক্ষ কারা ছিল?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. অ্যান্ডি মারে, ২. রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নির্মল সরকার, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, অসীম হালদার।

প্রস্তুতি ম্যাচে দাপট তরুণ ব্রিগেডের

মিডল অর্ডারে খেলার ইঙ্গিত রোহিতের

৪ উইকেট নিয়ে মেজাজে হর্ষিত রানা।

প্রধানমন্ত্রী একাদশ-২৪০
ভারত-২৫৭/৫

ক্যানবেরা, ১ ডিসেম্বর : দুইদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ।

শনিবার প্রথম দিনের খেলা বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় যা বদলে যায় ৫০ ওভারের ম্যাচে। গোলাপি বলে প্র্যাকটিসের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে সহজ জয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিয়ে ফিরল ভারত।

তারুণ্যের তেজ। প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিতে সেটাই যথেষ্ট। বল হাতে হর্ষিত রানা (৪৪/৪), ব্যাটিংয়ে শুভমান গিল (অপরাজিত ৫০ অবসৃত), যশস্বী জয়সওয়াল (৪৫), নীতীশ কুমার রেড্ডি (৪২), ওয়াশিংটন সুন্দরদের (৪২) মিলিত প্রয়াসে অনায়াস জয়।

ব্যাটে-বলে আধিপত্য দেখিয়ে চলতি সফরে প্রথম ট্রফি লাভ। প্রস্তুতি ম্যাচে পাওয়া যে ট্রফি নিয়ে রোহিত শর্মাদের উৎসাহ দেখার মতো। ম্যাচে না খেললেও ট্রফি হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না ঋষভ পন্থ। অবশ্য আসল লক্ষ্য বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি, বলার অপেক্ষা রাখে না।

পারথ টেস্টে জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ভারত। ৬ ডিসেম্বর অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্ট জিতে স্কোরলাইন ২-০ করা পাখির চোখ। আর আসন্ন যে দিনরাতের টেস্ট দ্বৈরথের পূর্বে ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে বড় ইঙ্গিত রোহিতের।

টেস্ট কিংবা সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট, ওপেনিং পছন্দের জায়গা। একাধিকবার বলেওছেন। দলের স্বার্থে সম্ভবত পছন্দের জায়গা ছাড়তে চলেছেন অধিনায়ক রোহিত। রোহিত ফিরলেও যশস্বী-লোকেশ রাহুল এদিনও ওপেন করেন। তিনে শুভমান। রোহিত নিজে চার নম্বরে!

রোহিতের অনুপস্থিতিতে পারথ টেস্টে সফল যশস্বী-লোকেশ জুটি। দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিশতরানের পার্টনারশিপে ম্যাচের ভাগ্যও গড়ে দেন। দুই ইনিংসেই নতুন বলে লোকেশকে আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে। সফল জুটি না ভাঙার ইঙ্গিত প্রস্তুতি ম্যাচে।

এদিনও ৪৪ বলে ২৭ করার পর বাকিদের প্র্যাকটিস দিতে মাঠ ছাড়েন লোকেশ। যতক্ষণ ছিলেন গোলাপি নতুন বলে নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং। যশস্বী চেনা মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন। রোহিতের যে পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে। তাঁদের বিশ্বাস, গোলাপি টেস্টেও ওপেনিংয়ে যশ-লোকেশ জুটি সফল হবে।

রোহিত সেক্ষেত্রে পাঁচে খেলবেন। তিনে শুভমান, চারে বিরাট কোহলি। ছয়ে ঋষভ পন্থ। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় ওপেনিং জুটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। ডান-বাঁ কম্বিনেশনে যশস্বীকে ওপেনিংয়ে খেলাতে শেষপর্যন্ত শুভমানকে পিছিয়ে তিনে নামানো হয়।

৫০ রানের ইনিংসে আস্থা জোগালেন শুভমান গিল।

এবার হয়তো লোকেশকে জায়গা দিতে নিজেই মিডল অর্ডারে নামতে চলেছেন রোহিত। অভিষেক টেস্টে ৬ নম্বরে নেমে ১৭৭ রানের সুবাদে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন হিটম্যান। দলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে ফের মিডল অর্ডারের পথে রোহিত।

ব্যাটার রোহিতকে নিয়ে চিন্তা যাচ্ছে না। চার নম্বরে নামলেও এদিন ফের অফস্টাম্পের বাইরের বল অহেতুক তাড়া করতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ প্র্যাকটিস করালেন। ১১ বলে ৩। পারথে খেলেননি। অ্যাডিলেডে নামার আগে বাইশ গজে আরও কিছুটা সময় কাটানো দরকার ছিল রোহিতের।

বিরাট আবার ব্যাটিংয়ের রাস্তাতেই হাঁটেননি। ম্যাচ প্র্যাকটিসের বদলে নেটে জসপ্রীত বুমরাহর বিরুদ্ধে ঘাম ঝরালেন। ঋষভ সম্পূর্ণ বিশ্রামে। উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বে সরফরাজ খান! নিজেকে নতুনভাবে চেনালেন সরফরাজ, তবে ব্যাটিং-ব্যর্থতা কাটছে না সরফরাজের (১)। অ্যাডিলেড টেস্টের ভাবনায় অবশ্য নেই সরফরাজ।

স্বস্তি দিচ্ছে ৬ ডিসেম্বর গোলাপি টেস্টের সম্ভাব্য একাদশের অধিকাংশ খেলোয়াড়ের ফর্ম। শুরুটা হর্ষিতের হাত ধরে। বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে তৃতীয় পেসারের দায়িত্বে পারথে অভিষেক টেস্টে সাফল্য পেয়েছিলেন। এদিন ঝোলায় ৪৪ রানে চার শিকারে। এরমধ্যে ৬ বলের বিধ্বংসী স্পেলে ১৩১/২ থেকে প্রধানমন্ত্রী একাদশকে ১৩৩/৬ করে দেন হর্ষিত।

আকাশ দীপ দুই উইকেট নেন। ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মাঝে ব্যতিক্রম বছর উনিশের স্যাম কোনস্টাস। কেন তাকে অজি ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বলা হয়, ১০৭ রানের ইনিংসে বোঝালেন। তবে গোলাপি টেস্টে জোশ হ্যাজেলউডের সম্ভাব্য বিকল্প স্কট বোল্যান্ডকে উইকেট না দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে কিছুটা সুবিধা আদায় করে নিলেন গৌতম গম্ভীরের ছেলেরা। ৪৩ ওভারের মধ্যে প্রতিপক্ষের ২৪০ স্কোর পেরিয়ে গেলেও, প্রস্তুতির জন্য পুরো ৪৬ ওভার খেলা হয়। ভারত করে ২৫৭/৫।

নিজের প্র্যাকটিসের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করলেও রোহিত খুশি দলের পারফরমেন্সে। ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'দারুণ জয়। দলগত প্রচেষ্টার কথা বলব। দুর্ভাগ্য, পুরো ম্যাচটা পেলাম না। তবে যতটুকু সময় পেয়েছি, তার মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা।'

সামির টেস্টে ফেরা এনসিএ-র হাতে

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে কি দেখা যাবে মহম্মদ সামিকে? উত্তর আপাতত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির স্পোর্টস সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের কাছে। যাদের সবুজ সংকেতের ওপরই নির্ভর করবে সামির টেস্ট প্রত্যাবর্তন।

বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। রনজি ট্রফির পর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তেও বাংলা দলে নিয়মিত। উইকেটের মধ্যেও রয়েছেন। যদিও মহম্মদ সামির ভারতীয় টেস্ট দলে ফেরা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে।

রবি শাস্ত্রীর মতো কেউ কেউ পত্রপাঠ সামিকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর দাবি তুলেছেন। যুক্তি, সামি থাকলে জসপ্রীত বুমরাহ একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ বোলিং সঙ্গী পাবেন। পেস আক্রমণ অনেক ধারালো হবে। টিম ম্যানেজমেন্টও সামিকে দলে পেতে আগ্রহী।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এরকম কোনও পদক্ষেপের আগে সামির ফিটনেস নিয়ে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হতে চাইছে। একমাত্র এনসিএ-র থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলেই অজিগামী বিমানে সামিকে তোলার ভাবনা।

বোর্ডের স্পোর্টস সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট নজর রাখছেন তারকা পেসারের ওপর। চোট সারিয়ে যেভাবে মাঠে ফিরেছেন, এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক সবকিছু। তবে টেস্টের ধকল ও চাপ অনেক বেশি। তাই সামির ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতির পক্ষেই এনসিএ।

মুস্তাক আলিতে খেলবেন সূর্য

এদিকে, মুস্তাক আলিতে মুম্বইয়ের বাকি ম্যাচে খেলবেন সূর্যকুমার যাদব। পরের ম্যাচ অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৩ ডিসেম্বর। সপ্তাহ দুয়েক পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে অন্ধ্র ম্যাচেই প্রত্যাবর্তন ঘটছে ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়কের। নেতৃত্বে অবশ্য শ্রেয়স আইয়ারই। ২১ ডিসেম্বর শুরু ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটের বিজয় হাজারে ট্রফিতেও খেলবেন বলে জানিয়েছেন সূর্য।

অভিষেক-করণ ঝড়ে জয়ী বাংলা

মেঘালয়-১২৭/৬ **বাংলা-১২৮/৪ (১১.৫ ওভারে)**

রাজকোট, ১ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ের রাস্তায় ফিরল বাংলা। ব্যাটে-বলে মেঘালয়কে পর্যুদস্ত করল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। প্রথমে ব্যাটিং করে মেঘালয় ২০ ওভারে ১২৭/৬ স্কোর তুলতে সক্ষম হয়। জবাবে মাত্র ১১.৫ ওভারেই জয়লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলা।

জয়ের নায়ক অভিষেক পোড়েল ৩১ বলে ৬১ রান করে অপরাজিত থাকেন। অপর ওপেনার করণ লালের ব্যাট থেকে আসে ১৬ বলে বিস্ফোরক ৪২। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে হারে ধাক্কা খেয়েছিল বাংলার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র অভিযান। টানা তিন ম্যাচ জেতার পর রজত পাতিদার, ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের লড়াকু ব্যাটিংয়ের সামনে আটকে যায়। এদিন তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ মেঘালয়ের বিরুদ্ধে কোনওরকম ভুলচুক করেনি।

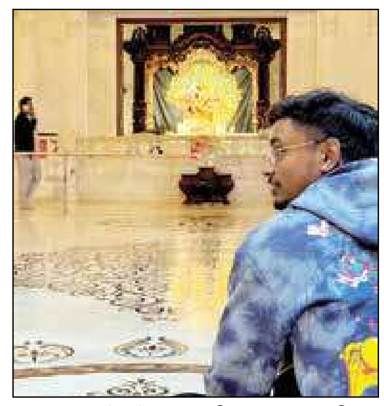

রাজকোটের ইসকন মন্দির থেকে একদিন আগেই ঘুরে এসেছিলেন অভিষেক পোড়েল।

বোলাররা জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন। মহম্মদ সামি এদিন উইকেটহীন থাকলেও দলকে ভরসা জোগান সায়ন ঘোষ (২৫/২) ও প্রয়াস রায়বর্মন (২২/২)। নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় (৯/১)। সায়ন-প্রয়াসদের দাপটের সামনে মেঘালয়ের পক্ষে রান পান শুধু আরিয়েন সাংমা (৩৭) ও ল্যারি সাংমা (৩৮)।

মেঘালয় একসময় ৬৩/০-র সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে থাকলেও শেষপর্যন্ত ১২৭ রানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দেয় বাংলার বোলাররা। সহজ লক্ষ্যকে আরও সহজ করে দেন অভিষেক পোড়েল (৩৭ বলে অপরাজিত ৩১) ও করণ লাল (১৬ বলে ৪২)। মাত্র ৫.৪ ওভারে ওপেনিং জুটিতে ৮০ রান তোলেন দুইজনে। করণ ফেরার পর অবশ্য হঠাৎ ধস নামে বাংলা ইনিংসে। হাবিব গান্ধি, রণজ্যোৎ সিং খায়রা, সুদীপ ঘরামি-তিনজনই রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ। শূন্যতে ফেরেন। ৮০/০ থেকে ৮ বলের মধ্যে ৮৩/৪। তবে অঘটন ঘটতে দেননি অভিষেক। ঋত্বিককে (অপরাজিত) সঙ্গে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে ৪৫ রান যোগ করে জয় এনে দেন। এদিনের জয়ের সুবাদে গ্রুপ 'এ'-র পয়েন্ট টেবিলে ৫ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে বাংলা।

ছেলে ইজহানকে নিয়ে বায়ার্ন মিউনিখের জার্সি গায়ে সানিয়া মির্জা বুন্দেশলিগার ম্যাচ দেখলেন। ম্যাচটি বায়ার্ন ১-১ গোলে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ড্র করে।

শুধু সম্মান চাই, জিন্দালের কাছে দাবি লোকেশের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি সেভাবে।

কিন্তু লখনউ সুপার জায়েন্টস কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার অপমানের ক্ষত সহজে যাওয়ার নয়, যায়ওনি। তাই নতুন দল দিল্লি ক্যাপিটালসের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় লোকেশ রাহুলের মূল দাবি - প্রাপ্য সম্মানটুকু চাই শুধু। লোকেশের যে দাবির কথা এদিন প্রকাশ্যে আনেন ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম শীর্ষকর্তা পার্থ জিন্দাল।

নিলামে ১৪ কোটিতে লোকেশকে দলে নিয়েছে দিল্লি। কলকাতা নাইট রাইডার্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু চাইলেও শেষপর্যন্ত বাজিমাত। সম্ভাব্য অধিনায়কও ধরা হচ্ছে। নিলামের পরই লোকেশের সঙ্গে ফোনে কথা হয় পার্থ জিন্দালের। টিম দিল্লির কর্ণধার বলেন, 'লোকেশ আমাকে বলে, 'আমি শুধু ক্রিকেট খেলতে চাই। ফ্র্যাঞ্চাইজি, সমর্থকদের সমর্থন, ভালোবাসা চাই। চাই সম্মান। পার্থ আমি জানি, এসব কিছু তোমার থেকে পাব। বন্ধুর হয়ে, বন্ধুর জন্য মাঠে নামব, আমি রীতিমতো উত্তেজিত। আমিও কখনও আইপিএল জিতিনি। দিল্লিও নয়। এবার একসঙ্গে মিলে আক্ষেপ মেটাব।'

আইএসএলের ম্যাচে বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামে একসঙ্গে পার্থ-লোকেশকে দেখা গিয়েছে। পার্থ জিন্দাল বলেন, 'লোকেশ খুব খুশি। দিল্লি দলের অংশ হতে পেরে উত্তেজিতও। দীর্ঘদিন ধরে আমাকে

'অর্থের জন্য দিল্লি ছাড়েনি ঋষভ'

জানে। বেঙ্গালুরুর ছেলে। বেঙ্গালুরু এফসির (আইএসএলের ফুটবল দল) মালিকানা রয়েছে আমার। বেশ কিছু ফুটবল ম্যাচ একসঙ্গে মাঠে বসে দেখেছি। ওর স্ত্রী আথিয়া শেট্টি আমার পরিচিত, পারিবারিক বন্ধুও।'

ঋষভ পন্থকে নিয়েও মুখ খুলেছেন। পার্থ জিন্দালের দাবি, অর্থ নয়, ভাবনার পার্থক্যের কারণেই ঋষভ-দিল্লি সম্পর্কচ্ছেদ। নিলামেও একটা মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যদিও ২৭ কোটির বিশাল দর তাঁদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। বলেন, 'দল পরিচালনা নিয়ে ভাবনার পার্থক্য ছিল আমাদের। ও একভাবে চাইছিল, আমরা অন্যভাবে। সম্পর্কচ্ছেদের মূল কারণ যা, অর্থ নয়। ঋষভের জন্য অর্থ কখনও ইস্যু ছিল না। আমাদের কাছেও নয়। শেষদিকে একটা মরিয়া প্রয়াস করেছিলাম। যদিও তা সফল হয়নি। নিলামে রাইট টু ম্যাচ কার্ড ব্যবহার করে ঋষভকে ফেরাতে ২০.২৫ কোটি ধরা ছিল। ২২-২৩ পর্যন্ত সম্ভব হত। কিন্তু ২৭ কোটি (লখনউ সুপার জায়েন্টস) আমাদের বাজেটের বাইরে ছিল।'

অশ্বীনের বিকল্প সুন্দর, মত হরভজনের

বুমরাহর জন্য ৫২০ কোটিও কম : নেহেরা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : নিলাম টেবিলে ঝড় উঠবে নিশ্চিত ছিল।

ঋষভ পন্থের ২৭ কোটি টাকার দর সেই প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন জসপ্রীত বুমরাহ যদি নিলামের তালিকায় থাকতেন? কত দর উঠত? ৫২০ কোটি টাকাও নাকি কম পড়ে যেত! এমনই দাবি আশিস নেহেরার।

গুজরাট টাইটান্সের হেডকোচ তথা প্রাক্তন পেসার নেহেরা বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর বুমরাহ পারথ টেস্টে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে, এককথা অসাধারণ। ওকে হারানো সহজ নয়। বুমরাহ নিলামের তালিকায় থাকলে অনেক কিছুই হতে পারত। হয়তো ৫২০ কোটি টাকাও কম পড়ে যেত।'

> অশ্বীনের বয়স এখন ৩৮। বাস্তব বুঝতে হবে। সুন্দরকে দলের সঙ্গে রাখার কারণ সেটাই। অশ্বীন অবসর নিলে সেই জুতোয় যাতে পা রাখতে পারে ওয়াশিংটন। আমার ধারণা সেই পথেই এগোচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টও।
>
> **হরভজন সিং**

গুজরাটের হয়ে নিলাম টেবিলে উপস্থিত থাকা নেহেরার মতে, বুমরাহ হল যথার্থ অর্থেই ম্যাচ উইনার। বহু ম্যাচে ভারতের জয়ের কান্ডারি। রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে প্রথম টেস্টে নেতৃত্বের বাড়তি চাপও ছিল বুমরাহর কাঁধে। কিন্তু বোলিং এবং নেতৃত্ব, জোড়া চাপ যেভাবে সামলেছে, কোনও প্রশংসা যথেষ্ট নয়।

হরভজন সিংয়ের মুখে আবার ওয়াশিংটন সুন্দরকে ঘিরে আগামীর ভাবনা। প্রাক্তন অফির মতে, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিকল্প হিসেবে সুন্দরকে প্রস্তুত রাখা উচিত ভারতীয় থিংকট্যাংক ও নির্বাচকদের। পারথ টেস্টে অজি-বধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সুন্দরের। এদিন প্রস্তুতি ম্যাচেও ব্যাটে-বলে ছাপ রাখেন।

হরভজনের মতে, অশ্বীন ভারতীয় দলের জার্সিতে দুর্দান্ত কাজ করেছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ভাবনায় বিকল্প প্রস্তুত রাখতে হবে। 'অশ্বীনের বয়স এখন ৩৮। বাস্তব বুঝতে হবে। সুন্দরকে দলের সঙ্গে রাখার কারণ সেটাই। অশ্বীন অবসর নিলে সেই জুতোয় যাতে পা রাখতে পারে ওয়াশিংটন। আমার ধারণা সেই পথেই এগোচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টও,' দাবি হরভজনের।

ওয়াশিংটন সুন্দর ব্যাট হাতে ভরসা জোগালেও ৩ রানে আউট হয়ে চিন্তা বাড়ালেন রোহিত শর্মা। ক্যানবেরা।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট নিয়েও আত্মবিশ্বাসী হরভজন। প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি, বাকি চার ম্যাচের একটাতে জিততে পারলেই টানা তৃতীয়বার ফাইনালে পা রাখবে ভারত। অবশ্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে মাথাব্যথার বদলে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে মনোনিবেশ করুক রোহিত শর্মারা, পরামর্শ হরভজনের।

ষষ্ঠ রাউন্ডও ড্র গুকেশের

৪৬ চালের পর ডিং লিরেনের সঙ্গে ম্যাচ ড্র রাখলেন গুকেশ।

সিঙ্গাপুর, ১ ডিসেম্বর : বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে চিনের তারকা দাবাড়ু ডিং লিরেনের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছেন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ। চতুর্থ, পঞ্চমের পর ষষ্ঠ রাউন্ডও নিষ্ফলা। সিরিজে এই নিয়ে চতুর্থ গেম ড্র হল।

রবিবার বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজ নিয়েই শুরু করেন গুকেশ। লিরেনও অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। শেষপর্যন্ত দুই তারকার লড়াই হল ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে। শুরুতে দ্রুত চাল দিলেও পরের দিকে বেশ কয়েকবার অতিরিক্ত সময় নেন গুকেশ। অন্যদিকে লিরেন সময় নিলেও তা তুলনায় কম। এদিন একটা সময়ে অবশ্য জয়ের আশাও দেখেছিলেন ভারতের ১৮ বছরের দাবাড়ু। তবে শেষপর্যন্ত গেম ড্র হয় ৪৬টি চালের পর।

ষষ্ঠ গেমের পর এইমুহূর্তে দুইজনই ৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। জয়ের জন্য দরকার আরও ৪.৫ পয়েন্ট। সোমবার বিশ্রাম নিয়ে মঙ্গলবার সপ্তম গেমে বসবেন গুকেশ-লিরেন।

চতুর্থ ইনিংসে নজির রুটের

ক্রাইস্টচার্চ, ১ ডিসেম্বর : ব্রাইডন কার্সের (৪২/৬) দাপুটে বোলিংয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচ ৮ উইকেটে জিতল ইংল্যান্ড। দুই ইনিংস মিলিয়ে কার্সের শিকার ১০ উইকেট। জ্যাকব বেথেলের পর প্রথম ইংরেজ জোরে বোলার হিসেবে কার্স বিদেশের মাটিতে ১৬ বছর বাদে টেস্টে ১০ উইকেটে নিলেন। প্রথম ইনিংসে তিনি করেছিলেন মূল্যবান ৩৩ রান। যার সুবাদে ম্যাচের সেরা তিনিই। জয়ের পর কার্স বলেছেন, 'নিজের পারফরমেন্সে আমি গর্বিত। দলগত প্রচেষ্টাই এই সাফল্যের কারণ। সবাই নিজের নিজের

প্রথম টেস্ট জিতল ইংল্যান্ড

দায়িত্ব পালন করেছে। পিচে যথেষ্ট ক্যারি ও বাউন্স থাকায় আমার সুবিধা হয়েছে।'

রবিবার সকালে নিজের প্রথম ওভারেই কার্স দুই উইকেট নেন। সেখানেই শেষ হয়ে যায় কিউয়িদের যাবতীয় প্রতিরোধ। ড্যারিল মিচেল (৮৪) কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকেও ফেরান কার্স। ফলে ইংল্যান্ডের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১০৪ রান। যা মাত্র ১২.৪ ওভারে তুলে নেন জো রুটরা। ১৫ বলে অপরাজিত ২৩ রানের ইনিংসে রুট এদিন আরও একটি নজির গড়লেন। শচীন তেন্ডুলকারকে পিছনে ফেলে চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান (১৬৩০) এখন রুটের দখলে।

রবিবার পঞ্চম ওভারে বোলিংয়ের সময় কোমরের নীচে অস্বস্তি অনুভব করেন বেন স্টোকস। ওভার শেষ না করেই তিনি উঠে যান। যদিও ম্যাচের পরে স্টোকস বলেছেন, 'ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না।'

জ্যাকব বেথেলকে নিয়ে ইংল্যান্ডকে জিতিয়ে ফিরছেন জো রুট। ক্রাইস্টচার্চে রবিবার।

> নিজের পারফরমেন্সে আমি গর্বিত। দলগত প্রচেষ্টাই এই সাফল্যের কারণ। সবাই নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। পিচে যথেষ্ট ক্যারি ও বাউন্স থাকায় আমার সুবিধা হয়েছে।
>
> **ব্রাইডন কার্স** (টেস্টের সেরা)

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **স্নিগ্ধ ঘোষ** : শুভ জন্মদিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তোমার জীবনের সাফল্য কামনা করি। **বাবা, মা ও পরিবারবর্গ**। চিলড্রেন পার্ক, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

কামিংসের গোলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

বাগান সমর্থকরা হৃদয় ছুঁয়েছেন স্টুয়ার্টের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সমর্থকরা উজাড় করে যে ভালোবাসা দেন তাঁদের, তার প্রতিদান না দিলে অন্যায় করা হয়।

জেসন কামিংস, দিমিত্রিস পেত্রাতোস, গ্রেগ স্টুয়ার্ট নামগুলো শুধু বদলে বদলে যায়। কিন্তু এঁদের সকলেরই হৃদয়ে এখন সবুজ-মেরুন রং এবং তাঁর সমর্থকদের প্রতি ভালোবাসার জায়গাটা পাকাপাকিভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে নেমে গোল করা কামিংস যখন ধরা গলায় বলেছেন, 'আমাদের সমর্থকরা এশিয়ার সেরা', তখন স্টুয়ার্টের গলায় উচ্ছ্বাস, 'আগের ম্যাচটায় চোটের জন্য আমি গ্যালারিতে ছিলাম। সেখানে বসে ওই যে বিশাল টিফো ওরা এনেছিল, ওটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এমন টিফো, দূরদেশে এসে এমন ভালোবাসা আর কখনও দেখিনি, কোথাও পাইনি। এদেশে আমার অনেকগুলো মরশুম হয়ে গেল। কিন্তু এই পাগলামি, এই ভালোবাসা শুধু এখানেই দেখতে পাচ্ছি। কলকাতায় আসার পর থেকেই মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি। বিমানবন্দরে নামার দিন জয়ধ্বনি থেকে শুরু হয়েছিল। যে কোনও বিদেশি খেলোয়াড়ের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। এখানে প্রত্যেকে এত ভালো! সমর্থকরা সব ম্যাচে আসছে, পাশে থাকছে, এর থেকে বেশি আর আমাদের কী চাই! আশা করি, মরশুমের শেষে আমরা সবাই মিলে এই সাফল্য উদযাপন করতে পারব। কাজটা সোজা নয়, এটাও জানি। তবে সমর্থকদের ভালোবাসায় সব সম্ভব।' মাত্র দশ মিনিট মাঠে ছিলেন শনিবার রাতে। আর তাতেই ঘূর্ণিঝড়ের মতো আছড়ে পড়ে উড়িয়ে দিলেন চেন্নাইয়ানকে। ম্যাচের পর কিন্তু তাঁর মুখে কামিংসের গোল করার কথা, 'আমার শটটা পোস্টে লেগে ফিরে আসার পরই নজরে আসে যে জেসন খুব ভালো জায়গায় আছে। তাই কয়েকটা পা ঘুরে আমার কাছে আসতেই ওকে বল বাড়াই। ও অসাধারণ ফিনিশ করেছে। দলে সুযোগ ও গোল পাচ্ছিল না ও। তাই খুব খুশি হয়েছি জেসন গোল পাওয়ায়। আসলে এই ম্যাচটা যে কঠিন হবে, এটা জানতাম। ওয়েন কোয়েলকে আমি খুব ভালো করে চিনি। জানতামই যে উনি আমাদের কাজটা কঠিন করে দেবেন। তবে শেষপর্যন্ত দল জিতেছে, এতেই আমি বেশি খুশি।'

তাঁকেই ম্যাচের সেরা বেছে নেওয়া হয়। নিজেই অবাক হয়ে গেছেন স্টুয়ার্ট। হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি তো অবাক ম্যাচের সেরা হয়ে। সাধারণত গোটা ম্যাচ যারা খেলে তারাই সেরা হয়। এটা

জেসন কামিংসের সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নায়ক গ্রেগ স্টুয়ার্টও।

চমক আমার কাছে। কোচ যখন এসে বললেন, আমি সেরা তখন দুইজনেই হেসে ফেলি। তবে আমার সেরা হওয়ার থেকেও দলের জয়টা বেশি জরুরি ছিল।' ওড়িশা এফসি ও জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে খেলেননি স্টুয়ার্ট। চেন্নাইয়ানের বিপক্ষে মাঠে নেমে কিছু করতে পারার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলে জানালেন, 'গত দুই ম্যাচ চোটের জন্য খেলতে পারিনি। কিন্তু এই ম্যাচে মাঠে নামার সময়ে দলকে সাহায্য করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। তখন ম্যাচ গোলশূন্য ছিল কিন্তু মাঠে নেমে প্রথম শটই যখন পোস্টে লাগল তখন মনে হচ্ছিল কিছু করতে পারব। হয়তো গোল আসবে। আর সেটা করতে পেরেছি বলে আরও ভালো লাগছে। জেসনের গোলটাও দুর্দান্ত।' তবে এখনও সম্পূর্ণ ফিট হননি, সেটা স্বীকার করে নিচ্ছেন তিনি, 'সামান্য ব্যথা এখনও অনুভব করছি। তবু মনে হয়েছে, ১০-১৫ মিনিট খেললে দলকে সাহায্য করতে পারব। আরও গোল হতে পারত। আমার শটই দুইবার পোস্টে লেগে ফিরে এল।'

প্রতিপক্ষ শক্তিশালী বলেই ক্লিনশিট রাখা যে দলের জন্য খুব জরুরি সেটা তিনি মরশুমের শুরু থেকেই বলে আসছেন। শেষ ছয় ম্যাচের পাঁচটাতেই মোহনবাগান ডিফেন্সের ক্লিনশিট রাখতে পারাটা কি তাঁদের কাজটা সুবিধাজনক করে দিচ্ছে? প্রশ্ন করলে স্টুয়ার্টের উত্তর, 'আমাদের সব পজিশনের ফুটবলাররাই গোল করতে পারে। এমনকি ডিফেন্ডাররাও। তাই ক্লিনশিট রাখতে পারাটা জরুরি। আসলে আমরা যখন গোল করি তখন গোটা দল করি, আর গোল বাঁচাইও সবাই মিলে। আশা করি পরের ম্যাচগুলোতেও আমরা

> আগের ম্যাচটায় চোটের জন্য আমি গ্যালারিতে ছিলাম। সেখানে বসে ওই যে বিশাল টিফো ওরা এনেছিল, ওটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এমন টিফো, দূরদেশে এসে এমন ভালোবাসা আর কখনও দেখিনি, কোথাও পাইনি। এদেশে আমার অনেকগুলো মরশুম হয়ে গেল। কিন্তু এই পাগলামি, এই ভালোবাসা শুধু এখানেই দেখতে পাচ্ছি।
>
> **গ্রেগ স্টুয়ার্ট**

এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারব।'

মিলিত শক্তি ইউএসপি হলেও তাঁর মতো ফুটবলার যে কোনও দলেরই সম্পদ। এই কথা এখন সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট থেকে সমর্থক, সবারই মুখে মুখে।

দল জিতেই ফিরবে, বিশ্বাস ছিল মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শুরুতে সময় লাগলেও এখন নিজের দলটাকে তিনি চেনেন হাতের তালুর মতো। তাই চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে দল আটকে গেল বলে যখন অতি বড় মোহনবাগানীও কষ্ট পেতে শুরু করেছেন তখনও তাঁর নিজের ফুটবলারদের উপর আস্থা হারাননি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

জেসন কামিংস মাঠে নামেন ৭৪ মিনিটে। তারও ১০ মিনিট পরে গ্রেগ স্টুয়ার্ট। আর এই দুই সুপার সাবই শেষ করে দিলেন প্রতিপক্ষকে। ৮৫ মিনিট ঠিক ডাইং মোমেন্ট না হলেও যেভাবে দল খেলছিল তাতে আশা দেখছিলেন না সমর্থকরাও। অথচ মোলিনা জানিয়ে দিলেন তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল, ম্যাচ থেকে ছেলেরা তিন পয়েন্ট নিয়েই ফিরবেন। আর তাই পরিবর্তনগুলো করেন সেসময়। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ ম্যাচের পর বলেছেন, 'আমি কখনও ভাবিনি যে ম্যাচটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। কারণ দলের উপর আমার আস্থা আছে। জানতাম যে কোনও সময়েই গোল হবে। সেইজন্যই প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো করি। যাতে ওরা ম্যাচ জেতাতে পারে। মাঠে নামলে কখনও হাল ছাড়ি না। এক গোলে পিছিয়ে থাকলে মনে করতাম যে ম্যাচটা ড্র করে ফিরব। আর যেহেতু গোল খাইনি তাই জয়ের কথাই ভাবছিলাম। ইতিবাচক মানসিকতা থাকলে ভাগ্য সঙ্গ দেয়।' দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেমি ম্যাকলারেন খুব ভালো খেলতে পারেননি এই ম্যাচে। তবু দলের সবার পারফরমেন্সে খুশি মোলিনা। তাঁর মন্তব্য, 'আমার মনে হয়, এই ম্যাচে দুই দলই খুব ভালো খেলেছে। চেন্নাইয়ান শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ওরা যে ভালো খেলবে সেটা আমার ভাবনায় ছিল। ওরা ম্যান মার্কিং করে খেলছিল। দিমিকে বিশেষকরে পাহারায় রাখছিল। ফলে আমাদের মাঝমাঠ ভালো সামাল দিতে পারছিল না। তাই পরে সাহালকে (আব্দুল সামাদ) নামাই। ও পরে নেমে আক্রমণের চাপ বাড়াতে সাহায্য করে। ফুটবলে প্রতিপক্ষ গোলের সামনে যারা ভালো খেলে, তারাই জেতে। আর এই ব্যাপারে আমরাই এগিয়ে ছিলাম।'

> এক গোলে পিছিয়ে থাকলে মনে করতাম যে ম্যাচটা ড্র করে ফিরব। আর যেহেতু গোল খাইনি তাই জয়ের কথাই ভাবছিলাম।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

গোল অক্ষত রাখতে পারায় খুশি বাগানের হেডকোচ, 'গোল হজম না করে যদি জয় আসে তাহলে দ্বিগুণ ভালো লাগে। এর জন্য গোটা দলকেই ধন্যবাদ দেব। রক্ষণে সকলেই খুব ভালো খেলেছে। ওড়িশা এফসি-র বিপক্ষে ছাড়া আমরা শেষ পাঁচ ম্যাচ ক্লিনশিট রাখতে পারলাম। আশা করছি এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যাবে।' আপাতত সোমবার পর্যন্ত দলকে ছুটি দিয়ে দিলেন বিশ্রামের জন্য। মঙ্গলবার থেকে শুরু করবেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি। আগামী ৮ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে গিয়ে ডুরান্ড কাপ জয়ীদের বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান।

জকোকে কোচিং অপ্রত্যাশিত ছিল মারের কাছে

বেলগ্রেড, ১ ডিসেম্বর : ২০২৫ সালের শুরুতেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে দেখা যাবে নোভাক জকোভিচ-অ্যান্ডি মারে যুগলবন্দি। জোকারের দায়িত্ব নিয়েই কোচ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন প্রাক্তন ব্রিটিশ টেনিস তারকা।

মারেকে কোচ হিসাবে নিয়োগ করে টেনিস বিশ্বকে একপ্রকার চমকই দিয়েছেন জকোভিচ। জোকার জানালেন, অভিজ্ঞতার জন্যই তাঁকে কোচ হিসাবে বেছে নেওয়া। সার্বিয়ান তারকা বলেন, 'কোচ হিসাবে বেশ কিছু নাম আলোচনায় ছিল। তবে আমি এমন কাউকে চাইছিলাম যিনি একাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন, আমার মতো কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়েও গিয়েছেন। সেই সময় আমার টিমের সঙ্গে আলোচনায় মারের নাম উঠে আসে।'

একইসঙ্গে জকোভিচ বলেছেন, 'এই ভাবনার পিছনে দীর্ঘ প্রক্রিয়া ছিল। কারণ গোরান ইভানিসেভিচ আমার সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন। অনেক সাফল্য পেয়েছি তাঁর হাত ধরে। কোচ পরিবর্তন করব এটা ভাবতেই ছয় মাস সময় লেগেছে।' জোকার মনে করছেন, 'অ্যান্ডি মারের কাছেও প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত ছিল। যে কারণে কয়েকদিন পর এটা গ্রহণ করেন।'

বড় ব্যবধানে জিতে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের আতোয়াঁ গ্রিজম্যান।

রিয়ালের জয়ে গোল এমবাপের

মাদ্রিদ, ১ ডিসেম্বর : বার্সেলোনার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা শুরু রিয়াল মাদ্রিদের। রবিবার গেটাফেকে ২-০ গোলে হারিয়ে তারা শীর্ষে থাকা বার্সার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান নামিয়ে আনল একে। লা লিগায় ১৫ ম্যাচ খেলে বার্সেলোনা পেয়েছে ৩৪ পয়েন্ট। এক ম্যাচ কম খেলে রিয়ালের সংগ্রহে ৩৩।

ঘরের মাঠে ৩০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে জুড়ে বেলিংহাম এগিয়ে দেন। ৩৮ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে ব্যবধান বাড়ান।

দুর্বল ভায়াডোলিডকে সামনে পেয়ে গোলের উৎসবে মেতে ছিলেন হুলিয়ান আলভারেজ, রডরিগো ডি পলরা। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ জয় পায় ৫-০ গোলে। প্রথম গোলটি আসে ২৬ মিনিটে ক্লেমেন্ট লেনগ্লেটের পা থেকে। ৯ মিনিটের ব্যবধানে দ্বিতীয় গোল হুলিয়ানের। মাঝে দিয়েগো সিমিওনের পুত্র জিওভানি বল জালে জড়ালেও ভিএআরে তা বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। দ্বিতীয় গোলের ঠিক দুই মিনিট পর এই মরশুমে অ্যাটলেটিকোর জার্সিতে প্রথম গোলটি করেন ডি পল।

দ্বিতীয়ার্ধে মাদ্রিদের ক্লাবটির হয়ে বাকি দুই গোল করেন আতোয়াঁ গ্রিজম্যান ও আলেকজান্ডার সারলথ। যদিও দুই গোলের মাঝে সময়ের ব্যবধান ৪০ মিনিট। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে ভায়াডোলিড। এই সময় গোল লক্ষ্য করে একাধিক শট নিলেও বল জালে জড়াতে পারেনি তারা। ১৫ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে আছে অ্যাটলেটিকো।

শীর্ষপদে বসেই জয়ের চোখ অলিম্পিকে

দুবাই, ১ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথের আবহে আজ আইসিসি-র শীর্ষপদের দায়িত্ব নিলেন জয় শা। পঞ্চম ভারতীয় এবং সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে গুরুদায়িত্বে অমিত শা-পুত্র। পদে বসেই নিজের লক্ষ্য পরিষ্কার করে দিয়েছেন জয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চলতি জট ছাড়ানোর চাপ রয়েছে। তবে নতুন আইসিসি চেয়ারম্যানের চোখ ২০২৮ সালের অলিম্পিকে।

১২৮ বছর পর 'গ্রেটেস্ট শো অফ দ্য আর্থ' অলিম্পিক সংসারে ফিরছে ক্রিকেট। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ঘটতে চলা যে স্মরণীয় মুহূর্তকে রঙিন করে রাখাই পাখির চোখ জয়ের। দায়িত্ব নেওয়ার পর জয় বলেছেন, 'আইসিসি-র চেয়ারম্যান হয়ে আমি সম্মানিত। কৃতজ্ঞ আমাকে যাঁরা সমর্থন দিয়েছেন, ভরসা রেখেছেন আইসিসি-র যে সকল ডিরেক্টর, সদস্য দেশগুলি।'

অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গে আইসিসি-র নবাগত চেয়ারম্যান বলেছেন, 'আমরা ২০২৮ অলিম্পিকের জন্য তৈরি হচ্ছি। নিশ্চিতভাবে ক্রিকেটের জন্য যা আনন্দের মুহূর্ত। গোটা বিশ্বে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দিতে হবে।' জয়ের মতে, অলিম্পিকে অংশগ্রহণ ক্রিকেটের বিশ্বায়নের রাস্তা সুগম করবে। যে মঞ্চ কাজ লাগানোর সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে আইসিসি-র।

মহিলা ক্রিকেট অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রথম দিকেই থাকছে। জয়ের কথায়, বর্তমানে একাধিক ফরম্যাট রয়েছে। এর মধ্যে ভারসাম্য আনার প্রয়াস জরুরি। পাশাপাশি মহিলা ক্রিকেটের আরও উন্নতি, প্রসারও গুরুত্ব পাবে সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার কাছে। ২০১৯ থেকে ২০২৪-লম্বা সময় বিসিসিআইয়ের দায়িত্ব সামলেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিভিন্ন পদক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল জয়ের। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চান আইসিসি-তে। পূর্বতন শীর্ষ আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি টিমওয়ার্কে জোর দিচ্ছেন। জয়ের মতে, ক্রিকেট উন্নতি একযোগে কাজ করতে হবে সবাইকে।

শুরুটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জয় ছাড়ানোর কঠিন দায়িত্ব দিয়ে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) শর্ত সাপেক্ষে হাইব্রিড মডেল মানতে রাজি হয়েছে। কিন্তু সেই শর্ত মানলে ২০৩১ সালের মধ্যে ভারতে অনুষ্ঠিত তিনটি আইসিসি টুর্নামেন্টেও হাইব্রিড মডেল রাখতে হবে। পাকিস্তান তাদের ম্যাচ খেলবে নিরপেক্ষ কোনও দেশে। শেষপর্যন্ত আইসিসি কী অবস্থান নেয়, সেটাই দেখার।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারদের তোপ অব্যাহত। প্রাক্তন পাক উইকেটকিপার-ব্যাটার কামরান আকমল যেমন দাবি করেছেন, 'স্থায়ী সমাধান দরকার। এটাই উপযুক্ত সময়। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যদি হাইব্রিড মডেলে হয়, তাহলে ভারতে অনুষ্ঠিত আইসিসি টুর্নামেন্টেও যেন একই নিয়ম থাকে। অতীতে পাকিস্তান বারবার ভারতে গিয়ে খেলেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পিসিবির উচিত নিজেদের অবস্থানে অটল থাকা। অনেক হয়েছে, আর নয়।'

সৈয়দ মোদি ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর লক্ষ্য সেন। আনন্দ ভাগ করে নিতে তাঁর সঙ্গী বাবা-মা ও দাদা চিরাগ সেন।

২৮ মাসের খরা কাটল সিন্ধুর

লখনউ, ১ ডিসেম্বর : শেষ বিডব্লিউএফ খেতাব এসেছিল সিঙ্গাপুর ওপেনে ২০২২ সালের জুলাইয়ে। মাঝের সময়ে বারবার চোট-আঘাতে থমকে গিয়েছিল ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুর কেরিয়ার। অবশেষে ২৮ মাসের ট্রফি খরা কাটল সিন্ধুর। ২ বছর ৪ মাস ১৮ দিন পর কোনও বিডব্লিউএফ খেতাব জিতলেন তিনি। রবিবার সৈয়দ মোদি ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের সিঙ্গলসে চিনের ইউ লোউকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে তৃতীয়বার এই টুর্নামেন্ট জিতলেন সিন্ধু। খেলার ফল ভারতীয় তারকার পক্ষে স্কোরলাইন ২১-১৪, ২১-১৬। দীর্ঘদিন বাদে খেতাব জেতার স্বস্তি সিন্ধুর ইনস্টাগ্রাম পোস্টেও ধরা পড়েছে। যেখানে পদক হাতে দলের সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে ছবি পোস্ট করে সিন্ধু লিখেছেন, '২ বছর, ৪ মাস, ১৮ দিন। আমার টিম, আমার গর্ব।'

পদক নিয়ে পিভি সিন্ধু। লখনউয়ে রবিবার।

টুর্নামেন্টের শেষ দিনটা ভারতীয়দের জন্য ভালোই কেটেছে। কেরিয়ারে প্রথমবার সৈয়দ মোদি খেতাব জিতলেন লক্ষ্য সেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে তিনি ২১-৬, ২১-৭ পয়েন্টে সিঙ্গাপুরের জিয়া তেহ-র বিরুদ্ধে জয় পান। প্রথম গেমে ৮-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর মাত্র ৩১ মিনিটে ম্যাচ বার করে নেন লক্ষ্য। ভারতকে দিনের তৃতীয় খেতাব এনে দেন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। মহিলাদের ডাবলসে তাঁরা ২১-১৮, ২১-১১ পয়েন্টে লি-বাওকে হারিয়েছেন। তবে পুরুষদের ডাবলসে প্রুথভি কৃষ্ণমূর্তি রায়-সাই প্রতীক কে হেরে গিয়েছেন। মিক্সড ডাবলসেও তানিশা ক্রাস্ট্রো-ধ্রুব কপিলাকে রানার্সের ট্রফি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

মাঝমাঠ নিয়ে চিন্তায় চেরনিশভের মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : পয়েন্ট টেবিলে পার্থক্য থাকলেও দুই দলের অবস্থা প্রায় একই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব আর জামশেদপুর এফসি-র শুরুটা ভালো হলেও দুই দলকেই ভুগতে হচ্ছে ধারাবাহিকতার অভাবে। কাজেই আন্দ্রেই চেরনিশভ হোক বা খালিদ জামিল, দুইজনের কাছেই সোমবারের লড়াই জয়ে ফেরার। তবে মহমেডানের চিন্তা মাঝমাঠ।

আইএসএলে আজ

জামশেদপুর এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

স্থান : জামশেদপুর

সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

এফসি গোয়াকে ঘরের মাঠে রুখে দেওয়ার পর চেন্নাইয়ান এফসি-কে হারিয়ে আসা। তারপরই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কাছে হার। সেই শুরু। শেষ পাঁচ ম্যাচে আর জয়ের দেখা পায়নি সাদা-কালো ব্রিগেড। যদিও চেরনিশভ তাতেও বিচলিত নন। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের আগে তিনি বলছেন, 'আমরা ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছি। বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচেই ফুটবলাররা তার ইঙ্গিত দিয়েছে।' খারাপ ফলের জন্য তিনি মূলত গোল করতে না পারার অক্ষমতাকেই দায়ী করছেন মহমেডান কোচ। বলেছেন, 'সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও গোল করতে না পারা আমাদের মূল সমস্যা।'

প্রতিপক্ষ জামশেদপুরকে নিয়েও যথেষ্ট সতর্ক চেরনিশভ। হারের হ্যাটট্রিক করলেও জাভিয়ের সিভেরিও, জাভি হার্নান্ডেজদের গুরুত্বও দিচ্ছেন সাদা-কালো কোচ। বলেন, 'হয়তো জামশেদপুরের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ওরা শক্তিশালী। জিততে হলে আমাদের সেরাটা বের করে আনতে হবে।' যদিও এই ম্যাচে দলের মাঝমাঠের

জিম সেশনে মহমেডান ক্লাবের মাঝমাঠের ফুটবলার অ্যালেক্সিস গোমেজ।

> আমরা ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছি। বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচেই ফুটবলাররা তার ইঙ্গিত দিয়েছে। সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও গোল করতে না পারা আমাদের মূল সমস্যা।
>
> **আন্দ্রেই চেরনিশভ**

দুই ভরসা মিরজালোল কাশিমভ ও অ্যালেক্সিস গোমেজকে পাবে না মহমেডান। তাই রক্ষণে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের পাশে জোসেফ আদজেইকে খেলানোর জোর চেষ্টা চলছে। তবে চিন্তা থেকে যাচ্ছে মাঝমাঠ নিয়ে। যা সম্ভাবনা তাতে মাঝমাঠে অমরজিৎ সিং কিয়ামের পাশে চেরনিশভ খেলাতে পারেন আঙ্গুসানাকে। এছাড়া আক্রমণভাগে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। গত ম্যাচের মতো শুরু থেকেই সিজার মানঝোকির সঙ্গে কার্লোস ফ্রাঙ্কাকে নামিয়ে গোলের জন্য ঝাঁপানোর পরিকল্পনা মহমেডানের কোচ চেরনিশভের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা মহম্মদ আমির - কে 01.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91B 45638 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একটি পরিমিত জীবনযাপন করার কারণে প্রত্যেকের জীবন একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈনিক ব্যয়গুলি সামলানোর জন্য আমাদের প্রচুর পরিমান অর্থের প্রয়োজন হয়। একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যয়বহুলভাবে জীবনযাপন করা কখনও সম্ভব নয়। ডিয়ার লটারি স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার আশ্চর্যজনক একটি পদ্ধতি প্রদান করে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

গোলের আনন্দে জোশুয়া জির্কজির কাঁধে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড।

অ্যামোরিমের ছকে উজ্জ্বল ব্রুনোরা

ইপিএলে টানা চতুর্থ হার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১ ডিসেম্বর : দায়িত্ব নিয়েই প্রথম ম্যাচে আটকে গিয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিম। তবে নিজের ৩-৪-২-১ ফর্মেশনেই দলকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরাও তাতে সাড়া দিচ্ছেন। নিটফল, ইউরোপা লিগে গত ম্যাচের পর রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভার্টনকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ইপিএলে অ্যামোরিম কোচ হিসেবে প্রথম জয় পাওয়ার দিনে ইউনাইটেডের ঘরে ২০২১ সালের পর লিগে বৃহত্তম জয় এল।

৩৪ মিনিটে র‍্যাশফোর্ড এগিয়ে দেওয়ার পর ইউনাইটেডকে পিছনে তাকাতে হয়নি। বিরতির শুরুতে তিনি আবার স্কোরশিটে নাম তোলেন। মাঝে ৪১ মিনিটে জোশুয়া জির্কজি ব্যবধান বাড়ান। ৬৪ মিনিটে জির্কজির দ্বিতীয় গোলে অ্যামোরিম ব্রিগেড জয় নিশ্চিত করে। ১৩ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে উঠে এল ইউনাইটেড।

অন্যদিকে, ব্রুনোদের পড়শি ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটির দুঃসময় কাটার কোনও লক্ষণই নেই। এদিন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা চতুর্থ হার হজম করল পেপ গুয়ার্দিওলা ব্রিগেড। লিভারপুল ২-০ গোলে হারাল সিটিকে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সিটি টানা ৭ ম্যাচে জয়হীন থাকল। ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে ১২ মিনিটে রেডদের এগিয়ে দেন কোডি গাকপো। ৭৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লিভারপুলের ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করেন মহম্মদ সালাহ। ১৩ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল লিভারপুল।

এদিকে, চেলসি ৩-০ গোলে জিতেছে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে। ৭ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসন গোলের খাতা খোলেন। ৩৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান এনজো ফার্নান্ডেজ। ৮৩ কোল পামারের গোলে জয় নিশ্চিত হয় চেলসির। ১৩ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট চেলসি আছে তিন নম্বরে।